

বিজ্ঞাপন।

আমার এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি গ্রন্থাবতরের অনুবাদ কি মূলগ্রন্থ? তাহা পাঠকবর্গকে বলিয়া দিতে আমার সাহস হই-
তেছে না! কারণ অনেক কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ শুনি-
সেই আদর পূর্বক পাঠ করিয়া থাকেন, নূতন গ্রন্থ অমূলক
বলিয়া তাহাতে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন না; কিন্তু এরূপ
লোকও অনেক আছেন যাহারা ‘বাক্সালাভাঘার প্রায় সকল পুস্ত-
কই অনুবাদিত—ইহাতে মূল পুস্তক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না’
এইরূপ আক্ষেপ করিয়া অনুবাদিত পুস্তকে উপেক্ষাই করিয়া
থাকেন। সুতরাং এমত স্থলে ইহার বিশেষ পরিচয় দিয়া দিলে
কোন পক্ষের কিঞ্চিৎ অনুরাগ এবং কোন পক্ষের কিছু বিরাগ
জন্মিতে পারে, কিন্তু মাদৃশ সামান্যজনের পক্ষে সকল পক্ষের
অনুরাগলাভ করাই বিশেষ প্রয়োজন; এবং সেই অনুরাগলাভ
আমার ও আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের পক্ষে যতদূর আবশ্যক,
ইহা অনুবাদ বা মূলগ্রন্থ তাহা পাঠকবর্গের জানা ততদূর
আবশ্যক নহে! অতএব সহনয় পাঠকবর্গ সমীপে প্রার্থনা এই যে,
আমি ইহার সবিশেষ পরিচয় দিতে সমর্থ না তইলেও তাঁহারা
পূর্বোক্তরূপ কারণ বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহ পূর্বক আমার সে
অপরামর্জনা করেন এবং ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ পূর্বক
এক এক বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার পরিশ্রম সকল
করেন।

আমি এই গ্রন্থ মধ্যে অনেক স্থলে আমার পরম হিঠৈতম
 শ্রীযুত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদর্শিত প্রণালী অব-
 লম্বন করিয়াছি এবং ইহাও এস্থলে, উল্লেখ করা আবশ্যিক যে,
 বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের স্কুল-ইনস্পেক্টর শ্রীযুত এচ. উড্রো. এম.
 এ. সাহেব মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক পুস্তক মুদ্রণ বিষয়ে সবিশেষ
 সাহায্যদান করিয়াছেন ইতি।

শ্রীরামগতি শর্মা

ভগলী, নর্দালবিদ্যালয়,

২৭ শে পৌষ সংবৎ ১৯১৮।

সম্পূর্ণ।

রোমাবতী ।



প্রথম উচ্ছ্বাস ।

হিমালয় পর্বতের উপত্যকা ভূমিতে কৈরাত নামে এক জনপদ আছে। অতি পূর্বকালে পুরঞ্জয় নামে এক প্রবল-পরাক্রম প্রজারঞ্জন নরপতি তথায় আধিপত্য করিতেন। ময়ূরাজী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। ময়ূরাজীর তিন দিক্ কৌশিকী নামক এক তরঙ্গিণী দ্বারা পরিবেষ্টিত ; কেবল এক দিক্ দিয়া মানবগণের গমনাগমন সম্পন্ন হইত। পর্বতের উপত্যকা ভূমি সকল সহজেই বিবিধ মনোহর তরু গুল্মাদিতে স্ত্রশো-
ভিত হইয়া সকলের নয়ন রঞ্জন করিয়া থাকে তাহাতে আবার রাজার যত্ন ও উদ্যোগে স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত পরম রমণীয় উদ্যান সকল নগরীকে যার পর নাই মনোহারিণী করিয়াছিল। তদ্বিন্ন প্রশস্ত ও পরিদৃত

রাজপথ, রমণীয় জলাশয়, নানাবিধ-পণ্য-পূর্ণ আপণ এবং মনোহর নৌদ-রাজি-বিরাজিত দেবমন্দির, নৃপমন্দির, ও ব্যবহার-মন্দির সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়াতে নগরী সৰ্ব্বালঙ্কারশোভিনী কামিনীর ন্যায় সকলেরই নয়নানন্দদায়িনী হইয়াছিল ।

রাজ্য পুরজয় বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ও গুণগ্রাহক ছিলেন । তিনি সামান্য নরপতিগণের ন্যায় মূৰ্খগণের ও চাটুকারবর্গের সংসর্গ ভাল বাসিতেন না । স্মরণ্য নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ গুণের পুরস্কার পাইয়া তাঁহার রাজধানীতে আসিয়া অবস্থান করিতেন । ঐ সকল পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়াই তিনি সতত সভাগণ্ডপ সমুজ্জ্বল করিতেন এবং কি রূপে আপনার ও দেশের বিদ্যাবত্তার উন্নতি হইবে, কি রূপে প্রজাগণের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হইবে, কি রূপে মানব মাত্রেই সজাতীয়ের প্রতি সদ্ভাব-সম্পন্ন হইবে, কি রূপে প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতির দোষ সকল সংশোধিত হইবে, কি রূপে বিপক্ষে আক্রমণ করিলে সকলেই প্রাণপণে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সযত্ন হইবে, কি রূপে কৃষি ও বাণিজ্য নির্বিস্ফে ও উৎকৃষ্ট রূপে নির্বাহিত হইবে, কি রূপেই বা পর-নিন্দা, পরাপকার, পরস্বহরণ, পরদারগ্রহণ প্রভৃতি মানব-

প্রথম উচ্ছ্বাস ।

গানের আন্তরিক কুপ্রবৃত্তির কার্য্য সকল একেবারে দেশ
হইতে নির্বাসিত হইবে, সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সহিত
এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ফলতঃ তাঁহার
দয়ালুতায়, তাঁহার বদান্যতায়, তাঁহার গুণগ্রাহিতায়,
তাঁহার ধার্মিকতায়, তাঁহার সমদর্শিতায় ও তাঁহার সুবি-
চারকতায় প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিত ;
গগন-কমলিনী-প্রসূন-পুতিগন্ধের ন্যায় অসুখ তাহাদিগের
নিকট নিতান্তই অলীক পদার্থ ছিল ।

ভূপতি অধিক পত্নী পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি
একমাত্র ধর্ম্মমন্দিরী ব্যতিরেকে পরকলত্র মাত্রেয়ই
প্রতি দুহিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। মন্দিরী সন্তান
হইবে না বলিয়া সম্পূর্ণই সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু
ঈশ্বর সমীপে প্রজাগণের নিরন্তর প্রার্থনা ও দৈবের
অনুগ্রহবশতঃ প্রৌঢ়তার শেষাবস্থায় রাজপত্নী অন্তর্কল্পী
হইলেন। এই ব্যাপার ঘটনায় মহারাজ যেরূপ
আনন্দিত হইলেন, প্রজাগণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে
আনন্দলাভ করিল। কারণ পুত্র জন্মিলে রাজ্য ও বংশ
রক্ষা হইবে, বাজার এই এক মাত্র আনন্দ, কিন্তু প্রজা-
গণের সেই এক আনন্দ এবং তাদৃশ প্রজাবৎসল নর-
পতির হৃদয় হইতে অনপাত্যতা দুঃখ দূরীকৃত হইবে

রোমাবতী ।

এই আর এক আফ্লাদ, উত্তমবিধ আফ্লাদে তাহার^১ একবারে নিমগ্ন হইয়া গেল । যাহাহউক ঘেরূপ চির-প্রোষিত পুত্রের গৃহাগমনের নিমিত্ত মাতা, দূরদেশবর্তী প্রিয় স্নহদের সংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রণয়ী, নভস্যোদিত মেঘমালার প্রতি অবগ্রহ-ক্লেশিত কৃষক এবং স্নদীর্ঘ-কাল ঘনাবৃত রবিবিশ্বের প্রতি জীবলোক নিতান্ত সন্মুৎ-স্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ মহিবীর প্রনব দিনের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিল ।

অনন্তর নিয়মিত সময়ে রাজ্যীর প্রনববেদনা উপস্থিত হইল । নগরীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবৎ লোকই রাজপুত্র অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল । রামাগণ শঙ্খহস্ত হইয়া সূতিকাগারের প্রাঙ্গণ ভূমিতে দণ্ডায়মান রহিল ; বাদ্যকরেরা নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য গ্রহণ পূর্বক বহির্বাটীতে উপস্থিত হইল ; নর্তকেরা রঙ্গদর্শনোপযোগী মনোহর বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া নৃত্যশালায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ; সহস্র সহস্র দীন, দরিদ্র, অনাথ, অন্ধ, কুঞ্জ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরাশ্রয় লোকেরা প্রীতিদায় প্রাপ্তাভিলাষে আগমন করত রাজভবন ও রথ্যা সম্বাদ করিয়া তুলিল ; অমাত্যগণ রাজার পুত্রমুখ

দর্শনোৎসব সময়ের প্রদেয় দ্রব্য সকলের নির্ধারণ করিতে বসিলেন এবং কর্মকরেরা সেই সেই দ্রব্যের আহরণ নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। কলতঃ রাজবাটী যেন একটা উৎসব ভূমির ন্যায় কেবল কোলাহলময় হইয়া উঠিল। এমন সময়ে স্মৃতিকা-গারের মধ্য হইতে “হায়! কন্যা হইল! কন্যা হইল!” এই আর্তস্বর বিনির্গত হইল। মহিষী প্রসরবেদনায় অত্যন্ত কাতরা হইয়াছিলেন, আবার সেই সময়ে পুত্র-মুখ দর্শনাশার উচ্ছেদের সংবাদ কর্ণগোচর হওয়াতে একেবারে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অরিষ্ট গৃহে হাহা রব উঠিয়া গেল। পুরস্ক্রী বর্গেরা নানাপ্রকারে রাজ্যীর মোহাপনয় করিয়া প্রবোধবচনে তাঁহাকে স্থিরচিত্ত করিতে সক্ষম হইলেন। বহিঃস্থ শত্রুহস্ত যুবতীগণ ব্রীড়া-বিনত-বদনে একে একে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতে লাগিল। বাদ্যকরেরা পলাইবার পথ পাইল না। সমাগত দীন দরিদ্রেরা একেবারে ভগ্নাশ হইয়া তুষ্ণীভাবে বসিয়া পড়িল। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি হয় না। সকলেই ম্লানবদনে স্বকর্তব্য কর্মে জড় হইয়া পড়িল। কলতঃ ক্ষণকালের মধ্যে রাজভবন নিশীথ সময়ের ন্যায় নীরব ও নিস্তব্ধ হইল।

নরনাথ এই সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও গণক-
 গণ সমভিব্যাহরে এক নিভৃত গৃহে সভা করিয়া প্রস-
 বের সময় নিরূপণার্থ সম্মুখে ঘটিকা-যন্ত্র স্থাপনপূর্বক
 প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন । অকস্মাৎ এইরূপ
 অন্তঃপুরের নীরবতা অশুভব করিয়া তিনি সভাসদদিগকে
 কহিলেন, মহাশয় গণ ! অনেকক্ষণ হইল অন্তঃপুরের
 কোন সংবাদ আইসে নাই, সমুদায় নিস্তরু দেখিতেছি,
 বোধ হইতেছে কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে । অতএব
 আর আমি এখানে স্থির-চিন্তে থাকিতে পারি না, আমার
 মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে, এই বলিয়া পুরোহিত এবং
 বিশ্বস্ত প্রধান সচিবকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে
 প্রবেশ করিলেন । তথায় প্রবেশিয়া কাহারও মুখে
 আনন্দের চিহ্ন নাই দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বুদ্ধি
 রাজ্যের গর্ভ কোন রোগরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে ।
 নচেৎ আমার এতাদৃশ ভাগ্য কি, যে, অপত্য-মুখ অব-
 লোকন করিয়া সংসারমুখের সার্থকতা সম্পাদন করি ।
 অকৃত-পুণ্য দিগের এরূপ মনোরথ কেবল বিভ্রমের মাত্র ।
 তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিয়দূর গমন করিতে-
 ছেন এমন সময়ে অরিষ্ঠাভ্যস্তর হইতে নব প্রসূত শি-
 শুর রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলেন । ঐ শব্দ শ্রবণে তাঁহার

পূর্বাশঙ্কা নিরাকৃত হওয়াতে তিনি কাহাকেও কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া সত্বরে স্মৃতিকাগারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন জ্বলন-বিশোধিত জাতরূপা-কৃতি এক পরম রমণীয় কুমারী শরশ্লেষাবলীর উৎসঙ্গে বিদ্যালতার ন্যায় অপ্রফুল্লচিত্তা রাজমহিষীর অঙ্কদেশ সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর, “পুত্র না হইয়া চুহিতা হইয়াছে এই জন্য পুরবাসীরা যথোচিত হর্ষ প্রকাশ করিতেছে না এবং রাজ্ঞীও মহা দুঃখিতা হইয়াছেন” এই সংবাদ অবগত হইয়া নরপাল অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত স্মৃতিকা গৃহের দ্বারদেশেই পরি-জ্ঞানোপনীত আসনে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে ও গঙ্গাদ-বচনে कहিলেন—মানব জাতির অন্তঃকরণ কি অনন্তুষ্ঠ! তাহারা দুরাশা-গ্রস্ত হইয়া দৈবের প্রসাদ-দত্ত পদার্থকে কখনই উচিতমত কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতে সন্মত হয় না। আমি একপ্রকার গলিত-বয়ঃ হইয়াছি বলিলেই হয়। এ বয়সে পুত্র বা কন্যার মুখ দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে ইহা কাহার মনে উদ্ভিত হইয়াছিল? জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া এ অবস্থাতেও আমাকে তাদৃশ সুখে বঞ্চিত করিলেন না। অতএব এ সময়ে তাঁহার অপার কৰুণার প্রশংসা

রোমাবতী ।

না করা, উল্লাসিত মনে তাঁহার প্রসাদ-দত্ত বস্তুর সমাদর না করা এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ আমাদের আনন্দোৎসব না করা কি কাপুরুষের কর্ম ! মূঢ় লোকেরাই কন্যা ও পুত্রের ভেদজ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহের তারতম্য করিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃতরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়কেই এক পদার্থ ভিন্ন আর কি বোধ হইতে পারে ? জননীকে উভয়ের নিমিত্তই সমানরূপ যত্ননা সহ্য করিতে হয়, উভয়ের প্রতিই পিতা মাতার সমানরূপ স্নেহাবির্ভাব হয় এবং উভয়েই বিপৎকালে সমানরূপে জনক জননীর সাহায্য করিয়া থাকে । সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় পুত্রেরা উপার্জনাদি করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা শ্রদ্ধা করে এবং কন্যারা পতি-গৃহে গমন করিয়া তদনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না । বোধ হয় এই কারণ-বশতই পুত্র ও কন্যার প্রতি লোকের ভেদবুদ্ধি আবির্ভূত হইয়া থাকে । কিন্তু সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিলে এই ভেদ বোধ নিতান্ত অযৌক্তিক । ভ্রাতা বা অপর অস্তিত্ব-ভাবক-সত্ত্বে দুহিতারা পিতা মাতার অধিক চিন্তা করে না যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদের অবিদ্যমানতায় কন্যারা পতি-গৃহে যাইয়াও জনক জননীর ক্লেশ সময়ে

কখনই নির্বৃত্ত হইয়া থাকিতে পারে না। সর্বদাই তাঁহাদের তত্ত্বাবধান ও ক্লেমবিমোচনের নিমিত্ত স্বত্ববতী থাকে। বিশেষতঃ তাঁহাদের পীড়ার সময় উপস্থিত হইলে কন্যারা যেরূপ শুশ্রূষা করিয়া থাকে পুত্রেরা তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে না। শাস্ত্র-কারেরা পিতামহ মাতামহ ও পৌত্র দৌহিত্র দিগের প্রতি সবিশেষ ব্যবহার করিলে নরকপাতের ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আর আমার যে, পুত্র না হইয়া কন্যা হইয়াছে, তজ্জন্য জগদীশ্বরের আমার প্রতি সাত্ত্বিক শয় করুণাই প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ এক্ষণে আমি স্মৃতির হইয়াছি, আর কত কালই বাঁচিব। এ অবস্থায় পুত্র হইলে সে প্রাপ্তব্যবহার হইবার অগ্রেই হয়ত আমাকে সংসারলীলা সংবরণ করিতে হইত স্ততরাং সেই পুত্র এবং কুলক্রমাগত এই রাজ্য সকলই রিপু-কর-কবলিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু কন্যা হওয়াতে এই সুবিধা হইয়াছে যে, অচিরকালমধ্যেই জামাতরূপ এক উপযুক্ত পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাইব এবং তাহাকে রাজা এবং কন্যাকে রাজমহিষী দেখিয়া উল্লাসিত মানসে আপনার পারত্রিক কর্ম্মশৃষ্ঠা-নের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিব।

নরপালের এইরূপ যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ উদার বচনা-
বলী শ্রবণ করিয়া অমাত্য পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই
সামুদান প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সকলের
মনেই মোহ-মেঘ অপগত হইয়া বোধ-সুখাকরের উদয়
হইল। সকলেই যেন জড়াবস্থার হস্ত হইতে সজীবতা
লাভ করিল এবং সকলেই তখন মহাকালাহল সহকারে
নানাবিধ মঙ্গলাচরণ কর্মে প্রবৃত্ত হইল। তখন স্থানে
স্থানে নৃত্য গীত ও বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল,
সমাগত দীন দরিদ্রদিগের প্রতি, জলধরের জলবর্ষণের
ন্যায় সর্বত্র সমানরূপে প্রচুর অর্থরাশি বিতীর্ণ হইতে
লাগিল; ভৃত্যবর্গ রাজদত্ত রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া
আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কলতঃ সমুদায়
নগর যেন মূর্ত্তিমান্ হর্ষের ন্যায় হইয়া নানাপ্রকারে ক্রীড়া
কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজাও তৎকালোচিত
অন্যান্য কৰ্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া অন্তঃপুর
হইতে বহির্গত হইলেন।

কিয়ম্বাস অতীত হইলে পর নিয়মিত সময় উপস্থিত
হইলে মহীপাল, তনয়ানুরাগের অনুরূপ, মনের ঔদার্যের
সদৃশ ও স্বভূক্ত-বিনির্জিত দিগ্দিগন্ত হইতে সমধিগত
সম্পত্তির উপযুক্ত সমৃদ্ধি সহকারে প্রাণপ্রিয়া তনয়ার

অনুপ্রাশন নাগকরণ প্রভৃতি আবশ্যক সংস্কার সকল সম্পাদন করিলেন। কন্যার নাম রোমাবতী রাখিল। রোমাবতী জনকের আনন্দের সহিত দিন দিন বর্দ্ধমান হইয়া শুক্ল পক্ষের শনিকলার ন্যায় যেমন পুষ্টাবয়বা তেমনি লাবণ্যবতী হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, একটী নবনীত-পুতলিকা জীবন্যাসময়ে প্রাপ্তজীবন হইয়া ইতস্ততঃ ফ্রীড়া করিতেছে। তিনি কোন দিন বধূবেশ ধরিয়া, কোন দিন বরবেশ পরিগ্রহ করিয়া, কোন দিন বা রাখালবেশে নজ্জিত হইয়া ভূপতির অঙ্গুলি ধারণ পূর্বক নৃত্য করিতে করিতে সর্পদাই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইতেন এবং এটী কি ? উটী কি ? নেটী কি ? অর্ধ-ক্ষুট-গধুর বচনে এইরূপ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিয়া সকলের অবগেন্দ্রিয় স্তম্ভান্বিত করিতেন। বালিকাগণ নিয়ত অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিয়া যেরূপ নিতান্ত মূঢ়ভাব হইয়া যায়, রোমাবতী সেরূপ হইলেন না। তিনি সতত সভামণ্ডপে অবস্থান করাতে বীতভয়া হইয়া কৃত্রাপি গমন করিতে সক্ষম হইতেন না। যে কেহ তাঁহাকে ফোড়ে করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেন তিনি তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইয়া, কাহারও ফোড়ে বসি-

তেন, কাহাকেও ক্রোড়ে করিতে যাইতেন, কাহাকেও স্তনপান করাইতেন, কাহাকেও ধূলিময় অন্ন ব্যঞ্জন রান্না খাইতে দিতেন এবং কাহারও চিবুক, কাহারও কেশ, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও বা যজ্ঞোপবীত আকর্ষণ করিয়া নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক করিতেন।

এইরূপে পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে পর রাজা তনয়ার বিদ্যা শিক্ষার্থে নানা বিদ্যা-বিশারদ কতিপয় উপদেশক ও উপদেশিকানিযুক্ত করিয়া দিলেন। রোমাবতী তাঁহাদিগের নিকট সাতিশয় অভিনিবেশ সহকারে ক্রমাগত সাত আট বৎসর শিক্ষা করত, ব্যাকরণ সাহিত্য পুরাণ শিল্প, নৃত্য গীত বাদিত্র প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মেধা একরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি একবার যে বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতেন তাহা পাষাণাক্তিত রেখার ন্যায় চিরকাল তাঁহার অন্তঃকরণে বিরাজমান থাকিত। ফলতঃ রোমাবতী এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাভ্যাস, প্রিয়ভাষিতা, বিনয়, সৌজন্য, গুরুভক্তি, অনুগত-বাৎসল্য প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিতা হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর রোমাবতী যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন। মুক্তানালা সূর্য্যকিরণে লম্বমান করিলে প্রতিকলিত প্রভা সকল যেমন উহার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়,

ঔঁহার শরীরের তরলবৎ লাবণ্যও সেইরূপ প্রতিভাত হইতে লাগিল । তখন রবি-কর-বিভিন্ন তামরনের ন্যায়, জ্বলন-বিশোধিত জাতরূপের ন্যায়, হুবর্ণ-মণ্ডিত রক্তাঙ্গুরীয়েলের ন্যায়, নীহার-গর্ভ রক্তোৎপলের ন্যায়, মেঘ-মধ্যেদিত সুরচাপের ন্যায়, কেনরাজি-বিরাজিত জাহ্নবী-জলের ন্যায়, বসন্তবিকসিত চূতকলিকার ন্যায়, শাণো-ল্লীট হীরকমালার ন্যায়, নবযৌবন-লাঞ্ছিত তদীয় শরীর অপূর্ব মনোহর শোভা ধারণ করিল । যেমন বহুরূপ-নামক সরীসৃপজাতি ক্ষণে ক্ষণে নূতনরূপ বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ ঔঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যমাদুরীও দিন দিন যেন নূতনরূপে আবির্ভূত হইতে লাগিল । সেই যৌবনশোভা সম্ভর্ষণ করিয়া বোধ হইতে লাগিল বৃষ্টি, বিধাতা বিলাসের বিলাস, প্রসাদনের প্রসাদন, উপমানের উপমান, এবং আভরণের আভরণ করিয়া এই রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন । অধিক কি, বাসরাত্রী যেমন দিনমণির দ্বারা শোভা ধারণ করে, বিভাবরী যেরূপ নিশাকরের দ্বারা রমণীয় হয়, হারাবলী যেমন মধ্য-মণির দ্বারা হুশোভিত হয়, উদ্যানপঙ্ক্তি যেমন পুষ্পলতা দ্বারা চিত্তাকর্ষিণী হয়, সরোজিনী যেরূপ সরোজ-শোভায় কমণীয় হয় সেইরূপ রোমাবতীর দ্বারা সমুদায় রাজপুরী একেবারে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল ।

যেমন বসন্তকালের চূতকলিকা মুকুলিতা হইলে গন্ধবহের দ্বারা তদীয় পরিমল দিগ্দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ রোমাবতীর বিদ্যা রূপ বিনয় স্ত্রীলতা প্রভৃতি গুণসমস্তের নীরভ লোকপরম্পরায় পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তারিত হইতে লাগিল। এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া নানাদেশীর ভূপালগণ তাদৃশ রমণীর দ্বা-
লাভে আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্য রাজ্য পুর-
ঞ্জয়ের নিকট ভূয়োভূয়ঃ লিপিপ্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরঞ্জয় এই সকল লিপি প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, রোমাবতী আমার সংসার বিপি-
নের একমাত্র পুঞ্জলতা এবং আমার জীবন-বৃক্ষের অকালের ফল। অতএব সে যাহাতে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগত হইয়া যাবজ্জীবন সুখভাগিনী হয় তৎসম্পা-
দনই আমার সংসারের সার কর্ম বলিয়া বোধ হই-
তেছে। বিশেষতঃ সে যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী হইয়াছে, তাহাতে যদি অপাত্রে অর্পিতা হয় তবে তাদৃশ রূপ ও গুণের বিমাননা করা হইবেক। আহা !
বৎসার রূপলাবণ্য যত বার দর্শন করি তত বারই যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়, কেমন রূপেই নয়ন পরিতুষ্ট হয় না। তাহার করতলে কমল নিঃক্ষেপ করিলে, কাহার

লক্ষ্মী বলিয়া বোধ এবং বীণা প্রদান করিলে কাহার সরস্বতী বলিয়া ভ্রম না জন্মে? বাহাহউক এক্ষণে সে বিবাহের যোগ্য হইয়া উঠিল, আর এখন নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় হইতেছে না। অনেকানেক রাজপুত্রেরাও সর্বশেষ আগ্রহসহকারে আমার নিকট পত্রাপ্রেরণ করিতেছেন। এক্ষণে কি করা যায়? ঐ সকল রাজগণের মধ্যে কেহই রোমাবতীর পরিচিত বা দৃষ্টপূর্ব্ব নহেন। হুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন করিলে রোমাবতীর মত-নিরপেক্ষ হইয়াই করিতে হয়। পিতারা এইরূপ প্রণালীতেই প্রায় দুহিতার পরিণয় ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রথা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সকলেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কুমুদিনী দিনমণিরও মুখাবলোকন করে না, কমলিনী রাকা-নিশানাথেরও করম্পর্শে ম্লান হইয়া যায়। অতএব আমি যে ব্যক্তিকে রূপগুণ-সম্বল-সম্পন্ন বোধ করিয়া জামাতৃত্বে বরণ করিব, সে হয় ত কোন অনির্দ্বন্দ্বীয় কারণে রোমাবতীর নয়ন-প্রীতিকর না হইতে পারে এবং তাহা হইলে রোমাবতী “পিতা মাদবীলতাকে পিচুমর্দাশ্লিষ্টা করিয়াছেন” এই ভাবিয়া যাবজ্জীবন আপনাকে হতভাগিনী বোধ

করিবে। আমিও প্রাণসত্ত্বে প্রাণাধিক-প্রিয়তমা তমুজ্জার
মান মুখ কখন অবলোকন করিতে পারিব না। অত-
এব আমার বুদ্ধিতে স্বয়ম্বরের উদযোগ করাই শ্রেয়ঃ
কল্প বোধ হইতেছে। কন্যার রূপ ও গুণের নৌরভ
সকল দেশেই বিস্তীর্ণ হইয়াছে। অতএব এই স্বয়ম্বরে
অনেক রাজা ও রাজপুত্রগণ সমাগত হইবেন তাহার
সন্দেহ নাই। রোমাবতী তন্মধ্য হইতে অবশ্যই আপ-
নার অনুরূপ পতিকে বরণ করিয়া লইয়া চিরসুখ-
ভাগিনী হইতে পারিবে। দৈবের কথা কিছুই বলা যায়
না। যদি তাহাতেও কন্যার কোন অসুখের কারণ উপ-
স্থিত হইয়া উঠে তবে আমার মনে অন্ততঃ এই নিকৃতি
থাকিবেক যে, আমি তাহার দুঃখ-ভাগিনী হইবার কারণ
নহি।

অনন্তর রাজা, পুরোহিত ও অমাত্যবর্গের সহিত
মন্ত্রণা করিয়া আত্মজার মত গ্রহণপূর্বক এই পরামর্শই
কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর স্বয়ম্বরবিধা-
নের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। দূতগণ পত্রিকাহস্তে
দেশে দেশে গমন করিতে লাগিল। নানা দেশীয় রাজা
ও রাজপুত্রেরাও ক্রমে ক্রমে গয়ূরাদীতে আগমন করি-
তে লাগিলেন। নগর একবারে জনময় হইয়া উঠিল।

অনন্তর নির্জারিত দিবস উপস্থিত হইলে পর রোমাবতী শিবিকারোহিত হইয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ংস্বরাজগণের সন্নিধানে আরোহিত হইলেন । এক প্রগল্ভা প্রতিহারী শিবিকার সমভিব্যাহারে থাকিয়া একে একে সকল রাজার নিকট গমন এবং তাঁহাদের বংশ ও গুণাবলী কীর্তন করত ক্রমে ক্রমে সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হইল । কিন্তু রাজকুমারীর কাহারও প্রতি একবারও সান্নিধ্য নয়নপাত হইল না । হতরাং তিনি পরিত-প্রতিহত গম্বতীর ন্যায় আপনার গম্বত পথ অবধারণ করিতে অনমর্শা হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন । পরে কিম্বৎকন ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় চিন্তামগ্ন হওয়াতে তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হইল যে, এই সমাগত রাজগণের মধ্যে একজনও তাঁহার প্রণয়বন্ধের উপযুক্ত পাত্র নহেন । তাঁহার হৃদয়রঞ্জন এখনও যেন কোন দূরদেশে বর্তমান আছেন । মনোমধ্যে সহনা এই ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে তিনি একেবারে দৃঢ়চিত্ত হইয়া হস্তস্থিত মধুকমালা আপনারই গলদেশে অর্পণ করিলেন এবং শিবিকাবাহকদিগকে সঙ্কেত করত সবেগে আপন প্রাণাদে প্রত্যাগমন করিয়া আসিলেন ।

স্বয়ম্বরগত ভূপালবর্গ এই ব্যাপার অবলোকন করত সাধারণের অবমাননা হইল বলিয়া কম্পান্বিত-কলেবরে আসন হইতে গাত্ৰোত্থান করিলেন। তাঁহারা পুরঞ্জয় ও তৎপুত্রী রোমাবতীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ সমর্যাবতরণেও প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শাস্ত্র-কারেরা স্বয়ম্বরক্ষোভকারীদিগকে ইচ্ছাশূন্য বিনাশ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এই ভয়ে অনেকে অগ্রনর হইতে পারিলেন না। যাহাহউক নানারূপ প্রবোধ ও সান্ত্বনা-বাক্যে সমরোদ্যম নিবৃত্ত হইলে ভূপগণ বিভাতকালীন গ্রহগণের ন্যায় মলিন-বর্ণ হইয়া স্বস্থ আলয়ে প্রস্থান করিলেন। নগরী পুনর্বার শান্তিভাব ধারণ করিল।

স্বয়ম্বর-সভায় তাদৃশ আচরণের নিমিত্ত রাজনন্দিনীর প্রতি পুরবাসিগণ সকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; সকলেই তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূরি ভূরি নিন্দা করিতে লাগিল। এবং সকলেই তাঁহার অদৃষ্টে মহৎ দুঃখ আছে বলিয়া পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিল। রাজা ও রাজমহিষী প্রথমে কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তিতাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অপত্যের প্রতি পিতা মাতার ক্রোধ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? তাঁহারা

অপকাল পরেই, কিল্পে কন্যার পরিণয়ব্যাপার সম্পাদন হইবে, কিল্পে কোথায় গিয়াই বা উপযুক্ত বরপাত্রের অন্বেষণ পাইব এবং কিল্পেইবা সংসারধর্ম রক্ষা হইবে এইরূপ চিন্তাতে এতাদৃশ গাঢ়নিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহাদের আবশ্যক কর্ম সকলও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া পড়িল ।



রোমাবতী ।



দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ।

স্বপ্নস্বরব্যাপারের কতিপয়দিবসানন্তর একদা নগর-
मध्ये জনরব উঠিল যে, সিংহলদ্বীপ হইতে এক অতি
বিচক্ষণ ক্রীড়াদক্ষ ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে ; সে অদ্য
অপরাজে কোশিকী নদীর তীরবর্তী প্রান্তরमध्ये আপ-
নার অদ্ভুত শিকানৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে। এই সংবাদ
সর্বত্র প্রচারিত হইলে নগরস্থ সমুদয় লোকই কৌতূহল-
ক্রান্ত হইয়া সত্বরানুষ্ঠানে দিবসোচিত ব্যাপারসমস্ত
সমাধান করিয়া সেই স্থানে গমন করিতে লাগিল।
দর্শনক্রিয়া অবাধে সম্পন্ন হয় এই অভিপ্রায়ে অনেক
কেই ঐ স্থানের সমীপবর্ত্ত প্রাসাদ সমূহের উপরিভাগে
অগ্রেই আরোহণ করিয়া বসিল ; বিদূর-ভবনা কুল-
কামিনীরা তৎসন্নিধানবাসী আত্মীয়গণের আবাসে
উপস্থিত হইয়া প্রাসাদোপরি আরোহণ করিতে আরম্ভ

করিল ; বালক ও অপরাপর লোকেরা বৃক্ষশাখায় আরুঢ় হইল । তন্নিম্ন সহস্র সহস্র লোক পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় প্রান্তরমধ্যে দণ্ডায়মান রহিল । স্বয়ম্বরদিনের পর অবধি রোমাবতী সাতিশয় উন্মনাঃ হইয়া ছিলেন । না শয়ন না উপবেশন না ভোজন না প্রসাধন কিছু-তেই তাহার প্রীতি জন্মিত না । তিনি সতত কেবল চিন্তানিমগ্নই থাকিতেন কিন্তু কি চিন্তা করিতেছেন তাহার কোন বিষয়ও অবধারিত ছিল না । ঐ দিন ঐন্দ্রজালিকের সংবাদ অবগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ আশ্চর্য্য-দর্শনে উৎকণ্ঠা বিনোদন করিবার অভিলাষে, মাধবিকা মধুলোভা বনপ্রিয়া প্রভৃতি স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত গমন করিয়া তিনি ঐ প্রান্তরের সমীপবর্তী এক প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন । এই সময়ে ঐন্দ্রজালিক গভীরস্বরে মন্ত্রপাঠ ও পিচ্ছিকাপরিভ্রমণ করত ক্রীড়া আরম্ভ করিয়া নগরে অগ্নিবৃষ্টি, পরক্ষণে অকালোদিত মেঘের বারিবর্ষণদ্বারা তাহার নিবৃতি, একবার সর্প-বৃষ্টি, অন্যবারেই পতঙ্গরাজ-কর্তৃক তাহা-দিগের তক্ষণ, একক্ষণ দিন-প্রভা, পরক্ষণেই নিশীথ সময় এইরূপ নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শাইয়া সকলকে আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় নিশ্চলদৃষ্টি করিয়া তুলিল ।

এ দিকে রোমাবতীর পক্ষে এক অদ্ভুতরূপ ইন্দ্রজাল উপস্থিত হইল।—ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়ারম্ভ করিবার সমকালেই রোমাবতী সমাগত লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে দেখিতে সমীপস্থ অশোকতরুর মূলদেশে বসন্তের সহিত দণ্ডায়মান এক তরুণ পুরুষের নয়নে নয়নপাত করিলেন এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অনিমিষ-নয়নে ঐ পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাদৃশ জনাকীর্ণ স্থানও তাঁহার শূন্যময় বলিয়া বোধ হইয়া উঠিল; জনগণের তাদৃশ কলরবও একবার তাঁহার শ্রুতি-বিবরে প্রবিষ্ট হইল না, সমীপস্থ সখীগণও তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ইন্দ্রজাল-প্রভাবেই যেন ঐ পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ফলতঃ যে কারণে কমলিনী দিনমণিদর্শনে প্রফুল্লা হয়, যে কারণে কুমুদিনী নিশানাথের প্রতি অনুরাগিণী হয়, যে কারণে ময়ূরী জলধরের উদয়মাত্রেই নৃত্য করিয়া উঠে, যে কারণে বসন্তের মুখ দর্শনেই চুতলতিকা মুকুলিতা হয়, যে কারণে অয়স্কান্তমণিশলাকা লৌহধাতুর অনুবর্তিনী হইতে চাহে, রাজবালা সেই কারণেই অবিদিত-কুলনীল অজ্ঞাত-নামপেয় অপরিচিত অদৃষ্ট-পূর্ব তরুণ পুরুষের

রূপলাবণ্যের একান্ত পক্ষপাতিনী ও নিতান্ত অমু-
রাগিনী হইয়া একেবারে উন্মাদিনী প্রায় হইলেন।
তৎকালে তাঁহার শরীর পদ্ম ন্যায় গতিশক্তি-বর্জিত,
নিদাঘার্ভের ন্যায় অনবরত-বিগলিত, স্বেদজলে আধুত,
শাল্মলীতরুর ন্যায় রোমাঞ্চে কণ্টকিত, শীতার্ভের ন্যায়
কম্পমান, এবং রবিকরস্পৃষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ
হইয়া গেল। তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর মুকের ন্যায় একবারে
রুদ্ধ হইয়া পড়িল, নয়নযুগল নভন্য-মেঘের ন্যায় জল-
ধারাবর্ষণ করিতে লাগিল। এবং চেতনা অদৃষ্ট-নিশাকর
কুমুদিনীর ন্যায় নিমীলিত হইয়া গেল। এ দিকে ক্রীড়া
নিবৃত্ত হইলে পর সকল লোক স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে
আরম্ভ করিলে মাধবিকা প্রভৃতি সখীগণও বাসগৃহে
গমনোন্মুখ হইয়া রোমাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত দেখে
যে, তিনি আলিখিতার ন্যায় উৎকীর্ণার ন্যায় কোন
অনির্দিষ্ট পদার্থের প্রতি নয়নদ্বয় প্রোত করিয়া নিবাতস্থ
বল্লীর ন্যায় নিষ্পন্দশরীরে দণ্ডায়মান আছেন। তাহারা
তাঁহার অকারণে ও অভূমিতে এইরূপ সাত্ত্বিকভাবে
আবির্ভাবদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণাবধারণার্থ চতু-
র্দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিল। কিন্তু তখন রজদর্শী
লোক সকল বিশৃঙ্খলভাবে ও মহাকোলাহলসহকারে

চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছিল হুতরাং কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিল না। যাহাহউক তাহারা তাঁহার হস্ত-ধারণপূর্বক বাসভবনে আনয়ন করত পল্যকের উপরি ভাগে শয়ন করাইল এবং কি কারণে তাঁহার অকস্মাৎ এরূপ ভাব পরিবর্ত্ত হইল, জানিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এ দিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। উষ্ণরশ্মি নিভ-রশ্মির অনহা তেজেই যেন দক্ষাঙ্ক হইয়া জ্বলন্ত অজারের ন্যায় অরুণবর্ণ ধারণ করিলেন। তিনি উদ্ভিত হইয়া অবধি সমস্তদিন ত্রিজন্যকে যে সান্তিশয় সস্তাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইপাশেই যেন তেজো-হীন হইয়া অধঃপতিত হইয়া গেলেন। এই সময়ে ভূমি ও অন্তরীক্ষ সমুদয় সিম্মুরবর্ণ হইয়া উঠিল, বিহগকুল ব্যাকুল হইয়া কলরবসহকারে নিজ নিজ কুলায় নিলয়ে আগমন করিতে লাগিল, অধুনাগণ-অধুগমনে বিরত হইয়া সমীপাশ্রমেই আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল এবং ধেনু-পালেরা ধেনু সকল লইয়া গ্রাম্য গীত গান করত গ্রামাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই দিবাকররূপ প্রহরী গগনরূপ রথ্যা হইতে অপসৃত হইলে তিমিররূপ তঙ্করেরা তরুণকোটর,

গৃহকোণ, কারাগার, কূপগর্ভ, গিরিগুহা প্রভৃতি নানা নিভৃত স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গমন করত দলবদ্ধ হইয়া একেবারে জগন্মণ্ডল আক্রমণ করিল । তখন বোধ হইতে লাগিল যেন গগন অঞ্জন-বর্ষণ করিতেছে, অন্ধকার গাত্রে লিপ্ত হইতেছে, অন্তরীক্ষ ভূমির সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে এবং সমুদয় দিক্ একত্র সংহত হইয়া রহিয়াছে । অনন্তর একটী দুইটী তিনটী করিয়া অনেকগুলি তারা ক্রমে ক্রমে নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া নীলাংশুকবিলম্বী হীরকমণির ন্যায় অঙ্গ অঙ্গ কিরণ বিস্তার করিতে লাগিল । অতঃপর শশধর অম্বরপথে প্রকাশমান হইলেন । তখন পৃথিবী যেন দুষ্কোদধির অভ্যস্তরে বিলীনা হইল, সকল পদার্থই যেন স্খ্যালেপিত হইল এবং স্বাবর জঙ্গম সকলই যেন হস্তা করিতে লাগিল । তৎকালে রাজ্যভবন চন্দ্রালোক, রত্নালোক ও দীপালোকে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল ।

এই সময়ে সহচরীগণ সঙ্কোচিত গৃহকার্য্য সকল সমাধান করিয়া নৃপনন্দিনীর পল্যঙ্কের পার্শ্বদেশে উপবেশনপূর্ব্বক সকলে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল । মাধবিকা কহিল প্রিয়সখি ! রোগ প্রকৃতরূপে না

জানিলে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা যায় না। আমরা সকলেই ইন্দ্রজালদর্শনার্থ অটোপরি গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু যাহাতে তোমাকে ঐদৃশ্যবস্থ হইতে হয়, উক্ত ক্রীড়াতে তাহার ত কোন কারণই অবলোকন করি নাই। মধুলোভা কহিল রাজনন্দিনি! প্রণয়ি-জনের প্রতি ভাগ করিয়া দিলে দুঃখের তার লঘু হয়। অতএব আমরাদিগের নিকট তোমার মনোবেদনা গোপনকরা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। বনপ্রিয়া কহিল ভর্তৃদারিকে! আপনি কি নিমিত্ত অকস্মাৎ এতাদৃশী বিস্ময়া হইলেন, জানিবার জন্য যে কি পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে তাহা বর্ণন করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। যদি আমরাদিগের দ্বারা আপনার আকস্মিক উদ্বেগের শান্তি হইবার কোন উপায় হয় তবে জানিতে পারিলে তদ্বিষয়ে যত্নবতী হই। রোমাঞ্চতী তাহাদিগের এই সকল প্রশ্নাবলী শ্রবণ পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন সখীগণ! তোমরা কেন বৃথা আমার মুনোগত বিষয় জানিবার জন্য এত ব্যাকুল হইতেছ? জানিয়াও তাহার কোনরূপ উপায় করিতে পারিবে না। আমি যে ভ্রান্তিময় মৃগতৃষ্ণ-

কায় মুগ্ধ হইয়াছি তাহার প্রতিকারের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রজাল বুঝি আমার পক্ষে কাল হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যথা কি নিমিত্তই আমি উহা দর্শন করিতে যাইব? কি নিমিত্তই বা মায়াময় অলৌক পদার্থে মুগ্ধ হইয়া এতাদৃশ বিহ্বল হইয়া উঠিব? এই মাত্র বলিয়া তিনি করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক চিন্তানিমগ্ন হইলেন। সখীগণ তাঁহার এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং মহাকৌতুহল সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, রাজ-কুমারি! তুমি ইন্দ্রজালে কি পদার্থ দর্শন করিয়াছ আশাদিগের নিকট অবশ্যই বলিতে হইবে, না বলিলে আমরা কোন প্রকারেই ছাড়িব না। সম-দুঃখ-সুখ সহচরীগণকে অপ্রতিবিদ্যেয় দুঃখভারে দুঃখিত করিতে রোমাণতীর অভিলাষ ছিল না কিন্তু তিনি তাহাদিগের নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন সখীগণ! যদি নিতান্তই তোমাদিগের আপন আপন আত্মাকে ব্যথিত করিতে অভিলাষ থাকে তবে শ্রবণ কর। আমি ইন্দ্রজালদর্শনার্থ তোমাদিগের সমভিব্যাহারে সেই নৌদণ্ডিয়ারে আরোহণ করিলাম এবং চতুর্দিকে নিষ্কিন্ত-

রোমাবর্তী।

নয়ন হইয়া সমাগত বিবিধবেশ, বিবিধাকার ও বিবিধ-
রূপ জনগণকে অবলোকন করিতে লাগিলাম। বাদ্যো-
দ্যমসহকারে ক্রীড়া আরম্ভ হইলে দুই একবার প্রজ্বলিত
হতাশনের প্রভাব-প্রকাশ এবং প্রচণ্ড চটচটাস্রব্দ
অনুভূত হইল। ক্ষণকালপরেই ইন্দ্রজালপ্রভাবে অতি-
ব্যক্ত সেই অশোকবিটপিমূলে দণ্ডায়মান পুরুষের প্রতি
নয়নপাত হইল। প্রথমে তাঁহার সহিত এক সহচরকে
দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে
কোথায় গেলেন। তখন তোমরাও যে কোথায় ছিলে
তাহা কিছুই দেখিতে পাই নাই। সে সময়ে বোধ হইল
যেন আমি কোন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থিত হইয়া ঐ
পুরুষের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তৎকালে
তাঁহার মস্তক মুখ বক্ষঃ কটি চরণ প্রভৃতি যে যে
অঙ্গ নিরীক্ষণ করি তাহাই যেন আমার নয়নকে
কাড়িয়া লইতে লাগিল। কি বর্ণ, কি লাবণ্য, কি
গঠন, কি মুখশোভা, কি নয়নভঙ্গী, কি গাঙ্গীর্য্য,
যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি তাহা কি প্রাণান্তেও আর
ভুলিতে পারিব ! দুঃখদানে কৃতমস্কম্প বিধির অনাধ্য
কি আছে? বোধ হইল যেন ঐ অলীক পুরুষও
আমার প্রতি নির্নিমেঘনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁ-

হারও বদনমণ্ডল সন্ধ্যা-রাগ-রক্ত শশধরের ন্যায় অরুণ-
বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং শরীর আলোখ্য-সমর্পিতের
ন্যায় একবারে স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে । তাঁহার এইরূপ
অবস্থাদর্শনে আমি আরও উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলাম ।
তখন তাঁহার সমক্ষে অশিক্ষিত-পূর্ব্ব কতই যে ভাব ভঙ্গী
প্রকাশ করিলাম এবং কতই যে মনোগত কথা ব্যক্ত
করিলাম তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না । ফলতঃ
তৎকালে তাঁহার প্রতি একবারে ধন, মান, প্রাণ, যৌবন
সমুদায় সমর্পণ করিয়া শরণার্থিনী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা
করিতে লাগিলাম । অনন্তরই তোমরা ক্রীড়াভদ্র হই-
য়াছে বলিয়া গৃহাগমনের নিমিত্ত আমাকে আহ্বান
করিবামাত্র সেই হৃদয়রঞ্জন যে, কোথায় অন্তর্দ্বান করি-
লেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না ।

মধুলোভা ও বনপ্রিয়া রোমাবতীর এইরূপ বচনো-
পন্যাস শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কহিল
রাজনন্দিনি ! আমরা তোমার কথা কিছুই বুঝিতে
পারিলাম না । ইন্দ্রজালোদিত পুরুষ ত কৈ আমরা
একবারও দেখিতে পাই নাই ! বিশেষতঃ সেই অগ্নি !
তাদৃশ ঘোরতর মেঘগর্জন ! সেই সকল কালভূজঙ্গের
স্থানানিলাস ! সেইপ্রকার পতগরাজের আশ্ফালন !

এসকল তুমি যে কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাও নাই ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল? ইন্দ্রজালে যে, এক সময়ে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভিন্নভিন্নরূপ পদার্থ প্রকাশমান হয় ইহা আমরা ত কখনই অবগত ছিলাম না। যাহা হউক তোমার কথা শ্রবণ করিয়া আমরাদিগের অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিতোছে। মাধবিকা এ সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রবীণ হইয়াছিল। প্রীতিপাত্র পদার্থকে নয়নগোচর করিবার সময়ে যে, সমীপস্থ সকল বস্তুই তন্ময় হইয়া যায় এবং সকল ইন্দ্রিয়ই দৃষ্টিময় হইয়া উঠে, ইহা তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবগতি হইয়াছিল। অতএব সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে, সরলা রাজবালা ক্রীড়ারস্ত্র সময়ে কোন হৃদয়চোর পুরুষকে অবলোকন করিয়া তদাতচিত্তে অনুধ্যান করত ইন্দ্রজালের ব্যাপার কিছুই দেখিতে পায় নাই, সুতরাং ঐ পুরুষকেও ইন্দ্রজালের পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক ঐ পুরুষে সখীর গাঢ়ানুরাগ লক্ষ্য হইতেছে, কিন্তু উহার প্রতি মায়াময় জ্ঞান থাকিতে কখনই তাহার সহিত সমাগম হইবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়াই যৎপরোনাস্তি যত্না অনুভব করিতেছেন।

অতএব মর্মান্বিত হইয়া সখীর হতশতা পুষিয়া। রাখিতে দেওয়া আর আমার উচিত হইতেছে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পরিহাস পূর্বক কহিল সখি ! যদি আমি কোন মন্ত্র বা ঔষধবলে সেই মায়াময় পুরুষকে প্রকৃত পুরুষ করিয়া তাঁহার সহিত তোমার পাণি-গ্রহণ সম্পাদন করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তুমি আমাকে কি দাও ? রোমাণ্টী ঈষৎ কোপ প্রকাশ পূর্বক উত্তর করিলেন মাধবিকে ! পরিহাস কিরূপ সময়ে আমোদজনক বা যন্ত্রণাকর হয় তাহা জানা না থাকিলেই এইরূপ কথা নির্গত হইয়া থাকে ! তখন মাধবিকা পরিহাসের সময়ও অতিক্রান্ত হইয়াছে ভাবিয়া স্থিরভাবে কহিল প্রিয়সখি ! মনঃক্ষোভ দূর কর, হতাশা হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি যাহাকে অবলোকন করিয়াছ তিনি মায়াময় নহেন, তিনি এক ভুবন-ভূষণ পুরুষরত্ন। তৎকালে আমিও তাঁহাকে কয়েকবার অশোকমূলে দর্শন করিয়াছিলাম, এবং তিনি যে, কোন কামিনীর প্রতি গাঢ়ানুরাগ বশতঃ নিশ্চলচিত্ত হইয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কন্দর্পের বদন্ত যেরূপ, সেইরূপ এক সহচরও তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন। আহা ! তাঁহার ও রূপ কি পৃথিবীতে

ধরে ! যাহা হউক সখি ! আর তোমার চিন্তার বিষয়
 নাই । রজনী প্রভাত হইলেই নগরমণ্ডল হইতে আমি
 তাঁহাকে অন্ত্রেষণ করিয়া বাহির করিব এবং মহা-
 রাজের গোচর করিয়া সকল মনোরথ সম্পন্ন করিতে
 পারিব । রোমাবতী এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া
 সান্ত্বনাবাদমাত্র বিবেচনা করত প্রথমতঃ বিশ্বাসই করি-
 লেন না । পরে মাধবিকা নানাবিধ শপথ ও দৃঢ়তর
 নিরীকৃত সহকারে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করাতে কিঞ্চিৎ
 আশ্বস্ত হইয়া আনন্দাশ্রুপরিপূর্ণ-নয়নে ও গদ্যাদ-
 বচনে কহিলেন প্রিয়সখি ! তবে কি আমি ইন্দ্রজালে
 প্রতারিত হই নাই ! তবে কি আমার যাহাতে নর্প
 বলিয়া শঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহা বিচিত্র পুষ্পমালারূপে
 পরিণত হইল ! তবে কি আমি যাহাতে অগ্নি বলিয়া
 স্পর্শ করিতে ভয় পাইতেছিলাম তাহা উজ্জ্বল-দীপ্তি
 রত্ন হইয়া উঠিল তবে কি আমি যাহাতে অগাধ
 জলরাশি বলিয়া চরণক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া-
 ছিলাম তাহা স্ফটিকময় মসৃণ ভূমি বলিয়া প্রকাশমান
 হইল ! যাহা হউক তোমার অমৃতময় এই সান্ত্বনা-
 বাদেও আপাততঃ আমি প্রাণদান পাইলাম । এক্ষণে
 আর এ স্থানে থাকিয়া কি করিব ? চল আমরা সেই

স্থানে গমন করিয়া সেই হৃদয়চোরকে নয়নপাশে বাঁধিয়া চরিতার্থ হই। এই বলিয়া গাত্রোত্থান করত সহচরীগণের সহগমন প্রতীক্ষা না করিয়াই, হরিণী যেমন কৃষ্ণসারদর্শনে ধাবমানা হয় সেইরূপ, সত্ত্বরপদে রাজ-তনয়া আপন সৌধশিখরে আরোহণ করিলেন । কিন্তু সেই অশোকমূল অন্তমিত-শশাঙ্ক নভোভাগের ন্যায়, মণিহীন ফণীর ন্যায়, বিগলিত-মধ্যমণি হারের ন্যায়, বিহঙ্গম-শূন্য পঙ্কজের ন্যায় তাঁহার নয়নের নিত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল । তিনি বারম্বার সোৎকণ্ঠনয়নে চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না । তখন পুনর্বার নমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার অলীক রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল, পুনর্বার তিনি আপনাকে দুরাগ্রহ-গ্রস্ত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং পুনর্বার বিষাদমাগরে নিমগ্ন হইলেন । মাধবিকাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া দেখিল, রাজকুমারীর পুনর্বার পূর্ব্ণভাব উপস্থিত হইয়াছে । অতএব হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনিও পার্শ্বদেশে সমাসীন হইয়া মৃদুলবচনে কহিল প্রিয়সখি ! তুমি নানা বিদ্যায় বিদ্যাবতী হইয়াছ ; শুনিয়াছি উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য

রোমাবতী ।

নিবারণের বিদ্যাই একমাত্র উপায়, অতএব তুমি যদি
অকারণে এরূপ বিহ্বলা হও তবে তোমাকে আমরা
কি বলিয়া বুঝাইব ? তুমি যাঁহার নিমিত্ত এত সম্মান
হইয়াছে, তিনি ইন্দ্রজালদর্শনার্থ এই প্রাস্তরভূমিতে
আগত হইয়াছিলেন । এক্ষণে যামিনীর প্রায় এক যাম
গত হইল । এ পর্য্যন্ত তাঁহার এ স্থানে অবস্থান করা
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তোমার প্রতি তাঁহার
গাতানুরাগের লক্ষণও কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছি, সু-
তরাং তাঁহার এস্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করা সম্ভাবনা
বটে ; কিন্তু তাঁহার এক সহচরকেও সমীপে দেখিয়াছি ।
তিনি কি বুঝিয়া তাঁহাকে এই জনশূন্য প্রাস্তরে পরি-
ত্যাগ করিয়া যাইবেন ? অতএব তাঁহাকে এখানে দর্শন
করিতে না পাইয়া ব্যাকুলা বা হতাশা হইবার বিষয়
নাই । আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি প্রভাত হইবামাত্র
নগরের মধ্যে তাঁহার অনুেষণে বহির্গত হইব এবং
যে রূপে পারি তোমার মনোরথ সকল করিয়া দিব
তাঁহার সন্দেহ নাই । মাধবিকা এইরূপ ও অপরিবিধ
সাস্তুনাবাদ দ্বারা তাঁহাকে স্থস্থির করিবার বিস্তর চেষ্টা
পাইল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না ।
রাজবালা মন্তার ন্যায়, পিশাচাবিষ্ঠার ন্যায়, কখন শয়ন

কখন উত্থান, কখন উপবেশন, কখন গান, কখন হাস্য, কখন রোদন এইরূপ ব্যাপারে নিরতা হইয়া সমস্ত বিভাবরীই যাপন করিলেন। তখন মাধবিকার সহাবস্থানও তাঁহার অপ্রীতিকর হইতে লাগিল। সুযোগ পাই-লেই তিনি কোন নিভৃত স্থানে গমন করিয়া তদাতচিত্তে সেই রূপ চিন্তন, তাঁহার সহিত আলাপ, ক্ষণে তাঁহার প্রতি রোষপ্রকাশ, ক্ষণে চাটুভক্তি, ক্ষণে মান ভরে পরিত্যাগ করিয়া গমন, ক্ষণে দ্রুতবেগে আসিয়া হস্তধারণ, ইত্যাদি সংকল্প-সমাগম দ্বারাই আত্মাকে সুখায়মান করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক অতঃপর যামিনী তাঁহার কাতরতা দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়াই যেন সন্মুখ হইতে অন্তর্দান করিতে লাগিল। জ্যোতিষ্কগণ তৈলশূন্য দীপাবলীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া নির্ঝাণোন্মুখ হইল। পূর্বদিগ্ভাগ প্রোষিতমিত্রের সমাগমসুখাশায় যেন হাস্য করিতে লাগিল। এই সকল বিভাতলক্ষণ অবলোকন করিবামাত্র রাজতুহিতা দ্রুতবেগে আসিয়া মাধবিকার কণ্ঠ ধারণ পূর্বক তাহাকে ত্বরায় নগরগমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মাধবিকা, অধুলোভা বনপ্রিয়া প্রভৃতি অপরাপর সহচরীবর্গকে

রাজনন্দিনীর সহাবস্থানে নিযুক্ত করিয়া সেই সকৃদৃষ্ট পুরুষের আকৃতি চিন্তা করিতে করিতে রাজভবন হইতে বহির্গত হইল, এবং প্রতি গৃহস্থের ভবন, রথ্যা, আপন, মঠ, টৈত্য, সরিৎকুল প্রভৃতি সমুদয় স্থানে তদাকৃতি পুরুষ দর্শনের অভিলাষে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না । ক্রমে বেলাবসান হইল, সন্ধ্যা সময় উপস্থিত ; স্মরণ্য মাধবিকাকে অকৃতার্থ হইয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল । সে স্বয়ং এক প্রকার নিরাশা হইয়াছিল কিন্তু প্রিয়সখীর দুঃখাপনোদনার্থ সে ভাব গোপন করিয়া, কল্য অবশ্যই অনুসন্ধান করিয়া আসিব বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল । যাহাহউক এই রূপে ৪৫ দিন গত হইলে পর মাধবিকা নিতান্ত বিষণ্ণ-হৃদয়ে বিবেচনা করিল যে, আশা-লতাকে প্রিয়সখীর হৃদয়ে আর অধিক বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত হইতেছে না । ইহার পর উৎপাটন করিতে হইলে মূলদেশ শুদ্ধ উৎপাটিত হইয়া যাইবে । আমি কয় দিন নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াও কিছুই সন্ধান পাইলাম না । এক্ষণে আমারও বোধ হইতেছে বুঝি আমিও ইন্দ্রজালে প্রতারিত হইয়া থাকিব । নচেৎ এ নগরনিবাসী অথবা এ নগরসমা-

গত কোন পুরুষ হইলে তৎপরদিন প্রভাতেই আমি
অন্বেষণ করিতে পারিতাম । এই ভাবিয়া সে ক্রমে ক্রমে
অতি সাবধানতা পূর্বক প্রিয়সখীর হৃদয়ক্ষেত্র হইতে
আশার অঙ্কুর সকল উন্মূলন করিতে আরম্ভ করিল ।
রোমাবতী যদিও কথায় তাঁহাকে মায়াময় পুরুষ বলিয়া
বলিতে লাগিলেন কিন্তু মনোমধ্যে তাঁহার স্থির প্রতীতি
হইল যে, তিনি কখনই মায়াময় নহেন । যাহা হউক
অনন্তর তিনি ক্রমশঃ ধৈর্য্যাবলম্বনে অভ্যাস করিতে
লাগিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রকৃত হউক বা
অলীক হউক, কখন দর্শন পাই বা না পাই, সেই আমার
প্রাণবল্লভ ও সেই আমার জীবিতেশ্বর । আমি প্রাণা-
স্তেও অপর পুরুষের প্রতি নেত্রপাত করিব না ।

তাঁহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা পুরমধ্যে প্রচারিত হইলে
পর একদা প্রভাত সময়ে রাজমহিষীর পিজলা নামে এক
পরিচারিকা রোমাবতীর আবাসে আগমন করিয়া তাঁহার
পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক বিনয়বচনে কহিল ভর্তৃদা-
রিকে ! তুমি মায়াময় পুরুষদর্শনে তাহাকেই বিবাহ
করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া
মহারাজ ও রাজমহিষী যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষিত হইয়া-
ছেন তাহা মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না । মনে

কর তুমি তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তুমি
 অনুরূপ পতি-সমাগমে চিরসুখভাগিনী হইলেই তাঁহারা
 আপনাদের জীবন সার্থক বোধ করেন। কিন্তু হত
 বিধাতার প্রতিকূলতায় তুমি এরূপ জনের প্রতি অনুরক্তা
 হইলে, যাহাকে কখনই দর্শন করিবার সম্ভাবনা নাই।
 বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হইয়া তোমার এই অলীক ভূমিতে
 অনুরাগ সমর্পণ কিরূপে সম্ভব হইল? পরম ভক্তিবাজন
 জনক জননীরা সাতিশয় যন্ত্রণাভোগ করেন ইহা কি
 তোমার প্রীতিকর হইতেছে? অकारণে যাবজ্জীবন
 আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেওয়া কি বুদ্ধিমতীর কার্য্য হই-
 তেছে? একবার স্বয়ম্বরে কোন ফলোদয় হয় নাই কিন্তু
 তোমার অভিমত হইলে পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করা
 যায় অথবা অতি দূরতরদেশীয় ভূপতিগণের চিত্রমূর্ত্তি
 সকল আনয়ন করিবার চেষ্টা করা যায়। যাহা হউক
 তুমি এ বিপরীত বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং অন্য কোন
 সঙ্গুণশালী পুরুষবরের দয়িতা হইতে অবহিতা হও।

রোমাবতী মাতৃপরিচারিকার এই কথা শ্রবণ করিয়া
 বিনীতভাবে উত্তর করিলেন পিঙ্গলে! তুমি জননীকে
 আমার প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিবে; পিতা মাতা
 যন্ত্রণা ভোগ করেন ইহা কোন্ পাপিষ্ঠের ইচ্ছা হইয়া

থাকে ! তাঁহারা সর্বপ্রকারে সুখভোগ করেন ইহাই আমার নিরন্তর অভিলাষ । কিন্তু বাম-প্রকৃতি বিধি আমার সেই অভিলাষ কোন মতেই পূরণ করিতে দিতেছে না । আমি যাহাকে দর্শন করিয়াছি, আমার চিত্ত নিরন্তরই কহিতেছে যে ‘তিনি মায়াময় নহেন, অবশ্যই তাঁহার সহিত তোমার সমাগম হইবে’ । এই সংস্কার এখনও হৃদয়মধ্যে এতাদৃশ প্রবল না থাকিলে আমি কি এত দিন জীবিত থাকিতাম ? বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম-পথ পরিত্যাগ না করিয়া এক পুরুষের অনুরক্ত হইয়া অন্যের প্রতি নেত্রপাত করা কামিনীগণের কি রূপে সম্ভব হইতে পারে ? যাহার ‘প্রতি অন্তঃকরণ একবার দৃঢ় রূপে অনুরক্ত হয়, পরিণয়কার্য্য সম্পাদন না হইলেও কি তিনি স্বামিরূপে পরিগণিত হয়েন না ? হৃদয়-গৃহীত ও স্বজন-দত্ত পতির কিরূপে বৈলক্ষণ্য হইতে পারে ? সাবিত্রী কি বুঝিয়া বর্ষমাত্র-জীবিত সত্যবানের প্রণয়িনী হইতে কোন রূপে সঙ্কুচিত হয়েন নাই ? এবং দময়ন্তীই বা কি কারণে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্যাগ করিয়া নিষধ-রাজের দয়িতা হইয়াছিলেন ? ফলতঃ যে স্ত্রী এক বার হৃদয়-বৃত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি নেত্র-পাত করিতে পারে, পতিপরিত্যাগিনী সর্বধর্মবিব-

জিজ্ঞাসা বারবনিতার সহিত তাহার বিশেষ কি আছে ?
অতএব পিঙ্গলে ! তুমি জননীকে বুঝাইয়া বলিবে, যদি
জগদীশ্বরের নিকট কোন মহাপরাধে অপরাধিনী না
হইয়া থাকি, যদি স্বপ্নেও অন্য পুরুষের সমাগমাভিলাষ
মনোমধ্যে উদ্ভিত না হইয়া থাকে, যদি পাতিব্রত্য ধর্মের
মাহাত্ম্য অদ্যাপি ভুবনতলে বিদ্যমান থাকে তবে অব-
শ্যই সেই হৃদয়রঞ্জনের প্রিয়তমা ও প্রাণবল্লভা হইব
তাহার কোন সন্দেহ নাই ।

পিঙ্গলা রাজনন্দিনীর এইরূপ সচুক্রিসন্দর্ভ শ্রবণ
করিয়া নিরুত্তরা হইয়া মহিষীর নিকট প্রতিগমন
করিলে পর রোমাবতী মাধবিকাকে নির্ভনে আহ্বান
করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি ! পিতা মাতা অপত্যবৎসল-
তার বশীভূত হইয়া অকর্তব্য কর্মও সাধন করিতে
সক্ষুচিত হয়েন না । আমি একের প্রতি আসক্ত হইয়া
অন্য পুরুষের পরীক্ষা স্বীকার করিলে যে, ঘোরতর অধর্ম
জন্মিবে ইহা তাঁহাদের বিলক্ষণ বোধ আছে । কিন্তু
এস্থলে তাঁহারা সেই অধর্মকে অবহেলন করিলে, যদি
আমাকে চির-সুখ-ভাগিনী করিতে পারেন, বোধ করেন
তবে তাহাতেও পশ্চাৎ-পাদ হইবেন না । আমার
বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, তাঁহারা কোন্ দিন বর-পাত্র

মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার নিমিত্ত নির্দ্বিধাতিশয় সহকারে আমার নিকটে অনুরোধ জানাইবেন। হুতরাং আমি এই রূপে নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকিলে মহা-বিপদে পতিত হইব; অতএব আমাকে এখন সবিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইবেক। বিশেষতঃ প্রিয়সখি! বিবেচনা করিয়া দেখ জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে মানবগণের কোন মনোরথই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। তাঁহারা মহত্ব কোশল, মহত্ব বুদ্ধিপ্রয়োগ ও মহত্ব উপায় অবলম্বন করিলেও ঈশ্বরের প্রতিকূলতা থাকিলে কোন রূপেই আশা নকল করিতে সমর্থ হইবেন না। আর ঈশ্বরের দানুগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকিলে কত অন-স্তুত অতর্কিত ও অপ্ৰার্থিত অভীশ্নিত বিষয় সকল সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের অপরিদ্রব্ধ আনন্দবিধান করিয়া থাকে। অতএব আমার মতে অভিলষিত বিষয় সমাধান করিবার জন্য জগদীশ্বরের উপাসনা করা অতি আবশ্যক হইয়াছে। মাধবিকা কহিল সখি! তুমি যে কথা কহিতেছ, অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান করাই ইহার প্রকৃত উত্তর। দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকে মানবগণের মনোরথ সম্পন্ন হয় না, ইহাতে কাহার সংশয় আছে? অতএব তুমি দৈবানুগ্রহ লাভের যে যে ব্যাপারের অনু-

স্তান করিবে, আমি শরীর মনঃ প্রাণ সকল দিয়া তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করিব না । এইরূপ নানাবিধ কথোপকথনেই সে দিন অগত হইল । কিন্তু পিঙ্গলার আগমন অবধি রাজনন্দিনী সর্বদাই অনিষ্টাপাত শঙ্কা করিয়া চিন্তামাগরে নিমগ্ন হইলেন ।

এই সময়ে সাংবৎসরিক মধুৎসব পর্ব উপস্থিত হইল । পুরবাসী জনগণ আলোহিত পিষ্টাতক-বিকিরণ দ্বারা সমুদায় নগরী সিদ্ধর-বর্ণ করিয়া তুলিল । যুবকগণ যন্ত্রক-যোগে যুবতীদিগের উপর বর্গিল জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; নানাবিধ কুসুমমালা সর্বত্র বিন্যস্ত হইল ; নর্তক গায়ক ও বাদকেরা স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া আপনাদিগের শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল । ময়ূরাসীবাসী সমস্ত জনগণই মহা-মূল্য বেষভুষায় অলঙ্কৃত হইয়া উৎসব-রসে নিমগ্ন হইয়া গেল । এই রূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর একদা প্রভাত কালে রাজমহিষী, উৎসবসময়ে রোমাবতী কিক্রপ ব্যবহার করিতেছেন জানিবার জন্য তাঁহার ভবনে উপনীত হইলেন কিন্তু গৃহের চতুর্দিক অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না । তখন উৎসব-ব্যাপ্ত অপরূপ পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ।

জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিল
স্বামিনি ! আমরা অন্য প্রভাত অবধি রাজনন্দিনীকে
দেখিতে পাই নাই, মনে করিয়াছিলাম তিনি আপনার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া থাকিবেন । কিন্তু আপনার
আগমন দর্শনে এক্ষণে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি
না । এই কথা শ্রবণমাত্র মহিষী ত্বরিত-পদে আপনার
ভবনে গমন করিলেন কিন্তু তথায়ও আত্মজ্ঞার কোন অনু-
সন্ধান না পাইয়া সাতিশয় ব্যাকুলহৃদয়ে ও আর্তস্বরে বৎ-
সাবলোকনার্থ নবপ্রস্তুতা ধেমুর ন্যায় চারিদিকে ধাবমান
হইতে লাগিলেন । পরে মাধবিকার অনুেষণ করাতে
তাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না । তখন, রাজনন্দিনী
মাধবিকার সহিত রজনীতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন,
এই কথা পুর-মধ্যে প্রচারিত হইয়া উঠিল । এই
ব্যাপার ক্রমে ক্রমে রাজ্যরও কর্ণগোচর হইলে তিনি
বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিয়া নগরী ও তাহার
পর্য্যন্তবর্তী গ্রামসকল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুেষণ করি-
লেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাইলেন
না । রাজা ও রাজমহিষী বৃদ্ধবয়সে দরিদ্রের ধনে
ন্যায় সেই কন্যাধন প্রাপ্ত হইয়া সংসারত্বের সার্থকতা
লাভ করিয়াছিলেন । এক্ষণে সেই ধন এই রূপে অক-

রোমাবতী।

স্বাং হারাইয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও অনু-
তাপ করিতে লাগিলেন। রোমাবতী কোথায় গেল?
কি জন্য গেল? ইহা কেহই অবধারণ করিতে না পারিয়া
নানা জনে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। নগ-
রীতে উৎসব হইতে ছিল, তাহা একেবারেই প্রতিষিদ্ধ
হইল। নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রাজা
ও রাজমহিষীর বিলাপ দর্শনে যৎপরোনাস্তি খিদ্যমান
হইল। রাজমহিষী, রোমাবতীকে না পাইলে প্রাণত্যাগ
করিব বলিয়া অধ্যবসিত হইলেন। নরপতি নানাবিধ
প্রবোধ বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অশেষদেশ-
ভাষাভিজ্ঞ, বিবিধাচার-নিপুণ কতিপয় চরকে তাঁহাদিগের
অন্বেষণের নিমিত্ত দিগ্দিগন্তে প্রেরণ করিলেন।

রোমাবতী ।



দ্বিতীয় উদ্দ্যোগ ।

প্রীতি এক অদ্ভুত পদার্থ । মানবগণ প্রীতি-পাশে বদ্ধ হইলে পৃথিবীর অপরাপর সমুদায় স্মৃথেই জলাঞ্জলি দিতে পারেন । যে পুরুষ এক বার মাত্র দর্শন দিয়া রোমাবতীকে লোক লোচন হইতে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন, রোমাবতীও তাঁহাকে অশেষ দুঃখে পাতিত করিতে কোন রূপেই ক্রটি করেন নাই । বসন্তোৎসবের কতিপয় দিবস পরেই একদা এক ব্রাহ্মণকুমার রাজ্য-পুরঞ্জয়ের রাজসভায় উপনীত হইলেন । তিনি অলৌকিক রূপলাবণ্যশালী হইলেও তাঁহার মুখমণ্ডলে কেবল শোকই মূর্তিমান রূপে লক্ষ্য হইতেছিল । রাজা অভ্যাগত বিজ্ঞকুমারের যথোচিত সম্মান ও সৎকার করত উপবেশন করাইলেন । অনন্তর তাঁহার নাম ধাম ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি কৃতাজলি

হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ ! আমার নাম
 মাধব, এ দেশে আমার নিবাস নহে। আমি যে
 কথা নিবেদন করিতে আগমন করিয়াছি, নিতান্ত
 নিস্ত্রপ ও দুঃসাহসিক না হইলে কোন রূপেই তদর্থ
 আসিতে পারিতাম না। মহারাজ ! আমি এবং রঞ্জন
 নামে আমার এক প্রিয়স্বহৃৎ উভয়ে নানাজনপদ পর্য্য-
 টন করিয়া পরিশেষে কৈলাসনাথ-দর্শনাভিলাষে এই
 কৌশিকী নদী দিয়া গমন করিতে ছিলাম। প্রায় এক-
 মাস অতীত হইল একদা আমাদিগের তরুণি এই রাজ-
 ধানীর নিম্নভাগে উপস্থিত হইলে নাবিকেরা এই স্থানেই
 নৌকা বন্ধ করিল। আমরা দুই বন্ধুতে ভোজনাদি
 সমাপন করিয়া মহারাজের এই রাজধানীর অপূর্ব শোভা
 সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম এবং
 ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে জ্ঞপনকারী জনগণের
 প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, অদ্য অপরাহ্নে এই
 তরঙ্গিণীর তীরবর্তী কোন প্রান্তর ভাগে ইন্দ্রজালক্রীড়া
 পরিদর্শিত হইবেক। শ্রুতিমাত্র আমরা উভয়ে কৌতু-
 কাকুলিত-হৃদয়ে সেই স্থানে গমন করিলাম এবং এক
 অশোক-শাখীর মূল দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রীড়া কৌশল
 অবলোকন করিতে লাগিলাম। ক্রীড়াদর্শনসময়ে বিম-

জ্ঞানান্তরে আমার তাদৃশ অভিনিবেশ ছিল না। অনন্তর ক্রীড়াভঙ্গ হইলে পর বন্ধুকে নৌকায় গমনের নিমিত্ত আহ্বান করিয়া দেখি যে, তিনি ঘেন কোন বিষয়ান্তর-জ্ঞান-শূন্য তত্ত্বদর্শী যোগীরন্যায় উন্নত-বদনে ও নির্নি-
মেঘ-নয়নে কাহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন! আমি
ষারম্বার শরীরে করাঘাত পূর্বক আহ্বান করাতে তিনি
সহন্য বীত-নিদ্রের ন্যায় একেবারে চকিত ও উদ্ভ্রান্ত
হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকাল আমারই প্রতি শূন্য-
দৃষ্টিতে নেত্রপাত করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তামগ্ন হইলেন।
আমি তাদৃশ স্থানে বন্ধুর অকস্মাৎ সেইরূপ ভাবান্তর
ও অবস্থান্তর দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইলাম,
এবং কিজন্য তিনি সহন্য ঐদৃশাবস্থা হইলেন, জানিবার
নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু
অন্তঃসস্তাপ-সূচক দীর্ঘ নিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই উত্তর
পাইলাম না। পরে তরনিতে গমন করিবার নিমিত্ত
অনুরোধ করাতে তিনি আমার অংশদেশে বাহু নির্ভর
করিয়া অগত্যা যাইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর
তঁাহাকে নৌকায় আনয়নপূর্ব্বক জ্বকোমল শয্যায় শয়ন
করাইলাম এবং পার্শ্বদেশে উপবেশনপূর্ব্বক নির্ব্বক্ষাতি-
শয় সহকারে এই আগন্তুক ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা

করাতে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক নিতান্ত
দীন বচনে कहিলেন ‘মখে মাধব ! তুমি আমাকে
অনেক সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়াছ, কিন্তু বোধ হয়
এই বারের সঙ্কট সেই সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ! ইন্দ্রজাল
দর্শন করিতে গিয়া আমরা যে তরুতলে দণ্ডায়মান
হইয়াছিলাম তাহারই নক্ষুখভাগস্থ প্রাসাদের উপরিভাগে
স্থিরতর সৌদামিনীর ন্যায় সর্বসৌন্দর্য্য-শালিনী এক
কামিনী নেত্র গোচর করিয়াছি । সে কি দেবী, কি
গন্ধর্ব্বী, কি বিদ্যাধরী তাহার কিছুই স্থির করিতে
পারি নাই । ফলতঃ তাহার সেই নয়নোন্মাদকর রূপ
এবং উদার-গুণ-পিপ্তন বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া
আমি এই প্রকার ব্যাকুল হইয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্তব্য
হয় কর ।’

আমি প্রিয় বন্ধুর এইরূপ অসঙ্গত অস্থানানুরাগের
বিষয় অবগত হইয়া বহুক্ষণ তুষ্কীভাবে রহিলাম ; পরে
তাঁহার সে ভাব অপনীত করিবার অভিলাষে পরিহাস-
গর্ত বচনে कहিলাম মিত্র ! সুস্থ কোন উৎপথে পদা-
র্পণ করিলে বা কোন দুর্ধাগিন্য বিষয়প্রাপ্তির অভিলাষী
হইলে সুস্থজ্ঞানে তাঁহাকে নিবারণ করে এবং তদুপলক্ষে
স্নেহ-গর্ত তিরস্কারও করিয়া থাকে । কিন্তু আমি সে

উভয়ের কিছুই করিতে চাহি না । মনুষ্যের শুভাশুভ সমুদয় ব্যাপারই ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ ঘটিয়া থাকে । যদি তিনি নিতান্তই তোমাকে লোকের উপহাসাম্পদ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তবে আমার নিবারণ বা তিরস্কার কিছুতেই তোমার চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবে না । কিন্তু ইহাও একবার বিবেচনা করা উচিত যে, তুমি এদেশে অজ্ঞাত-কুল-শীল আগন্তুক ব্যক্তি : সামান্য পথিক রূপে এখানে উদ্ভীর্ণ হইয়াছে । যে কামিনীকে নয়নগোচর করিয়াছ বলিতেছ, বোধ হয়, তিনি অত্রত্য কোন বিভবশালী জনের দুহিতা হইবেন । এস্থলে তাদৃশ জনের প্রতি তোমার এই অকারণানুরাগ পরিণত বিজ্ঞ ফলে বায়নের পঞ্চুপুটাঘাতের ন্যায় কি একান্ত উপহাসাম্পদ হইবে না ? বন্ধো ! তুমি নানা শাস্ত্রে প্রবীণ হইয়াছ “অসঙ্গত আশা কেবল ক্লেণ-কারিণী ও হৃদয়-শোষণী” এই সামান্য নীতিসূত্র তোমার নিকট আর কি আশ্রয়িত করিব ? আহা ! আত্ম-ক্ষিকী-বিচক্ষণ পণ্ডিতপ্রবর মনকে যে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা উচিতই হইয়াছে, যে মনঃ অবলাদিগের কটাক্ষ মাত্র দর্শনে এতাদৃশ অসার হইয়া পড়ে তাহাকে সহস্র খণ্ড করিলেও রাগ যায় না ! যাহা হউক সখে ! আর

এখন পরিদ্রাসের সময় নহে, তোমাকে যথার্থই অহঙ্ক
দেগিতেছি। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন বিকারের হেতু
শীঘ্রই পরিহার করা কর্তব্য। এই নগরীতে তোমার
চিন্তা-বিকার জন্মিয়াছে অতএব এ স্থানে যতক্ষণ অবস্থান
করিবে ততক্ষণই সেই চিন্তা তোমাকে প্রবল রূপে অভি-
ভূত করিয়া রাখিবে, অতএব সত্বরে এস্থান হইতে প্রস্থান
করাই উচিত কপ।

এইরূপ ও অপররূপ নানাবিধ উপদেশ-বহুল বচন-
বিন্যাস, পরিদ্রাস-গর্ত আলাপ এবং চিন্তাকর্ষক নানা
উপাখ্যান বর্ণন করিয়া তাঁহাকে অন্যান্যসমুক্ত করিবার
নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য
হইতে পারিলাম না। তিনি আগার কোন কথারই
শ্রায় উত্তর করিলেন না, কেবল বাম করে কপোল-
বিন্যাসপূর্ব্বক সরসিজ-সংযুক্ত শশধরের ন্যায় অপূর্ব্ব-
রূপ শোভমান হইয়া সমস্ত রজনী অতিবাহন করি-
লেন। অনন্তর প্রভাত হইতে না হইতেই আমি কৈলাস-
দর্শনাভিলাষ রহিত করিয়া স্বদেশ-গমনাভিলাষে নাবিক
দিগকে আজ্ঞা দিয়া নৌকা খুলিয়া দিলাম। নৌকা
দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া গমন করিল, কিন্তু বঙ্গুর হৃদয় অয়-
চ্ছাস্ত-মণি-শলাকার ন্যায় উত্তর দিকেই ধাবমান হইতে

লাগিল। গবুতি-চতুষ্টয় মাত্র পথ অতিক্রান্ত হইলেই তিনি আর তরণির অভ্যস্তরে থাকিতে পারিলেন না। উহা তাঁহার পক্ষে কাগাগার স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকা বন্ধ করিয়া তীরে উঠিবার জন্য আগাকে সান্তিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রমণীয় স্থান সকল দর্শন করিলে চিত্তবৃত্তি স্থির হইলেও হইতে পারে, এই ভাবিয়া আগিও তাঁহার প্রস্তাবে সন্মত হইলাম। আগাদিগের নৌকা একটী ক্ষুদ্র গণ্ড শৈলের সন্নিধানে বন্ধ হইল। আমরা দুই জনে তীরে নামিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিলাম, অনন্তর পূর্ব্বাহ্নিকৃত্য সমাপন করিয়া সেই গণ্ড শৈলের উপত্যকাভূমিতে ভ্রমণ করিতে চলিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম এই সকল দর্শন করিলে বন্ধুর মনস্তাপ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া প্রজ্বলিত তৈল কটাহে গলিল-ক্ষেপের ন্যায় উহা আরও সন্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এই স্থান হইতে ময়ূরাদ্বী অনেক দূরবর্ত্তিনী ইহা জানিয়াও বন্ধু, মধ্যে মধ্যে আমার অলক্ষিতরূপে প্রপদে দণ্ডায়মান হইয়া উন্নত-বদনে ময়ূরাদ্বী দর্শনের জন্য যত্নবান হইলেন। তৎকালে তাঁহার সেইরূপ ভাব অবলোকন করিয়া আমি যে

কতই অশ্রাব্যারি বিপজ্জন করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। যাহা হউক এই রূপে কিয়ৎকাল তাঁহাকে তথায় ভ্রমণ করাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকায় আনয়ন করিলাম। সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান হইল। পরদিন প্রত্যুষেই নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল কিন্তু সে দিনও পূর্ব দিবস অপেক্ষা অধিক পথ যাওয়া হইল না। এই রূপে আমি বন্ধুকে লইয়া কোন দিন পাঁচ ক্রোশ কোন দিন আট ক্রোশ এবং উর্জ্জ্বসংখ্যায় কোন দিন দশ ক্রোশ পথ গমন করিয়া এনগরী হইতে প্রায় শত ক্রোশ দূরবর্তী হইলাম। কিন্তু এই কালাতিক্রম ও দেশাতিক্রম দ্বারা তাঁহার উৎকণ্ঠাকুল মনো-বৃত্তি কিঞ্চিদ্ভ্রান্ত হুহু হইল না। পরিশেষে যখন আমি নিতান্তই বুঝিলাম যে, এ অনুরাগ কোনরূপেই প্রত্যাবর্তিত হইবার নহে এবং বলপূর্ব্বক ইহার প্রত্যা-বর্তনের চেষ্টা করিলে অনিষ্ট বই কোন রূপে ইষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমি নাবিকদিগকে সেই স্থানেই কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া এবং “আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত ময়ূরাদ্বী গমন করিতেছি, যাবৎ আমি প্রত্যাগমন না করি তাবৎ অবহিত হইয়া এই স্থানে থাকিবে, শরীরের প্রতি কোন

রূপে অবহেলা করিবে না। তুমি নিশ্চয় জানিও, মনো-
রথ নিজের উপায় না করিয়া আর তোমাকে মুখ দেখাইব
না।” তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া এবং
নাবিকগণকে সর্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবার আদেশ
দিয়া আমি এই নগরীর অভিমুখে পদব্রজেই যাত্রা
করিলাম। পথিমধ্যে যে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহা
আর বর্ণন করিয়া কি জানাইব !

অদ্য বেলা চারি দণ্ডের সময়ে এই নগরীতে উত্তীর্ণ
হইয়াছি। এতাবৎ কাল অধু-সংঘটিত বিপদ্রাশি অতি-
ক্রমণের চিন্তাতেই এতাদৃশ অভিভূত ছিলাম যে অন্য
চিন্তা করিবার কিঞ্চিৎমাত্র অবসর প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু
একণে আমাকে যেমন সে চিন্তা পরিত্যাগ করিল, অমনি
অপর এক চিন্তা উপস্থিত হইয়া প্রবলরূপে আক্রমণ
করিল। তখন মনে হইল, “আমি কি মুঢ় ! আমি কি
উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিলাম ? ‘আমার বন্ধু ইন্দ্র-
জাল দর্শনাবসরে এ নগরীর কোন্ কামিনীকে অবলো-
কন করিয়া বিহ্বল হইয়াছেন ?’ একথা আমি কাহাকে
জিজ্ঞাসা করিব ? এবং কেই বা ইহার সন্তুস্তর প্রদান
করিবে ? বন্ধু মধ্য মধ্য মনোবেদনা বর্ণনাবসরে আমার
নিকটে সেই কামিনীর কথা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন,

তাঁহাতে তিনি যে, অনুভূতা এবং ধর্মপরায়ণা তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু তিনি কোন গৃহের অলঙ্কার ? বা কোন পিতা মাতার হৃদয়দেশে বাস করেন ? এই অনন্য-বিদিত সমাচার কিরূপে বাহির করিব ? সর্ব্বথা 'আমি তোমার অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া যুখ দেখাইব না' হৃদয়ের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আগমন করায় আমার অতি অদূর-দর্শিতাই প্রকাশ হইয়াছে। আমি কি বলিয়া এখন তাঁহার নিকটে প্রতিগমন করিব ? আশা-বন্ধ প্রণয়ি-জনের জীবন কুহুমের বৃন্তস্বরূপ। আমি তথায় ফিরিয়া গিয়া সেই বৃন্তটী কর্তন করিয়া দিলে কিরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা সম্ভবিত্তে পারে। এই নগরীর প্রান্ত ভাগে এক তরুতলে একাকী উপবেশন করিয়া বহুকণ পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিলাম, তখন লজ্জা ভয় সম্মত হৃদয়ে হ ও সাহন পর্য্যায়ক্রমে আমার হৃদয়মধ্যে আবির্ভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে নানারূপ চিন্তার পর স্থির করিলাম যে, এত দূর আসিয়া কিঞ্চিন্মাত্র অনুসন্ধান না করিয়া প্রতিগমন করা কাপুরুষের কর্ম্ম। অন্য ব্যক্তির নিকট ইহা জানিবার কোন উপায় দেখি না। যে বিষয় অন্য লোকের সম্পন্ন করিতে কত

অন্তরায় কত বিলম্ব ও কত অসুবিধা ঘটে রাজারা মনে করিলে নিমেষমধ্যে সে বিষয় সম্পন্ন করিয়া দিতে পারেন। বিশেষতঃ যদি সহায়তা প্রার্থনা করিতে হয়, মহৎ লোকের নিকটেই করা ভাল। অতএব এই বিষয় আমি ময়ূরাদী-পতি মহারাজ পুরঞ্জয়ের নিকট নিবেদন করি, যদি ইহার কোনরূপ অসুবিধা হইবার অযোগ্য থাকে তবে তাঁহা হইতেই হইবে, অন্যের নিকট প্রার্থনা করা বিকল, এইরূপ আশা করিয়া আমি শ্রীমৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ পূর্বাপর সমস্ত অবগত হইলেন, এক্ষণে মহাকুল-প্রসূত, বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ধার্মিকাগ্রগণ্য ভুবন-জন-গণ-মনোরঞ্জন আমার পরম অহং রঞ্জনের জীবন রক্ষার যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহা সম্পাদন করিয়া তাঁহারও তদেকাধীন-জীবন আমার এই দুই ব্রাহ্মণ কুমারের জীবন দানের সম্পূর্ণ ফল লাভ করুন।

রাজা পুরঞ্জয় আদ্যোপাান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাতাহতি-রহিত সাগরের ন্যায় ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র বারি-ধারা পতিত হইতে লাগিল, মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন হা

রোমাবতা ।

বৎসে রোমাবতি ! হা হৃদয়ানন্দিনি ! হা মধুর-
ভাষিনি ! এক বার সেইরূপ স্মিত-মুখে আমার অঙ্কে
অধিরোহণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিয়া দেও ।
আমি কি জন্মের মত তোমার সেই চন্দ্র-বদন দর্শনে
একবারে বঞ্চিত হইলাম ! বৎসে ! আমি তোমার সেই
অলৌকিক রূপ-মাধুরী অবলোকন করিয়া পূর্ব্বেই বুঝি-
য়াছিলাম যে, তুমি কোন শাপ-ভ্রষ্টা দেবী হইবে, কেবল
আমাকে পিতৃ-সম্বোধনে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভূতলে
অবতীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু দেবী হও আর যাই হও,
পিতা বলিয়া আমার প্রতি চিরকাল অসাধারণ ভক্তি
করিয়াছিলে, অতি সামান্য কর্ম্মে কখনও আমার অনু-
মতি ব্যতিরেকে প্রবৃত্ত হও নাই। কিন্তু এক্ষণে কিজন্য
আমার এরূপ অবমাননা করিলে ? কোথায় গেল ?
কি জন্য গেল ? একবার বলিয়াও গেল না ? দেবতা
যক্ষ রাক্ষস বা পন্নগ কে তোমাকে হরণ করিল ? এক
বার জ্ঞানিতেও পারিলাম না হা পুত্রি ! চক্রধরে কম-
লার ন্যায় যাঁহাতে তুমি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলে,
যাঁহাকে তুমি দেব যক্ষ কিন্নর বা অলীক পদার্থ বলিয়া
বোধ করিয়াছিলে এবং যাঁহার প্রতি অনুরাগই তোমার
সংসারস্থখে জলাঞ্জলি দিবার নিদানীভূত হইয়াছে,

ব্রাহ্মণ-কুমার-মুখে তোমার হৃদয়-স্বীকৃত আমার সেই
জামাতার হৃদয়ী অবস্থা-প্রকাশ করিয়া কল্পে নিশ্চিত
হইয়া আছ? আচ্ছ! জামাতার মজা প্রদান করিয়া
তোমাকে রাজমহিষী দেখিব বলিয়া মনে কতই মাধ
করিয়াছিলাম। এক্ষণে জামাতা উপস্থিত-প্রায়, নন্দিনি!
আহিন, আমি হিমালয়ের-ন্যায় হইয়া হর গৌরী সমুদ্র
তোমাদের দুইজনকে সম্বন্ধ করিয়া দিয়া সেই বাসনা
পূরণ করত বিষয়-বাসনা বিগর্জন করি।

নরপাল এইরূপ বিলাপবচনে সভাস্থগণে উচ্চৈঃ-
স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে সভাস্থ দাবতীয়
লোকেই তাঁহার শোকে শোকাবুল হইয়া অক্রম্বারি
বিগর্জন করিতে লাগিল। মাধব এই সমস্ত দেখিয়া
শুনিয়া বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, যিনি তাঁহার হৃদয়ের
হৃদয়াকর্ষিণী হইয়াছিলেন তিনি এই রাজারই কন্যা।
কিন্তু রাজার বিলাপ শ্রবণে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে,
তিনি প্রিয় হৃদয়ের হৃদয়পূজার নিমিত্ত অনেক কষ্টক-
রন ভোগ করিয়া যে কুহন-মঞ্জরীজী তুলিতে আসিয়া-
ছিলেন, বুঝি কৃতান্ত-কীটে তাহাকে ধূলিনাৎ করিয়াছে।
অনন্তর তিনি একজন সভাস্থার প্রমুখাৎ রাজকন্যার
ইন্দ্রজাল-দৃষ্ট পুরুষবিশেষে পুর্নরাগ অবধি মাধবিকা-

নাগক পরিচারিকার সহিত তাঁহার আদর্শন পর্যন্ত সময়
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহা শু শোকে একবারে অজ্ঞান
হইলেন। তিনি ভাবিলেন তবে ত বন্ধুর অনুরাগ
অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই! হইবেই বা কেন? যদুকর
কমলিনী ভিন্ন কখন কি পলাশ-কুহনের অভ্যন্তরে বন্ধ
হইয়া থাকে? সাগর নদীমুখ ব্যতিরেকে কখন কি
অন্য দিকে ধাবমান হয়? অজবর সৌদামনী ভিন্ন
অপর নারীকে কি কখন অকসম্যে স্থান দান করে?
যে কমিনী তাঁহার প্রতি একরূপ অনুরাগিনী হইয়াছে,
তাঁহার নিম্নিত বন্ধুর তাদৃশ বৈয়নস্ত্র অযুক্ত নহে। কলতঃ
বিধাতা তাদৃশ নাগকে এতাদৃশী নাগিকাকে বন্ধানুরাগা
করিয়া রত্নের সহিতই কাঞ্চন শলাকাকে সংযোজিত
করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে এতাদৃশ অনু-
কূলতা দর্শাইয়া শেষে এরূপ বিড়ম্বনা করিতেছেন কেন?
একপে রোমাবতী কোথায়? কোথায় ঘাই? কোথায়
যাইলে প্রিয়সখীর দর্শন পাই? তাদৃশ মহামুত্তম-প্রকৃতি
কামিনীজন একত্র দত্তস্বদয় হইয়া অন্যত্র দৃষ্টি নিষ্কেপ
করিবে স্বপ্নেও ইহা সম্ভাবিত নহে। পিষাচ যক্ষ বা
রাক্ষসে তাদৃশী নাদীকে অপহরণ করিয়াছে ইহাই বা
কি রূপে বিখ্যাস করিতে পারা যায়? বাহা ইউক একপে

আমি মহারাষ্ট্রের পুরাতন শোক নবীকৃত করিয়া দিলাম,
অতএব অগ্রে ইহাকে সান্ত্বনা করা কর্তব্য হইতেছে
কিন্তু কি বলিয়াই সান্ত্বনা করি।

যাধব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে যথাকাল
কাল উপস্থিত হওয়াতে সভা ভঙ্গ হইল। নরবর
শোকে একান্ত অধীর হইয়াও কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান
ভঙ্গ ভয়ে সংসদাগত সমস্ত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম-
র্জন। সহকারে বিদায় করিয়া প্রধান অমাত্যের হস্তে
যাধবের সমস্ত ভার অর্পণ পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ
করিলেন। কে দিন মঘুরাকীডে রোমাবতী, রঞ্জন ও
যাধবসংক্রান্ত তিনু অন্য কথা আর কিছুই নাই। কি
রাজ্যভবন কি নাগরিক-ভবন কি রথ্য কি আপন কি
নদী-পুলিন যেখানে দুই চারি জনের সমাগম সেই
খানেই ঐ কথার জপনা হইতে লাগিল। রাজমহিষী
ও অপরাপর অন্তঃপুরিকাগণের শোকামল রোমাবতী-
রঞ্জন রঞ্জনের হৃদয়ের সমাগম শ্রবণে পুনর্ব্বার নবীকৃত
হইয়া উঠিল। তাঁহারা যে রোমাবতীকে মনে হইলে
অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, এক্ষণে সেই রোমাবতী
তাঁহাদের হৃদয়-মধ্যে যত অধিক উদ্ভিত হইলেন ততই
তাঁহাদের যন্ত্রণামল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

এ দিকে মাধব অমাত্যনির্দিষ্ট আবাস স্থানে গমন করিয়া আনাহিকাদি মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমুদয় সমাপন করিলেন। বেল। অপরাহ্ন হইয়াছে এমনতঃ সময়ে এক জন প্রতীহারী আসিয়া প্রনিপাত পূর্বক নিবেদন করিল, মহাশয়! মহারাজ বিপ্রাসি-গৃহে উপবেশন পূর্বক আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। মাধব শুনিবা-
নাতঃ ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া প্রতীহারীর সমতিবাহারে কৃপাণ-পানি শত শত যক্ষি-পরিবৃত্ত রাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন কিত্তিপাল এক উত্তুল পল্যস্তোপরি স্কন্ধোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, পরিচারিকাগণ উত্তর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জামরব্যঞ্জন করিতেছে। তিনি প্রবেশ করিয়া যথাযোগ্য আশী-
র্বাদ সহকারে রাজাকে সম্বর্জন্য করত পরিচারিকা-দ্বন্দ্ব বেদ্রাসনোপরি উপবিষ্ট হইলে পর মহীপাল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস মাধব! তুমি বালক বট কিন্তু তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান দেখিতেছি। রোমাবতীকে পাই আর নাই পাই, যখন সে মানসে রক্তনকে পতিত্রে বরণ করিয়াছে তখন তিনি যে হউন তিনিই আমার জামাতা, হুতরাং তৎসহচর তুমিও আমার পুত্র-তুল্য হইলে, অতএব তোমার নিকট

আমার মনের কথা ব্যক্ত করিবার বাধা কি? বৎস! আমি
যে, রোমাবতীর মুখচন্দ্র আর অবলোকন করিতে পাইব
কখনকালের নিমিত্ত সে আশা করি না! কারণ যদি আমাকে
সে রূপ স্থখী করিবার অভিলাষই বিধাতার থাকিত, তবে
তিনি আমার এই অরুণা-নিবিল হস্ত হইতে সেই বস্তুটী
কখনও হরণ করিয়া লইতেন না! বাহা হউক এক্ষণে
আমায় ইহাই যুক্তিসিদ্ধ কোষ হইতেছে যে, কল্যা
প্রভাতে তুমি কতিপয় আনুষ্ঠানিক সমতিব্যাহারে যে
স্থানে আমার রঞ্জন তোমার মুখ প্রতীক্ষা করিয়া
আছেন তুমি গমন কর এবং তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়
অবগত করাইয়া এই স্থানে আনয়ন কর। যদি রোমাবতী
কাহারও কর্তৃক অপহৃত না হইয়া থাকে এবং যদি সে
অধর্মপথে পদার্পণ না করিয়া থাকে, ধর্ম সাক্ষী! আমি
অকপট-চিত্তে কহিতেছি যে, আমি রোমাবতী তাঁহাকেই
প্রদান করিব। আর যদিই দুর্দৈব বশতঃ রোমাবতীকে
আর নাইই পাইতে হয় তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,
অত্রত্য কোন হুশীলা সুরূপা ব্রাহ্মণতনয়াকে পুত্রিকা-
রূপে গ্রহণ পূর্বক তাহার সহিত রঞ্জনের পরিণয়ক্রিয়া
সম্পাদন করত তাঁহাকে সেই জামাতাই বজায় রাখিব
এবং পরে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তোমাকে

তাঁহার মন্দিরে অধিকৃত দেখিয়া সংসারবাদনা বিনষ্টকর
করিব ।

নরনাথ এইরূপ কহিয়া উচ্ছলিত অশ্রুপ্রবাহ বস-
নাঞ্চলে প্রোঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলে মাধব কৃতান্তলি
হইয়া কহিলেন মনুজেশ্বর । আপনার সরলতা উদার-
দয়তা ও ধর্ম্মিকতা যেরূপ প্রখিত আছে পূর্বোক্ত বচন
বিন্যাস তদনুরূপই হইয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু আপনি
রোমাবতীর পুত্র প্রাপ্তি বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইবেন
না । তিনি অতি দাণী, তাঁহাকে বল পূর্বক অপহরণ
করে কাহার সাধ্য? পন্নগের শিরোরক্ত গ্রহণে হস্ত প্রদা-
য়ন করিতে কাহার সাহস হয়? আপনার কুলে জন্ম
গ্রহণ করিয়া তিনি যে অপথে পন্যর্পণ করিবেন ইহা
কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে । নন্দনবনে কি কখনও বিষ-
লতা জন্মিতে পারে? আমার ইহা নিষ্ঠুর বোধ হইতেছে
যে আপনারা তাঁহাকে ইন্দ্রজাল-দৃষ্ট অশ্লীল পুরুষে
অনুরক্তা তাবিয়া পুরুষান্তরে অর্পণ করিবার সংকল্প
করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার পাতিব্রত্য ভঙ্গ
হইত, তিনি সেই ভয়ে কোন বিজ্ঞান প্রদেশে গমন
করত স্বকীয় অভিষ্টনিকির অভিলাষে তপশ্চর্যা আরম্ভ
করিয়াছেন । বাহ্য হউক মহারাজ ! আপনি যেরূপ

আজি করিতেছেন তালাই করা কর্তব্য। কতিপয়
আমুঘাত্তিক আমার সহিত গমন করুক, আমি অথগতঃ
গিয়া প্রিয় জহদকে সমভিব্যাহারী করিয়া লই। পরে
তিনি, এই সকল আমুঘাত্তিক এবং আমি একত্র মিলিত
হইয়া অবশ্যই রোমাবতীকে আয়ুষ্য করিয়া বাহির
করিব, এবং আমি প্রকিছা করিয়া যাইতেছি যে, কিয়-
দিনের মধ্যেই আপনার চুহিতা ও জামাতা উভয়কে
সমভিব্যাহারে লইয়া এই নগরে আগমন করিব। যদি
আমি নিতান্তই এই প্রতিজ্ঞাপালনে কৃতকার্য হইতে
না পারি, তবে স্বয়ং সংসারস্থখে জলাঞ্জলি দিয়া অবশ্যে
প্রস্থান করিব।

মনুজনাথ মাধবের এই সকল প্রস্তাবে পরম পরি-
তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পরদিন প্রাত্তে এক দল
সেনা সমভিব্যাহারে দিয়া তাঁহাকে রক্তনের উদ্দেশে
পাঠাইয়া দিলেন।

রোমাবতী ।

চতুর্থ উদ্ভাস ।

এ দিকে ঘাবব যে স্থানে রঞ্জনকে অবস্থাপিত করিয়া তাঁহার হৃদয়াপহারিকার উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, রঞ্জন তিনদিন কাল অতিক্রমে তথায় অবস্থান করিলেন। ঐ দিনত্রয়ের এক এক মুহূর্ত তাঁহার এক এক যুগবৎ দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। পূর্বে যখন তিনি প্রিয়ানু-ধ্যানে মগ্ন-চিত্ত হইয়া ভোজনাদি দিবস-কার্য্যে পরাণ্ডু হইতেন এবং তৎসমাগম-লাভে নিতান্ত হতাশ হইয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাভোগ করিতেন তখন তাঁহার প্রিয়-সুহৃৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানারূপ প্রবোধবচনে তাঁহাকে স্থির-চিত্ত করত ভোজনাদি করাইতেন। এখন আর সে সম-দুঃখ-সুখ সুহৃৎ নিকটে নাই। কে তাঁহার কুখা বুঝিয়া অনুদান করে? কেবা তাঁহার যন্ত্রণানলে প্রবোধামৃত বর্ষণ করে? ভৃত্যপক্ষীয় সামান্য জনের

হারা কি সে সকল কার্য সম্পন্ন হইতে পারে? বাহা হউক এক্ষণে তাঁহার সুখবিরহও প্রিয়া-বিরোগের ন্যায় সাত্ত্বিক কষ্টকর হইয়া উঠিল ; তাঁহার শরীর দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি এই বহুশক্তি কোন রূপে সঞ্চার করিতে না পারিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে অতি প্রত্যুষে তরল হইতে অবতরণ-পূর্বক যে দিকে তাঁহার প্রিয়তমা বাস করিতেছেন এবং যে দিকে তাঁহার প্রিয়তম পরম সুহৃৎ গমন করিয়াছেন একাকী সেই দিকের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

এই পথে তিনি কখনও পদব্রজে গমন করেন নাই ; এই স্থান হইতে ময়ূরাদী কত দূর তাহাও জানিতেন না। পশ্চিম-মধ্যে নদী, পর্বত, গ্রাম, নগর, প্রান্তর বা অরণ্য কি কি ব্যবধান আছে তাহা কখনও অবগণোচর করেন নাই। তথাপি কিস্কিন্দায় সঙ্কুচিত না হইয়া কোবেরী দিক্ লক্ষ্য করিয়া অমবরত গমন করিতে লাগিলেন। পথ চলা তাদৃশ অভ্যাস ছিল না, তথাপি ভৃত্যদিগের কর্তৃক পাছে ধৃত হইবেন এই ভয়ে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চাত্তাপে কোন শঙ্ক হইলেই অমনি সত্তরে বিবৃন্ত-মুখ হইয়া দর্শন করেন। কণ্টক উপল-কীলক প্রভৃতি চরণে বিদ্ধ হইয়া

শোণিতাক্ত হইলেও তাহাতে অক্ষিপণ করেন না । কিছু কিছু নগ-নির্করিনী সকল এক এক লক্ষে পার হইয়া যান । সর্বো বা অপসর্বো গ্রাম নগর বা লোকালয় আছে কি না তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন না । পথ অপথ উভয়েই সমজ্ঞান । কোন স্থানে স্থলিত-পদ হইয়া পতিত হইলে উত্থান-প্রযত্নেও কিয়দূর অগ্রাবন্তী করেন ; কিছু-তেই তাঁহার গমনের প্রতিরোধ হয় না ।

এই রূপে ব্যত্যার ন্যায় অনবরত বেগে গমন করিয়া বেলা সান্নিধ্যকপ্রহর সময়ে এক স্থানে একবার গতিরোধ করত দণ্ডায়মান হইলেন এবং সর্ব্বতঃ দত্ত-দৃষ্টি হইয়া দেখিলেন যে, অগ্র পশ্চাৎ বাম দক্ষিণ চারি দিকেই নিবিড় অরণ্য ; মনুষ্যের গমনাগমনের চিহ্ন নাত্রও কোথাও নাই, কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীকুলগণ স্ত্যাম-বর্ণ পল্লবাবলী দ্বারা সূর্য্যাতপ নিবারণ করত সমুদয় স্থান অন্ধকারাভূত করিয়া রহিয়াছে । কোন স্থানে ময়ূর ময়ূরীগণ কেলি করিতেছে, কোন স্থানে শাবক-নম্রত হরিণমূখ ছাগমূখ ও মেঘমূখ বিচরণ করিতেছে, কোন স্থানে গিরি-নদী সকল পুরোবন্তী পাবাণে প্রতিহত হইয়া কলকল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং উহাদের তীরবন্তী বানীর-বনো নানাবিধ বিহঙ্গমগণ কলরব করি-

তেছে। বনের ভূমিসকল কোথাও সমতল, কোথাও নিম্ন কোথাও বা ক্ষুদ্র গুপ্তশৈলের ন্যায় উন্নত হইয়া রহিয়াছে। কোন দিকে বিকসিত সপ্তপর্ণ কুমুমের নৌরভে, কোন স্থানে উন্মীলিত স্বর্ণচম্পকের স্তম্ভে কোথাও বা ইভ-দলিত সজ্জিতকর নির্ধানের আমোদে সমুদয় বিপিন আমোদিত হইয়াছে। রম্য বস্তু সংযোগীরই ভাল লাগে, বিয়োগীর পক্ষে উহা বিষবৎ বোধ হয়। রঞ্জন এই রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিতে অনর্থক হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নেই জন-সমাগম-শূন্য গহনে পুনর্বার অবগাহন করিলেন। এবং কোন স্থানে উপবেশন না করিয়া লোকালয় প্রাপ্তির আশয়ে ক্রমিক চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। বন আর ফুরায় না। তাঁহার হস্ত পদাদি ক্রমশঃ ভার বোধ হইতে লাগিল এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে উদ্বেকোন্মুখ হইল। তিনি এই বৃক্ষাবলীতি ছাড়াইলেই লোকালয় পাইব, ঐ পাদপ-মণ্ডলীতি পার হইলেই বনপ্রান্তে উপস্থিত হইব এই রূপ আশা করিয়া যে, কত পথই গমন করিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পরিশেষে তিনি লোকালয়ের পরিবর্তে এক ভয়ঙ্কর প্রান্তরভূমিতে উগনীত

হইলেন। এই প্রান্তর, বনের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। উহার মধ্যে মধ্যে এক একটা বৃক্ষ বা কতকগুলি গুল্ম এবং কোন কোন স্থানে এক একটা ক্ষুদ্র জলাশয়ও দৃষ্টমান হয়। তন্নিম্নে অপর চতুর্দিকই কেবল ধূ ধূ করিতেছে। এই সময়ে একে নির্দাষ কাল, তাহাতে আবার তখন দিনমণি গগনমণ্ডলের ঠিক মধ্য-ভাগে উত্তীর্ণ হইয়া অরধার শরের ন্যায় করজাল নিক্ষেপ করিতেছিলেন। রঞ্জন পূর্বে ঘেরূপ রমণীয় বনভূমি অবলোকন করিয়াছিলেন উহা সেরূপ নহে। তিনি এই প্রান্তরের কিয়দূর গমন করত দণ্ডায়মান হইয়া বনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, কোন স্থান নীলবর্ণ তরুণশুলীতে সূশোভিত হইয়া মনোরম স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু কোনভাগের পরিসর এরূপ রূক্ষ যে, দেখিলে ভয় হয়। এক দিক্ পতঙ্গি-পণেরও কুজিত-স্থল হওয়াতে একান্ত স্তিমিত, ও অপর দিক্ প্রোচণ্ড সত্ত্ব সমূহের গভীরগর্জনে নিনাদিত। এক ভাগে নীলকান্তি ঘনাবলী আসিয়া উচ্চতর তরুশিখর অবলম্বন করিয়াছে এবং অপর ভাগে সজীব বনস্পতি সকলও দাবানলে দগ্ধ হইতেছে। তথাকার স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর অজগর সকল বৃক্ষমূল বেষ্ঠন করিয়া নিদ্রা ঘাইতেছে এবং তাহাদের

খাপসবনের সহিত প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা বিনির্গত হই-
তেছে। কি ভয়ঙ্কর সময়! তখন সমুদয় জীব জন্তু
একপ তুষাতুর যে, ঐ সকল ভুজঙ্গের গাত্র হইতে
যে বেদজল নির্গত হইতেছিল, কৃকলাদেরা যুখে যুখে
আসিয়া নির্ভয়ে উহা পান করিতে লাগিল।

• এক্ষণে রঞ্জন আর নির্ভয়-চিত্তে থাকিতে পারিলেন
না। চারি দিক্ বিপদাকীর্ণ দেখিয়া তখন তাঁহার হৃদয়-
মধ্যে সাতিলয় ভয় উপস্থিত হইল। তখন তিনি বন্ধু-
বাক্য অবহেলন করিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে মনে
বৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু
তখন আর অনুতাপ করিলে কি হয়! তখন ঐ প্রান্তর
পার না হইলে আর উপায় নাই এই ভাবিয়া পুনর্বার
পদচালনা করিলেন। দীপ্ততর প্রভাকরের কিরণোত্তপ্ত
সিকতা রাশির তাপে চরণ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতে
লাগিল। উত্তপ্ত পবন আসিয়া সর্ব্বশরীর যেন ভাজিতে
আরম্ভ করিল, ক্রোধায় হস্তপদাদি অবশ হইল, পিপা-
সায় কণ্ঠ এক বারে কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়া গেল। তখন
ভাবিলেন অদ্য এই মরুভূমিতে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রাণ-
ব্রতের দক্ষিণ্যন্ত করিব। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ
করা সহজ কৰ্ম নহে। স্মরণ্য এক এক পা করিয়া

রোমাঞ্চ

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ঐ প্রান্তরের মধ্যবর্তী এক ন্যগ্রোথ বৃক্ষের তল-
ভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।

ঐ বটচ্ছায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিবামাত্র
আপাততঃ তাঁহার সর্বশরীর শীতল বোধ হইল।
কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত বায়ুরাশি চতুর্দিক্
হইতে আনিয়া গাত্রস্পর্শ করাতে সে শীতলতা অধিক
কাল রহিল না। তখন অন্যান্য ক্রেশ অনেক
অপন্নত হইয়া পিপাসাষট্ণ্যাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া
উঠিল। উহার প্রভাবে হৃদয় অবধি তালু পর্য্যন্ত
সমুদয় শুখাইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যে, আর
ক্ষণমাত্র জল না পাইলে প্রাণবিয়োগ হয়, কিন্তু সে
যে স্থান, তথায় সমস্ত দিন ভ্রমণ করিলেও বিন্দুমাত্র
জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। নিকটবর্তী যে সকল
নিম্নভূমিতে জল পাইবার আশয়ে অন্বেষণ করিতে গেলেন
তাহা শুষ্কোদক হইয়া রবিকরে বিদীর্ণ হইয়াগিয়াছিল।
তিনি বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিষ্কেপ করিয়া ঐ
ন্যগ্রোথ তরুরই অতি সমীপে একটী গুল্মাবৃত স্থান
দর্শন করিলেন। তাঁহার শূন্য ছিল যে, প্রান্তরমধ্যে
কূপদকল এইরূপ গুল্মাচ্ছাদিতই থাকে। সুতরাং তিনি

ঐ স্থানকে কূপ বোধ করিয়া লোলুপ-লোচনে ও সঙ্কর-
পদে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উহার একটী মাত্র
গুল্ম অপসারিত করিয়া যেমন দেখিলেন অমনি এক শয়ান
প্রকাণ্ড শাদ্দুলের জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ লোচনোপরি লোচন-
পাত করিলেন । ব্যাঘ্র তাঁহাকে দেখিবারাত্র পদচতুষ্টয়ের
উপর ভর দিয়া উপবেশনপূর্বক লাল্কুল সঞ্চালন করিতে
লাগিল; তাহার গাত্রলোম ও কর্ণবয় উন্নত হইয়া উঠিল,
এবং রক্তবর্ণ মুখবিবর হইতে লাল নিঃসৃত হইতে লা-
গিল । এই ব্যাপার দর্শনমাত্র রঞ্জনের আত্মাপুরুষ এক-
বারে শুঙ্ক হইয়া গেল, এবং হৃদয় ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতের ন্যায়
বড়্‌ফড় করিতে লাগিল । তখনই তিনি ইতি-কর্তব্যতা-
বিমূঢ় হইয়া ব্যাঘ্র-নয়ন হইতে নয়ন অপসারিত করিতে
না পারিয়াই প্রতীপ-পাদে পশ্চাষ্টাঙ্গে গমন করিতে
লাগিলেন কিন্তু ক্ষণমাত্র পরে যেমন নয়ন নাশিত
করিয়া ঐ বট-বিটপীর মূলভাগে যাইবেন অমনি
শাদ্দুল গভীর গর্জনসহকারে লক্ষপ্রদান করিয়া তাঁহার
উপরে আক্রমণ করিল; কিন্তু নিম্ন-মুখ একটা বিটপে
প্রতিহত হওয়াতে সে আক্রমণ কোন কার্য্যকারী হইল
না । প্রাণবংশয় বিপদে চতুর্গুণ বলসাধান হয় ।
রঞ্জন যে, তাদৃশ ক্ষীণবল হইয়া গতি-শক্তি-রহিত প্রায়

হইয়াছিলেন তথাপি ব্যাঘ্রকে এক বার অকৃতকার্য হইতে দেখিয়া সেই অবসরে উক্ত বৃক্ষের এক শূল-
তর শিকাসংঘাত অবলম্বন করত নিমেষমধ্যে উহার
উপরিভাগে আরোহণ করিলেন। শাদ্দুল এই রূপে
দ্রষ্ট-লক্ষ্য হইয়া উক্ত বৃক্ষের মূলদেশে আগমন করত
সহায়সহকারে একরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিল যে,
ভৎশ্রবণে প্রাণিমাত্রেরই শরীর অবশ হইয়া পড়ে।
সে অগ্রবর্তী পদবর দ্বারা এক এক বার ভূমি কর্ষণ
করিতে লাগিল, এক এক বার বৃক্ষের স্বয়ংদেশ ক্ষত-
বিক্ষত করিতে লাগিল এবং এক এক বার তাঁহাকে
ধরিবার আশয়ে উল্লঙ্ঘন প্রদান আরম্ভ করিল।
তাহার শরীরস্থ কণ্টকিত প্রতি লোম হইতে ঘন বহি-
ষ্কূলিক নিগত হইতে লাগিল। সে বারম্বার বৃক্ষের
মূলদেশ বেঙুন করিয়া ক্রান্তি বোধ হওয়াতে রক্তবর্ণ
রসনা বহির্গত করত এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাদস্ত-
মুখে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। অনন্তর দীর্ঘ
দীর্ঘ লক্ষ প্রদান পূর্বক অতিদূরে গমন করিয়া এক
ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিল। রঞ্জন সেই দূরগত শব্দশ্রবণে,
ব্যাঘ্র তাঁহাকে না পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল
জাবিয়া যেমন অবতরণ করিতেছিলেন অমনি সে নক্ষত্র-

বেগে পুনর্ব্যার নৌড়িয়া আদিয়া পূর্ববৎ বিক্রম প্রকাশ
করিতে লাগিল । তিনি পুনর্ব্যার উচ্চতর শাখায় উঠিয়া
বসিলেন । এই রূপে সে*বারম্বার অতি দূরে গমন,
অথায় শব্দকরণ এবং পুনর্ব্যার ক্রতবেগে প্রত্যাগমন
করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার কতই চেষ্টা করিল ।
কিন্তু তিনি একবার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আর কিছুতেই
প্রভারিত হইলেন না ।

ক্রমে দিবাবসান হইল । চতুর্দিকের বনসগুলীহ
পতত্রি-গণ কোলাহল করিয়া উঠিল । রজনী উপস্থিত ।
ক্রমে অশ্রুকার সূচি-ভেদ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চতুর্দিক্
আবৃত্ত করিল । ভীষণাকার ভৈরব-রথ ক্রুর-চেষ্টিত
মহাস্র মহাস্র স্বাপদ সকল চারিদিকে বিচরণ করিতে
আরম্ভ করিল । এই সর্বসুত-ভয়ঙ্কর সময়ে রঞ্জন
সেই গহন-বেষ্টিত প্রান্তরের মধাবস্ত্রিনী-ন্যাপ্রোব-শাখার
একাকী আকৃত । সমস্ত দিন বেগে নৌড়িয়াছিলেন,
কণামাত্র ভোজন বা বিন্দুমাত্র জল পান করিতে পান
নাই । তিনি এইরূপ বিষম বিপদে পড়িয়া মনে করি-
লেন যে, যৌবন কি বিষম কাল ! ইহার অধিকারে
পতিত হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্তব্যাকর্তব্য ন্যায্যান্যায় হিতা-

হিত কিছুই বোধ থাকে না। “আমি যতদিন প্রাণত্যাগমন না করি ততদিন এই স্থানে থাকিব” বন্ধু আমাকে এইরূপ প্রতিশ্রুত করাইয়া মনন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মন্তের ন্যায় হইয়া আগমনকালে তাঁহার সেই বাক্য একবার মনেও করি নাই। হা মখে! পাপ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তোমার ন্যায় অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু জগতে আর আমার কেহ নাই। আমি যখন তোমার বাক্য অবহেলন করিয়াছি তখন আমার আর কি পাপ করিতে বাকী আছে? এক্ষণে প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হই। হায়! যে সময়ে আমার জীবন-নাশ অন্যের প্রার্থনীয় হইয়াছিল, যদি তখন মরিতাম তাহা হইলে আমার মরণও এক জনের তৃপ্তিকর হইত, কিন্তু এক্ষণে সেই জীবন নিরর্থক অপগত হইল! হা তাহ! সর্বদা তোমার হৃদয় রঞ্জন করিতাম বলিয়া তুমি আমার নাম রঞ্জন রাখিয়াছিলে অদ্য তোমার সেই রঞ্জন এই ঘোরা বিভাবরীতে প্রাপ্তরে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে একবার আদিয়া দেখিয়া যাও! আমার উদর পূর্ণ থাকিলেও তুমি নানাবিধ সুখাদ্য আনিয়া সর্বদাই আমাকে ভোজন করাইবার চেষ্টা করিতে কিন্তু অদ্য সারাদিন খাই নাই, পিপাসায়

বুক ফাটিয়া যায় কিন্তু এমনত কেহ নাই যে বিন্দু-
মাত্র জলদিয়া জীবনরক্ষা করে। যে আমার মুখ দ্বিধা
মলিন দেখিলে তোমার বুক বিদীর্ণ হইত, আজি সেই
আমি ক্ষুধার্ত্ত শার্দূল-মুখে পতিত হইয়া হাহাকার করি-
তেছি তুমি ইহার কিছুই জানিতেছনা ! যে আমি
ক্ষণকাল তোমার নেত্রের অন্তরাল হইলে বিহ্বল হইয়া
বেড়াইতে, অদ্য সেই আমি জন্মের মত বিদায় হইতেছি
সংবাদও জাননা ! মাতঃ ! এপর্য্যন্ত তুমি জীবিতা থাকিলে
আজি তোমার কি দুর্দশাই ঘটিত ! হা প্রিয়ে ! আমি
তোমার নাম ধান কিছুই জানিনা ; কেবল সেই গাঢ়-
নুরাগসূচিকা মোহিনী মূর্ত্তি নিরন্তর অনুধ্যান করি।
আমি যে, এই বিপদে পড়িয়াছি তুমিই কি ইহার নিদান
নহ ? তুমি কি আমাকে এরূপ বিপদে পাতিত্ত করিয়া
হুখিনী আছ ? হায় ! যদি মরণকালে একবার দেখা হইত
অথবা তোমারই জন্য আমি এই জন-শূন্য প্রান্তরে
পড়িয়া শার্দূল-বদনে জীবন বিসর্জন করিতেছি যদি ইহা
একবার জানিতেও পারিতে, তাহা হইলেও আমি আ-
জাকে চরিতার্থ মনে করিতাম। যাহাহউক, এখন ত আমি
এ জন্মের মত বিদায় হইলাম যেন জন্মাস্তরেও তোমার
সেই বিকচ রাজীব-সদৃশ মুখমণ্ডল অন্ততঃ একবারও

নিরীক্ষণ করিতে পাই! হা জগদীশ্বর! তোমার বনে
কি এই ছিল?

রঞ্জন সেই বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া এইরূপ
নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতেই বিস্তারিত অবসর
হইল। তারাগণ তাঁহার দুঃখদর্শনে অসমর্থ হইয়াই
যেন একে একে অন্তর্জ্ঞান করিতে লাগিল, পাদপদ
তদুৎক্ষেপে ব্যথিত-হৃদয় হইয়াই যেন বিহগ-কোলাহলরূপ
আন্তরিক সহকারে পত্র-লগ্ন-তুষার-বর্ষণ-চ্ছলে রোদন ক-
রিতে লাগিল, কমলিনী-নারক ব্রহ্মবধোদ্যত শাব্দীলের
দণ্ড বিধানার্থই যেন গগনগুপ্তে উদ্ভিত হইয়া ফোঁড়ে
লোহিত বর্ণ দারণ করিলেন। ক্রমে দুই তিন দণ্ড বেলা
হইল। ব্যাঘ্র সমস্ত রজনীই সেই তরুতলে গমনাগমন
করিয়াছিল কিন্তু এবারে অতি প্রত্যুষে গমন করিয়া অপ-
র্যস্ত আর কিরিয়া আসিল না, ইহা দেখিয়া রঞ্জন কম্পা-
বিত কলেবরে তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্যাঘ্র
যে দিকে গমন করিয়াছিল তাহার বিপরীত দিক্ লক্ষ্য
করিয়া অবিশ্রান্ত দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বদিন
সেইরূপ ক্রেশ, সেইরূপ ভয় ও সেইরূপ অনশন
গিয়াছে তথাপি প্রাণের ভয় এগনি যে, তিনি তাহাতেও
অবশ্য না হইয়া কয়েক দণ্ডমধ্যেই সেই প্রান্তরের

অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইরা এক-বার পশ্চাৎদিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শাদ্দুলের কোন চিহ্নই দেখিতে পারিলেন না । অনন্তর কিঞ্চিৎ যীত-ভয় হইয়া কিয়দূর গমন করত দ্রবীভূত রক্ত-বর্ণ তাম্রপ্রবাহে প্রবহমান একটি ক্ষুদ্র নিকরিনী অবলোকন করিলেন । অনন্তর তাহাতে অবগাহন করিয়া সন্নিহিত নানাবিধ তরু হইতে ফলাদি অনেক প্রকার ফল আনয়ন পূর্ব্বক ভোজন ও সেই নদীর জল পান করিলেন । ক্রমে শরীর শিথিল বোধ হইল । সে দিন আর অধিক দূর ঘাইতে পারিলেন না । রজনী উপস্থিত হইলে তত্ৰত্য কোন ব্যক্তিও আরোহণ করিয়া উত্তরীয় বস্ত্রে পৃষ্ঠের অবলম্বন-সাথায় শরীর বন্ধন-পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ নিদ্রামুভব করিলেন ।

পুষ্করিণীর ক্লেদ ভয় ও চিন্তার বৈকল্য প্রযুক্ত রজনী কোন দিকে গমন করিলে ময়ূরাক্ষী প্রাপ্ত হইবেন তদ্বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া ছিলেন সুতরাং এক দিন এ দিক্, এক দিন ও দিক্ এইরূপ করিয়া বনচরের ন্যায় বন্য ফল মূল ভোজন ও নগনদীজলপান পূর্ব্বক অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । এই রূপে প্রায় এক মাস অতীত হইল । একদা প্রভাত সময়ে

তিনি বৃক্ষোপরি শরীর বন্ধন পূর্বক নিদ্রা ঘাইতেছেন
 এমনত সময়ে সহসা জাগরিত হইয়া দেখেন যে, সেই
 বৃক্ষের মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত সমুদয় কাঁপিতেছে,
 পরিণত পত্র ও পক ফল সকল ফাটার শব্দে পড়িতেছে
 এবং তাঁহার আপাদ মস্তক সর্ব শরীর দোলায়মান হই-
 তেছে। বায়ুর লেশমাত্র নাই তথাপি এরূপ ব্যাপার
 ঘটিতেছে কেন? এই অনুসন্ধানের জন্য তিনি ইত-
 স্ততঃ দন্ত-দৃষ্টি হইয়া নিম্ন ভাগে দেখিলেন এক প্রকাণ্ড
 অজগর সেই তরুর মূল অবধি বেঁঠন করিয়া তাঁহাকে
 গ্রাস করিবার নিমিত্ত উঠিতেছে। আর হস্তচতুষ্টয়
 মাত্র উঠিতে পারিলেই তাঁহাকে কবলিত করে। এই
 ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহার জীবনাশা একবারে
 নিরস্ত হইল কিন্তু তৎকালোৎপন্ন হুমতিপ্রভাবে উদ্ভ-
 রীয় বস্ত্র গাত্র হইতে উন্মোচন পূর্বক কুণ্ডলীকৃত করিয়া
 ভূজঙ্গের ব্যাদন্ত আনন মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।
 ভূজঙ্গরাজ তাদৃশ ক্ষুদ্র কুণ্ডল অনায়াসেই গ্রাস করিতে
 পারিত কিন্তু উহার দশা সকল তাহার বিকটাকার দশন-
 মধ্যে সংলগ্ন হওয়াতে উহা উন্মিারণ বা নিগীলন করিতে
 কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে লাগিল। রঞ্জন সেই সময়ের
 মধ্যেই দ্রবস্ত্রী শাখাস্বর অবলম্বন করিয়া লক্ষে লক্ষে

তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবতীর্ণ হইয়াই দ্রুত-বেগে এক দিকে দৌড়িয়া চলিলেন । অজগরেরা দূরস্থ লক্ষ্যের কিছুই করিতে পারে না স্ততরাং সে কিয়ৎক্ষণ গর্জ্জনমাত্র করিয়াই নিবৃত্ত হইল ।

এ দিকে রঞ্জন কিয়দূর গমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন আমি কি নিমিত্ত ভুজঙ্গ-মুখ হইতে পলায়ন করিয়া আসিলাম ? আমার আর জীবনের প্রয়োজন কি ? কি স্থখে আর প্রাণ ধারণ করিতে অভিলাষ হয় ? প্রায় এক মাস অতীত হইল আমি বন্য জন্তুর ন্যায় বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি ; ক্ষুধা হইলে কটু তিক্ত ফল মূল ভোজন করি ও নিদ্রা-বর্ষণ হইলে বৃক্ষে উঠিয়া নিদ্রা যাই । পরম প্রেমাস্পদ প্রণয়ি-জনের সাক্ষাৎকার লাভ দূরে থাকুক মানব মাতের সহিত সমাগম নাই । বোধ হয় শরীর একরূপ কদাকার ও ভ্রষ্ট-ত্রী হইয়াছে যে, পরিচিত লোকেরাও এখন দেখিলে সহসা চিনিতে পারেন না । পুনর্ব্বার জননী-স্বরূপা জন্মভূমির মুখাবলোকন করিব, পুনর্ব্বার স্নেহ-ময় জনক মহাশয়ের চরণ বন্দনা করিব, পুনর্ব্বার সেই স্নহৃদের কণ্ঠধারণ করিয়া স্নেহালাপ করিব, পুনর্ব্বার সেই মনোরথ-প্রিয়ার তামরন-ভূষা বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ

করিব, যথেষ্ট আর একুশ আশা করিতে পারি না। এখন যে কয়েক দিন জীবিত থাকিব কেবল অসঙ্গ যজ্ঞগানল ভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে শীঘ্র মৃত্যুই আমার পরম প্রার্থনীয়। অতএব আর অন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই; এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া অনবরত গমন করিতে থাকি; পশ্চিমধ্যে নদ নদী বা সাগর উপস্থিত হয় তাহাতে নিমগ্ন হইব, শৈলাবলী দেখিতে পাই তাহাতে আরোহণ করিয়া অধঃপতিত হইব, ব্যাস্ত্র তল্লু-কাদি হিংস্র জন্তু সম্মুখে সন্নাগত হয় তাহাদের মুখ-দ্বিধরে প্রবেশ করিব।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই তিনি এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎদূর যাইলেই সম্মুখ ভাগে এক নীলবর্ণ নবীন মেঘাবলী অবলোকন করিলেন। ভাবিলেন গমনের নিবৃত্তি করা হইবে না; হয়ত এতন্নিঃসৃত বৃষ্টি বা কয়কাঘাতে অদ্যই যজ্ঞনাশেষ হইবে। আরও কতকদূর গমন করিলে পর সেই মেঘমালামধ্যে দুই একটী শূক ও ক্রমে ক্রমে দুই একটী বৃক্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন দ্বির করিলেন উহা ঘনাবলী না হইয়া শৈলশ্রেণী হইবে। অনন্তর বেলা নিঃশেষ হইরাছে এমন সময়ে সেট শৈল-

মনীষে উত্তীর্ণ হইয়া আরোহণ করিবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একে বন তাহাতে শৈলাবৃত্ত; সুতরাং দিনমণির অন্তগমনসমকালেই এরূপ প্রগাঢ় অন্ধকার আবির্ভূত হইল যে, ক্রোড়স্থ বস্তুও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব তিনি বিবিধ চেষ্টা করিয়াও শৈলারোহণের পথ বাহির করিতে পারিলেন না।

ক্রমে যাত্রিচর আরণ্য কল্প-সকল স্ব স্ব স্থান হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দিকে শব্দ করিতে লাগিল। জীবিত-ভূষণ কি সহজে লঙ্ঘন করিতে পারা যায়? রঞ্জন মরণের নিম্নিত্ত যে, তাদৃশ কৃতসঙ্কপ হইয়াছিলেন তথাপি অরণ্যের তাৎকালীন ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে সাতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইল। সুতরাং নিকটবর্তী এক বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্বক যামিনী-যাপনের মানস করিলেন। কিন্তু ঐ বৃক্ষের কতক দূর আরোহণ করিয়াই সম্মুখস্থ শৈলের নাতুচ্চ শাখুপ্রদেশে একটী আলোক দর্শন করিলেন। অত্যন্ত দুঃখের পর সুখপ্রাপ্তির স্থলে পণ্ডিতেরা অন্ধকারে দীপদর্শনের উপমা দিয়া থাকেন, সুতরাং এই অন্ধতমাবৃত্ত নিবৃত্তি অরণ্যমধ্যে তাদৃশ দীপালোকজন্য রঞ্জনের আত্মাদেয় সহিত আর কি দিয়া উপমা দেওয়া যাইবে? তিনি

ঐ দীপ-বহ্নিকে প্রথমতঃ দাবানল-শিখা মনে করিয়া-
 ছিলেন, পরে উহাকে সঞ্চারিণী দেখিয়া সে ভ্রম
 নিরাকৃত হইল। তখন মনে করিলেন, এস্থানে যখন
 আলোক দেখিতে পাইতেছি তখন ইহা অবশ্যই মনুষ্যা-
 বিষ্টিত, কিন্তু সেই মনুষ্য কিরূপ-স্বভাব হইবে বলা
 যায় না। যাহা হউক যদি মরিতেও হয় তথাপি
 সজ্জাতীরের মুখাবলোকন করিয়া মরিতে পাইব। এই
 ভাবিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্বক শৈলসন্নিধানে গমন
 করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন “পর্বতে কে আছ গো ?
 আমি এক জন মর্ক-সহায়-বিহীন পথিভ্রান্ত পথিক, এই
 অরণ্যমধ্যে স্থাপদমুখে প্রাণত্যাগ করি। যদি কেহ
 মনুষ্য থাক, তবে এই শরণাগত অনাথ অতিথিকে
 আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা কর।”

তঁাহার এই কথা শেষ হইতে না হইতেই দুই জন
 তাপসকুমার জুগল দুই কাষ্ঠখণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া এক
 সঙ্কীর্ণ বন্য দ্বারা মন্যধর হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং
 “আপনার ভয় নাই, আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন”
 এই বলিয়া তঁাহাকে মধ্যবর্তী করত সেই পথ দ্বারা
 পর্বতে আরোহণ করাইয়া আপনাদিগের কুটীর সমীপে
 পাশান-প্রাঞ্জে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর প্রথম

তাপসকুমার সন্নিহিত প্রস্তাবণ হইতে সূশীতল জল এবং
 দ্বিতীয় তাপসকুমার আশ্রমস্থ তরুণ হইতে নানাবিধ
 স্নানাদি ফল আনিয়া স্নানধুর সম্ভাবণে তাঁহাকে ভোজন
 করিবার অনুরোধ করিলেন । যজ্ঞন প্রথমতঃ সাতিশয়
 ক্ষুধার্ত্ত ও পিপসাতুর ছিলেন কিন্তু এক্ষণে এই অন্তর্ক-
 ণীয় অনস্তুাবনীর আতিথ্যলাভ দ্বারা তাঁহার সে-
 ক্বেশ দূরগত হইয়াছিল; তথাপি তাদৃশ আশ্রমদাতা-
 দিগের অনুরোধ লজ্জানে অনমণ হইয়া প্রস্তাবণে পদ-
 প্রক্ষালন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ফল আহার করিয়া জল পান
 করিলেন । তৎকালে তাঁহার ঘনে হইল, আজি আমার
 কি শুভ দিন ! প্রায় মানাবধি আমি মনুষ্যের স্বর শ্রবণ
 ও মনুষ্যের আকার দর্শন করি নাই এবং পরেও যে,
 তাহা কখন করিতে পাইব এরূপ সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু
 অদ্য এই পরমকারুণিক ভূপোদন যুবকদ্বয়ের আশ্রয়
 পাইয়া বোধ হইতেছে যেন আমি পুনর্বার জীবলোকে
 প্রবিষ্ট হইলাম । যাহা হউক ইঁহারা কে ? তপস্বীর
 এরূপ রূপ ত কখন দেখি নাই ! ইঁহারা স্বীয় রূপ-
 প্রভাবে এই অক্ষতনসাবৃত ভূধর যেন আলো করিয়া
 রহিয়াছেন । বোধ হয় যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় আনাকে
 বিপদযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার আশঙ্কিত চুহলে আন-

তীর্ণ হইয়াছেন । ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে
এত ব্যাকুল হইতেছে কেন ? দেখিতেছি ইঁহাদের উজ্জ-
য়েরই নবীন বয়স্, উজ্জয়েরই সর্ব শরীর স্থূল বন্ধল
দ্বারা আবৃত । ইঁহারা কি তপস্বরীই সম্ভান ? না কোন
অনির্বচনীয় কারণ বশতঃ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া
অজাত-শ্রদ্ধ-দশাতেই এইরূপ তাপসধর্ম অবলম্বন করি-
য়াছেন ? যাহা হউক জিজ্ঞাসা করিয়া ইঁহাদের সবি-
শেষ সূক্তান্ত জানিতে হইবে ।

তিনি স্মৃথাসীন হইয়া মনে মনে এইরূপ আন্দোলন
করিতেছেন এমন সময়ে প্রথম তাপসকুমার তাঁহার
প্রতি বহু ক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাতের ন্যায়
বোধ করত হৃদয়মধ্যে কি যেন চিন্তা করিতে লাগি-
লেন । দ্বিতীয় ঋষিযুবক সহচরের প্রতিপ্রায় বুদ্ধিতে
পারিয়া সমীপে উপবেশন পূর্বক মধুর বচনে সম্বোধিয়া
কহিলেন “মহাশয় ! অতিথির নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা
রীতি নাই । কিন্তু এ যে রূপ স্থান, এখানে কাহাকেও
এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখিলে অবশ্যই তাঁহার
সবিশেষ সূক্তান্ত জানিবার জন্য মনোমধ্যে অনিবার্য
কৌতুহল জন্মে । আকার দেখিয়া আপনাকে যেমন
কোন প্রধান বংশোদ্ভব মহাপুরুষ বোধ হইতেছে, সেই

রূপ অচিরে যে, কোন বিপৎসামরে যগ্ন হইয়াছিলেন তাহাও গোপিত থাকিতেছে না । আপনি কোন্ দেশে এবং কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ নাম অলঙ্কৃত করিয়াছেন ? কি নিমিত্ত বিদেশ-পর্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন ? কি প্রসঙ্গেই বা এই দীর্ঘারণ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ? যদি বলিবার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে তবে এই কয়েকটি কথা যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে আমরা পরম অনুগৃহীত হই ।" রঞ্জন এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন আমি যেমন ইহাঁদের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতুকী হইয়াছি, আমার বৃত্তান্ত জানিতেও ইহাঁদের সেইরূপ কৌতুহল দেখিতেছি । যাহা হউক এক্ষণে আত্মবিবরণ বর্ণন না করিয়া আর উহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না । এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে প্রথম তাপসকুমার সহচরকে সম্বোধন করিয়া দয়াদ্রুতিতে কহিলেন দেখে ! উহাঁর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমাদের যৎপরোনাস্তি কৌতুহল হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু অন্য উহাঁকে অতিশয় ক্লান্ত দেখিতেছি অতএব কেবল আগাদিগের কৌতু-

হল পুরণের জন্য আর উইকে কষ্ট দেওয়া উচিত
 হইতেছে না। অতএব আমার মতে অদ্য উনি বিশ্রাম
 করুন, কল্য প্রভাতে সকল কথা শ্রবণ করা যাইবে।
 তাঁহার যুক্তিযুক্ত এই বচন শ্রবণ করিয়া সকলেই
 সন্মত হইলেন এবং সকলেই এক এক শিলাতলে শয়ন
 করিয়া নিশাবসান করিলেন।

রোমাবর্তী ।



পঞ্চম উল্লেখ্য ।

রজনী প্রভাত হইলে সকলে গাত্ৰোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক এক এক শিলাস্তলে উপবেশন করিলে রজন তাপসদ্বয়কে স্বকৃত শ্রবণে সমুৎসুক দেখিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিভ্যাগ-পূর্বক কহিলেন ঈষি-কুমার ! আমি নিতান্ত হতভাগ্য, আমার জীবনবৃত্তান্ত কেবল ক্লেশময়; উহা শুনিয়া কিঞ্চিৎমাত্র সুখ মাই, তথাপি আপনাদের আজ্ঞা অবহেলন করিতে পারি না এই নিমিত্তই সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলাম শ্রবণ করুন ।

ভাগীরথীর তীরভাগে চম্পা নামে এক রমণীয় নগরী আছে । বীরশেখর নামক মহাপ্রভাব মহীপাল তথায় আধিপত্য করেন । মহাকুলপ্রসূত অশেষবিদ্যাশিষ্যরদ আমার পিতা বিশ্বদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য । রাজা

অমাত্যের প্রতি একরূপ বিশ্বস্তচিত্ত যে, সন্ধিবিশ্বহাদি সমুদায় রাজকর্মের তার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া স্বয়ং বিষয়বাননা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। পিতাও একরূপ বুদ্ধিমত্তা ও একরূপ নদ্বিবেচনা দ্বারা সমুদয় কার্য সম্পাদন করেন যে, তাঁহার কোন কার্যে কেহ কখন অনন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহারও রাজার ন্যায় প্রভুতা ও রাজার ন্যায় শত্রু হইয়া উঠে। অতএব ভূপাল আপনি যেরূপ বিষয় ভোগ করিতেন প্রিয় সচিবকে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন করিতে দিতেন না। পিতা ব্রহ্মচারীবশে গুরুগৃহে বাস করত সমুদায় বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যভাগে তাঁহার প্রথম পুত্ররূপে আমার জন্মগ্রহণ হয়। শুনিয়াছি রাজনন্দন জন্মিলে সমুদয় মগর যেরূপ উৎসবময় হয়, আমার জন্মদিবসেও তাহার কোন অংশে ন্যূনতা হয় নাই। আমি বর্ষমাত্রবয়স্ক হইলেই পিতা সর্বদাই আমাকে ফোড়ে লইয়া রাজনভায় গমন করিতেন। নরপতি প্রভৃতি আস্থান-গত সমুদয় লোকেই আমাকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। আমি তখন অলৌকিক রূপলাবণ্য ও নব নব বুদ্ধিচাতুর্য প্রকাশ দ্বারা

সকলের হৃদয়রঞ্জন করিতাম এই জন্য তাঁহারা আমাকে রঞ্জন বলিয়া ডাকিতেন । তদবধি রঞ্জনই আমার নাম হইয়াছে ।

এই রূপে আমি বালিকাদিগের পুস্তলিকার ন্যায় জুত্যবর্ণের ক্রোড়ে ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া পিতার মধ্যমাস্থলির অবলম্বন হইয়া এবং জননীর অঞ্চলের নিধি হইয়া চতুর্থ বৎসরে প্রবৃত্ত হইলাম, এমনত নম্নে অকস্মাৎ অকালজ্ঞ কাল আনিয়া জননীকে উদরসাৎ করিল । পরিবারের আবালা বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার শোকে শোকাকুল হইলেন । কিন্তু তখন আমার শোক অদ্ভুত-প্রকার । শুনিয়াছি, আমি জননীর মরণসময়ে কিছুই বৃত্তিতে পারি নাই । কিন্তু পশ্চাৎ নকলকেই বিষয় ও রোক্তদ্যমান দর্শনে একবার ইহার মুখ, একবার উহার মুখ তাকাইয়া বিহ্বলরূপে বেড়াইতে লাগিলাম এবং জননীকে না দেখিতে পাইয়া মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন আরম্ভ করিলাম । তখন সকলেই আমাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্যমনস্ক করিয়া দাস্তানা করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু আমাকে কি দিয়া দাস্তানা করিবেন ? আমি নরকদাঁড়ী জননীর অন্ত্রধানে একবার বহির্কীর্বাণীতে যাই,

একবার অন্তঃপুরে আসি, একবার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হই
কিন্তু কোথাও নেই স্নেহ-মোদর বদনমণ্ডল দর্শন
করিতে না পাইয়া পুনরবার কাঁদিয়া উঠি। জনক
মহাশয় তখন প্রিয়তমা জ্বারার শোক সংবরণ করিয়া
আমাকেই সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি
রজনীতে আমাকে কোড়ে কইয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু
নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই আমি সমুদায় শয্যায় জননীকে
হস্তাগ্রস্রণ করিতাম এবং পরিশেষে তাঁহার কোন
চিহ্ন না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতাম। আমি মধ্যে মধ্যে
পিতাকে রোদন করিতে দেখিলে “পিতঃ ! কান্দ কেন ?
কি হইয়াছে ?” এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অশ্রু-
প্রবাহ বিগুণিত করিয়া দিতাম। যাহা হউক, কাল
সকলই সহাইয়া দেয় ! ক্রমে আমি নেই জননীর মুখ-
স্বধাকরও বিস্মৃত হইতে লাগিলাম। কিন্তু তখন পিতাই
আমার সকল স্নেহের অবলম্বন, সকল পরামর্শের
জিজ্ঞাসাস্থান এবং সকল দুঃখের অভিযোগ-পাত্র হইয়া
উঠিলেন। তৎকালে আমাদের উভয়ের এইরূপ ভাব
দণ্ডায়মান হইল যে, আমি ক্ষণমাত্র তাঁহাকে না দেখিলে
থাকিতে পারি না এবং তিনিও মুহূর্ত্তমাত্র আমি নেত্রের
অন্তরাল হইলে বিহ্বল হইয়া পড়েন।

এইরূপে কিয়দিন অতীত হইল । পরিশেষে প্রতি-
বাসিগণেরা পিতাকে কিঞ্চিৎ বিগত-শোক দেখিয়া পুন-
র্বার দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল । তিনি
পূর্বপত্নীর গুণাবলীতে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন যে, পত্ন্যস্তর-
পরিগ্রহের কথা হইলেও প্রথমতঃ বিরক্ত হইয়া উঠি-
তেন । কিন্তু অনবরত তাঁহাদের নানারূপ প্রবর্তনা দ্বারা
ক্রমশঃ তাঁহার সে ভাব অপগত হইয়া বিবাহ করিতে
অভিলাষ জন্মিল এবং দ্বাদশবর্ষবয়স্কা এক সুরূপা
ব্রাহ্মণকন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন । বিমাতা গৃহে
আগমন করিলে প্রতিবাসিনীগণ “রঞ্জন ! তোমার
মা আসিয়াছে” বলিয়া আমাকে তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ
করিল । আমি তাহাদের কথায় বিশ্বস্ত হইয়া জননীর
মুখদর্শনাভিলাষে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম
কিন্তু নেই স্নেহময় মুখমণ্ডল আর কোথায় দেখিতে
পাইব ? যাহা হউক, আমি সকলের শিক্ষাদানানুসারে
ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া তাঁহাকেই মাতৃসম্বোধনে
আহ্বান করিতে লাগিলাম এবং তিনিও আমাকে পুত্রবৎ
স্নেহসঙ্কারে লালন পালন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ হইলে আমি উপাধ্যায়-
সঙ্গীপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম । আমার

মেধা সাতিশয় প্রথরা ছিল। উপাধ্যায় মহাশয় যাহা দুই এক বার বলিয়া দিতেন তাহা আর প্রায় ভুলিতাম না। সুতরাং অচিরকাল মধ্যেই বর্ণপরিচয় সমাপন করিয়া ব্যাকরণ সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যে সকল সম্ভবশস্ত্র বালকদিগের সহিত একত্র পাঠ্যরস্তু করিয়াছিলাম, বিদ্যাবিষয়ে তাহারা আমার বহু দূর পশ্চাদ্বর্তী হইয়া পড়িল, কেবল মাধব নামে এক ব্রাহ্মণকুমার প্রায় আমার ন্যায় বুদ্ধি-মেধা-সম্পন্ন হওয়াতে আমার সহাধ্যায়িক্রূপে চলিতে লাগিলেন। তন্মূলক সেই অবধিই তাঁহার সহিত আমার অকপট প্রণয় জন্মিল। তদবধি আমরা দুইজনে একত্রে অবস্থানাদি করিতে লাগিলাম যে, লোকে আমাদেরকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ বা অশ্বিনীকুমার দ্বারা উপমা দিতে লাগিল। যাহা হউক উপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা অপৰ্ব্যাপ্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া নগরের সর্বত্রই আমাদের যশোঘোষণা আরম্ভ করিলেন; তদনুসারে সর্ব সমাজেই আমরা রত্নযুগল বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলাম। জনক মহাশয় যখন যখন আমার এই সুখ্যাতিবাদ শ্রবণ করিতেন, তখনই তাঁহার আশ্রয়-দেয় আর সীমা থাকিত না। কিন্তু সংযোজিত প্রস্তর

কত কাল দৃঢ়বদ্ধ থাকে ? বিমাতা এত দিন আমার প্রতি
পুত্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে আমার এই
সকল খ্যাতিবাদ শ্রবণে ক্রমশঃ ক্রেশামুভব করিতে
লাগিলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঈর্ষ্যা ও বর্জিত
হইতে লাগিল। যাহাতে তাঁহার সন্তোষ জন্মে আমি
সর্বদাই সেইরূপ কার্য্য করিতাম, কিন্তু তিনি আমার
সকল কার্য্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।
আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট ভোজ্য প্রার্থনা করিলে
তিনি বিরক্ত হইয়া বিরস-বদনে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া
আমাকে নিকট হইতে বিদায় করিতে আরম্ভ করিলেন।
এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তখন বোধ হইল যে, আমার
জননী নাই। জননী ব্যতিরেকে কে প্রফুল্ল-মুখে পুত্রের
প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকে ? কে বা পুত্রের ক্ষুধা তৃষ্ণা
বুঝিয়া ভোজ্য পানীয় প্রদান করিতে পারে ?

যাহা হউক, এই রূপে কিছু কাল অতীত হইলে পর
বিমাতার একটী পুত্র জন্মিল। পিতা তাহার নাম
ললিত রাখিলেন। আমি ললিতকে সাতিশয় ভাল
বাদিতাম, সর্বদা তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করি-
তাম এবং সর্বদা তাহাকে কোড়ে লইয়া বেড়াইতাম।
কিন্তু অত্যাদম্ভ দ্বারা পাছে ললিত আমার প্রতি

সান্ত্বরাগ হয় এই ভয়ে মাতা তাহা দেখিতে পারিতেন না । আমি তাহাকে ক্রোড়ে লইলেই তিনি বিরক্ত হইতেন এবং তাহার অনিষ্ট সম্ভাবনা করিতেন । একদা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নৃত্য করাইতে করাইতে হঠাৎ সে আমার হস্তস্থলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল । মাতা ইহা দেখিবামাত্র “সপন্নীহৃত রঞ্জন ঈর্ষ্যা প্রযুক্ত আমার পুত্রকে হত্যা করিল ” এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন । তাঁহার রোদন ধ্বনিতে প্রতিবেশিগণ সমস্ত্রমে আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রতি নানারূপ দোষারোপ পূর্বক উপস্থিত ব্যাপার অবগত করাইলেন, কিন্তু নকলেই আমার চরিত্র অবগত ছিলেন এবং ভূমি-পতিত হওয়াতেও ললিতের কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন । তদবধি মাতা গুচদ্বৈষ পরিত্যাগ পূর্বক প্রকাশ্যভাবেই আমার প্রতি বৈরিতা-চরণে প্রবৃত্ত হইলেন । অতঃপর আমি মা বলিয়া ডাকিলে আর তিনি উত্তর দিতেন না । আমি সম্মুখে গমন করিলে বিবৃন্ত-মুখ হইয়া বসিতেন এবং রঞ্জনের মা বলিয়া কেহ তাঁহাকে সম্বোধন করিলে ক্রোধে জ্বলিয়া

হাইতেন । পিতা বিবাহ করিয়া অবধি পাছে ভাৰ্য্যার পরামর্শে আমি তাঁহার পর হইয়া যাই, দৰ্শনা এই শঙ্কা করিতেন । তিনি মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রঞ্জন কখনও জননীকে স্মরণ করিয়া যাহাতে দুঃখানুভব না করে দত্ত নেই চেষ্টা করিব, রঞ্জনের চক্ষুর জল কখনও দেখিতে পারিব না, এবং উহার বিকৃত্তে কেহ কোন কথা কহিলে তাহাতে কণপাত করা দূরে থাকুক ভৎসনা করিয়া অপবাদকে দুরীকৃত করিব । কিন্তু নপন্নীহৃতের প্রতি বৃদ্ধ পতির বিরাগোৎপাদন করা যুবতী পত্নীর কত কাল অসাধ্য থাকে ? পিতা প্রথমতঃ স্বীয় ভাৰ্য্যামুখে আমার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে সাতিশয় অনন্তুষ্ট হইতেন, এবং তন্মূলক কলহ করিয়া দুই চারি দিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না । কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেরূপ ভাব অপগত হওয়াতে পরিশেষে প্রেয়সীর পক্ষই অবলম্বন করিলেন । তিনি যদিও আন্তরিক স্নেহবশতঃ আমার প্রতি সমধিক রূক্ষ ভাব প্রদর্শন করিতে পারিতেন না কিন্তু বিমাতা আমার প্রতি কৰ্কশ ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়াও তাহাতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন । প্রকৃষ্ট স্নেহের অপমাত্রাও স্থলন হইলে কি সহ্য করা যায় ?

পিতার এই স্বপ্নমাত্র ভাবান্তর দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত বিরাগ উপস্থিত হইল, তখন মনে করিলাম আমি কি হতভাগ্য ! জননী কি পদার্থ জ্ঞানিতে না জ্ঞানিতেই তাঁহাকে হারাইলাম । যে পিতাকে অবলম্বন করিয়া সমুদয় শোক বিস্মৃত হইয়াছিলাম এক্ষণে তিনিও এরূপ বিরূপ হইলেন । আর কাহার নিকট দুঃখ নিবেদন করি ? আর আমার বাঁচিয়াই বা কল কি ? যাহা হউক আমার এইরূপ মনোবেদনা যার তার সমীপে প্রকাশ করিতাম না, কেবল পূর্বোক্ত প্রিয়স্বহৃৎ মাধবের নিকটে মধ্য মধ্য দুঃখের দ্বার উদঘাটন করিতাম । আমার দুঃখের কথা শুনিবার সময়ে স্নহ-দের বক্ষঃস্থল নেত্রজলে ভানিয়া যাইত । তিনি আমাকে দাস্তানা করিবার নিমিত্ত কতই চেষ্টা করিতেন কিন্তু কি বলিয়া দাস্তানা করিবেন তাহার কিছু না পাইয়া বিষাদ-মাগরে নিমগ্ন হইতেন ।

এই সময়ে আমার উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল এবং আমি যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়াছিলাম । পিতার আন্তরিক অভিলাষ ছিল যে, আমার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূমুখ দর্শন করেন কিন্তু পত্নীর ভয়ে তাহা প্রায় প্রকাশই করিতে পারিতেন না । অনন্তর মাতা, যখন

আপন স্বামীর ঐ অভিলাষ অবগত হইলেন তখন তাঁহার
 দীর্ঘ্যানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । তদবধি তিনি
 বিধিমতে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।
 কি আশ্চর্য্য ! আমি চিরকাল জননীর ন্যায়ই তাঁহার
 প্রতি ব্যবহার করিয়াছি, দানের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা
 প্রতিপালন করিয়াছি এবং সহোদরের ন্যায় তাঁহার
 পুত্রটীকে লালন পালন করিয়াছি, তথাপি কি জন্য যে,
 আমার প্রতি তাঁহার এরূপ দ্বেষভাব জন্মিল, তাহা এই
 অদ্ভুত বিশ্বসৃষ্টির বিধাতা বিধাতাই জানেন । যাহা হউক
 আমার বিবাহের কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে
 এক দিন আমি কার্য্যান্তরে গমন করাতে পিতা অগ্রে
 ভোজন করিয়া রাজভবনে গমন করিলে পর আমি বাটী
 আনিয়া ভোজন করিতে বসিলাম । আমার অর্দ্ধাশন
 হইয়াছে এমত সময়ে মাতা এক পাত্র দুগ্ধ আনয়ন
 পূর্ব্বক সাদরসস্তাষণে উহা পান করিবার নিমিত্ত
 আমাকে অনুরোধ করিলেন । তাঁহার অভিলাষ ছিল
 যে, নস্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াই আমাকে উহা পান করান
 কিন্তু আশু-নগাধেয় কোন কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়াতে
 কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে তথা হইতে যাইতে
 হইল । আমি তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া নিশ্বাসাপন্ন

হটলেন। ভাবিলাম এ কি ! বিধাতা আমার প্রতি কি
 কন্য। এত সদয় হইলেন ? বোধ হয় মাতা আমার
 অনেক প্রতিকূলতা করিয়াও কোন রূপে আপনার প্রতি
 আমার চিত্ত-বিকার জন্মাইতে পারিলেন না দেখিয়া
 সজ্জিত হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত এইরূপ স্নেহপ্রকাশ
 দ্বারা পূর্ব-ভাব অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।
 আমি অন্যান্যক হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমত
 সময়ে আমার সেই বিনামূল্য ললিত দেই স্থানে
 আসিয়া দেই দুগ্ধ পান করিবার অভিলাষ করিল।
 আমি তাহাকে আদর পূর্বক আক্ষে স্থাপন করিয়া
 দেই দুগ্ধ নিঃশেষে পান করাইলাম ; কিন্তু পান
 করিবামাত্র সে বিচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ
 করিল। আমি ইতি-কর্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া মাতাকে
 আজ্ঞান করিবার উপক্রম করিতেছি এমত সময়ে তিনি
 দেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেই ব্যাপার অব-
 লোকন করিয়া “রঞ্জন আমার পুত্রহত্যা করিল” বলিয়া
 চীৎকার পূর্বক শিরে করাঘাত করত ভূমিতে লুপ্তন
 করিতে লাগিলেন। তখন আমি বুঝিলাম মাতা এই
 গরল পান করাইয়া আমাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা
 করিয়াছিলেন কিন্তু পরের অনিষ্ট করিতে গেলেই

অগ্রে আপনার অনিষ্টে হয় ; ঈশ্বরের কৌশলে ইঁহায় স্ব-নিষ্কিপ্ত শর নিজ হৃদয়ই বিদীর্ণ করিল । যাহা হউক অতঃপর আমার এস্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ । এই ভাবিয়া নেই উচ্ছিষ্ট-হস্তেই দ্রুতবেগে বন্ধুর আবাদে গমন করিলাম এবং তাঁহাকে পূর্বাপর সমস্ত অবগত করাইয়া কহিলাম সখে ! হতভাগিনী যে ব্যাপার ঘটাইয়াছে ইহাতে লোকে আমার চরিত্র স বিশেষ অকণত থাকিলেও শঙ্কা করিতে পারে ! প্রকৃত বিষয় সকলের হৃদয়ঙ্গম করান কঠিন কর্ম । বিশেষতঃ পিতা এই বিষয় অবগত হইয়া পুত্রশোকে বিহ্বল হইবেন সুতরাং তত্ত্বাবধারণে অনর্থক হইয়া অবশ্যই আমার দোষ সম্ভাবনা করিয়া একবারে স্নেহশূন্য হইবেন, অতএব এক্ষণ লোকাবগীত সুখ-লেশ-শূন্য সংসারে আর ক্ষণকাল থাকিব না ; নয়নদ্বয় যে দিকে পথ প্রদর্শন করে সেই দিকেই গমন করিব । সখে ! তোমার সহাবস্থান-সুখ আমার ফুরাইল, আইন একবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া জন্মের মত বিদায় হই ! দেখিও, পিতা রহিলেন ; তিনি আমার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইলে এক এক বার নিকটে যাওয়া মান্ত্য না করিয়া আসিও ।

এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার

প্রত্যুত্তির অপেক্ষা না করিয়াই কঁাদিতে কঁাদিতে নগরী হইতে বহির্গত হইলাম। সরিৎস্রোতঃ বেগে প্রবহমান হইলে তদাৰূঢ় কাষ্ঠখণ্ড কি স্থির থাকিতে পারে? বন্ধুও আমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্রুজল বিসর্জজন করিতে করিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পাছে নগরীর কেহ আসিয়া আমার গমনের প্রতিবন্ধকতা করে এই ভয়ে আমি উৰ্দ্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতেছিলাম। স্ততরাং স্ততঃ আমাকে অনেকক্ষণ ধরিতে পারেন নাই। পরিশেষে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক স্থানে উভয়ে মিলিত হইলাম। তখন বন্ধু নানারূপ প্রবোধবচনে পুনর্বার নগরী প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু আমার মন এত রুদ্ধ হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম না। পরিশেষে তিনিও ভূয়ো ভূয়ঃ অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার চিরদুঃখের সহচর হইবার জন্য অনুরোধে কৃতসংকপ্ত হইলেন। ভালই! এতাদৃশ প্রিয়-সুহৃদেব সংসর্গ কে পরিহার করিতে বাধনা করে? অনন্তর দুই জনেই পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ক্রমশঃ চলিতে লাগিলাম। কিয়দূর গমন করিয়া রজনী উপস্থিত হইলে এক গৃহস্থের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ পূর্বক

অবস্থান করিলাম । পরদিন প্রত্যুবে গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম । এইরূপে গ্রাম হইতে গ্রাম, নগর হইতে নগর এবং নদী হইতে নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে বিংশতি দিবনের পর পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইলাম । সেই নগরের শোভাদি-সন্দর্শন করিবীর অভিলাষে এক ব্রাহ্মণভবনে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক কতিপয় দিবস অবস্থান করিতে লাগিলাম ।

পাটলিপুত্রে প্রবয়াঃ নামে এক পরম ধার্মিক সুবিচারক গুণগ্রাহী মহীপাল আছেন । নগরবাসীদিগের প্রমুখ্যৎ অহরহঃ তাঁহার নানাবিধ গুণকীর্তন শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎকারবাগ্‌দায় আমরা দুই বন্ধুতে উপর্যুপরি দুই দিবস রাজদণ্ডায় গমন করিলাম । তৃতীয় দিবসে আমাদের প্রতি মহারাজের দৃষ্টিপাত হইল । তিনি আমাদের দেখিবামাত্র সমীপে আহ্বান করিয়া নাম ধাম জাতি ব্যবসায়াদি সমুদয়ের পরিচয় লইলেন । তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রত্যহই আমরা রাজদণ্ডাতে গমন করিতে লাগিলাম । ক্রমে আমাদের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা সুবিশেষ প্রকাশিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আমাদের দুই জনকেই দুই সদন্য-পদে বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন । আমরাও তাবিসাম

কহিল, রঞ্জম ! তুমি অতি নিকোঁধ পুরুষ ! তোমার এই নবযৌবন ও এই সৌন্দর্য্যরাশি কি বিবেচনায় অনর্থক ক্ষয়িত করিতেছ ? এতাদৃশ অনামান্য রূপ-লাবণ্যবতী যুবতী রাজ-মহিষী তোমার রূপের একরূপ পক্ষপাতিনী হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ? এবং তজ্জন্য আপনার সৌভাগ্য মানিতেছ না ? হায় ! তাহারা কি হতভাগা, যাহারা নামমাত্রাবস্থিত অলীক পরলোকের ভয় করিয়া সংসারসারভূত বিষয়-ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তুমি যদি রাজ্যের শঙ্কা করিয়া থাক, তাহা করিবার আবশ্যিকতা নাই, কারণ রাজ্য আমার প্রতি একরূপ বিশ্বস্ত ও একরূপ মুগ্ধ যে, কখনই তিনি আমাকে অন্যবিধা অনুমান করিতে পারিবেন না। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার ন্যায় রূপবতী যুবতী অঙ্গনা কি কখনও তাদৃশ স্থবির পতিতে বদ্ধভাবা হইয়া থাকিতে পারে ? আমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া অপৰ্য্যন্ত কখনও পরপুরুষের প্রতি সানুরাগ নয়নপাত করি নাই কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে সুতরাং দর্শনাবধি তোমার হস্তে মনঃ প্রাণ দেহ সমুদয় নমস্করণ করিয়াছি ; এক্ষণে তোমার যাহা কর্তব্য হয় কর, আর আমি অধিক কি বলিব।

আমি তাহার এইরূপ শাপাসক্তি ও এইরূপ নির্মলজ্ঞতা দর্শন করিয়া একবারে যেন বজ্রাহত হইলাম, ভয়ে আমার নরকশরীর কাঁপিতে লাগিল, ভাবিলাম একশ পাপীয়সী নারী ত কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই। উদার-স্বভাব নরপাল তুষ্ণিতালতাজমে এই বিষবল্লরীকে হৃদয়োদ্যানে স্থানদান করিয়াছেন। যাহা হউক অন্তর আমি কৃতাজ্জলি হইয়া বিনীতবচনে কহিলাম রাজ-মহিষি! আপনি কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? রাজ্য প্রজাব্যাপারের পিতাম্বরূপ সূত্রাৎ আপনি জননী-স্বরূপা, বিশেষতঃ মহারাজ আমার প্রতি দেক্ষণ বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করেন তাহা আপনি অনবগত নহেন। আমি কি নেই বাৎসল্যের এই রূপে প্রতিদান করিব? আপনি কি জীর্ণশ্ম কখনও শ্রবণ করেন নাই? বৃদ্ধ হউক, কুরূপ হউক, রোগী হউক, জড় হউক, ভর্ত্তাই জীজ্ঞাতির পরমারাধ্য ও পরম গুরু। যে নারী স্বামীকে অশ্রদ্ধা করিয়া অন্য পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, নরকেও কি তাহার স্থান হয়? জগদীশ্বর মনুষ্যজাতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা তাহাদের স্বাভোগের স্থান নহে। যে মানব দক্ষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে সেইটাই চরমে অনন্ত-

কাজ পরমশ্রম ভোগ করিতে পারা কিন্তু যে নরাদর্শ
 জন্মাত্র স্বাধী ঐহিক মুখে বিমুক্ত হইয়া অনন্তকালের
 নিমিত্ত দেই অবিনশ্বর হৃৎকান্ডে বঞ্চিত হয় তাহার ন্যায়
 হতভাগ্য আর কে আছে? আপনি ধর্ম্মসংস্থাপয়িত্রী
 রাজমহিষী; আপনি এক্রপ অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিলে
 সংসারের কি গতি হইবে? প্রজারা ধর্ম্মবিষয়ে রাজার
 ও রাজপরিবারেরই অনেক অনুকরণ করিয়া থাকে,
 কিন্তু দেই অনুকার্য্য পদার্থ এক্রপ কলুষিত হইলে অনু-
 কারকেরা যে, কিরূপ মলিনাশয় হইবে তাহা আপনিই
 চিন্তা করিয়া দেখুন। বিশেষতঃ আপনিই কহিতেছেন
 যে, মহারাজ আপনার উপর অপরিয়াণ্ড বিশ্বাস করিয়া
 থাকেন কিন্তু দেই বিশ্বাসতরুর কি এই বিঘনর
 কল উৎপন্ন হইবে? পৃথিবী সর্ব্বসংহা হইয়াও কি
 বিশ্বাসঘাতকের ভর সহিতে পারেন? অতএব দেবি!
 এ কুপ্রবৃত্তিকে আর মনোমধ্যে স্থান দিবেন না।
 এক্ষণে অবিচলিতভক্তিসহকারে ভর্ত্তার সেবা করুন,
 শাস্ত্রোদিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন এবং পুত্রভাবে
 প্রজাদিগের প্রতিপালন করুন; দেইই আপনার পরম
 ধর্ম্ম এবং দেইই আপনার পরম কর্ম্ম।

আনি এই কথা বলিয়া স্বাক্ষর প্রত্যক্ষির অপেক্ষা

না করিয়াই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলাম । ভাবিলাম
 হয়ত এই তিরস্কারগর্ভক উপদেশেই দ্বারীর চৈতন্য-
 দ্বয় হইবে কিন্তু নিয়গা কি কখন উর্দ্ধপথে গমন
 করিতে পারে ? নেই নীচাশয়া তাদৃশ ভৎসনাত্তেও
 আপনার অসদধ্যবনায় পরিত্যাগ করিল না, জ্বষণ
 পাইলেই প্রলোভন দ্বারা আমাকে পাশ-পক্ষে নিয়গ
 করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । অহো ! পর্যাভিলাষিনী
 পত্নী পতির নাক্ষাৎ কৃতান্ত ! সে আমাকে এক দিন
 বিজ্ঞানে পাইয়া একুণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল যে, যদি
 আমি তাহার মনোরথ সম্পাদনে বিমুখ না হই তবে
 সে রাজ্যকে বিনষ্ট করিয়া আমাকে রাজ্যেশ্বর করিতে
 প্রস্তুত আছে । আমি তাহার এই অনাকর্ষনীয় নৃশংস
 অভিলাষ অবগত হইয়া সাতিশয় কুপিত হইলাম এবং
 ক্রুদ্ধকূটী বন্ধন পূর্বক তিরস্কার করিয়া কহিলাম আঃ
 গাপীয়সি ! ছুষ্ট রাক্ষসি ! তোর অনাধ্য কর্ম কি
 আছে ? তুই অকিঞ্চিৎকর বিষয়বাসনা চরিতার্থ করি-
 বার নিমিত্ত পতিহত্যারও ভয় করিস না ? তোর
 মুখাবলম্বন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । তুই
 আমাকে নৌন্দর্য্যে বিলোভিত করিবি কি ? তোকে
 দেখিলে আমার মৃণা হয় । অহো ! উদার-চিত্ত মহী-

পাল ভাবিয়াবোধে কালসপীকে গৃহে পুষিয়াছেন। আমি
 অদ্য তোমার সমুদয় গর্ব খর্ব করিব, অদ্য মহারাজকে
 বলিয়া তোকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিব এবং অদ্য
 মহারাজের পলায়নোন্মুখী রাজলক্ষ্মীকে চিরস্থায়িনী
 করিব। আমি মহারোষ-সহকারে এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন
 করিলে পর সেই দুষ্চারিণী ত্বরিত-পদে আমার নেক্সা-
 স্তিক হইতে অপসূতা হইল। তখন আমি ভাবিলাম,
 আমি এ দেশের অচিরাগত আগন্তুক। আমার কথায়
 নরপাল যে, বিশ্বস্ত পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইবেন তাহার
 সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। হয়ত আমি বলিতে গেলে
 বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ মহারাজ আমার
 প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করেন, আমি কিরূপে তাঁহাকে এত-
 দূর অপ্রিয় শ্রবণ করাইব। আর কি রূপেই বা জানিয়া
 শুনিয়া এতাদৃশী কালভুজঙ্গমীর গ্রাস হইতে তাঁহার
 পরিত্রাণের উপায় চেষ্টা না করিব? আমি এইরূপ
 ভাবিতে ভাবিতে মন্দ-মন্দ-গমনে রাজ্য বাটী হইতে
 বহির্গত হইয়া আশানুভবনে গমন পূর্বক উপবিষ্ট হই-
 য়াছি এমন সময়ে দেখি যে, দুই জন রক্ষি-পুরুষ আমার
 সেই প্রিয় মিত্র মাপবকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আমি-
 ভেদে এবং কৃতান্তম ভীমাকার অপর দুই জন পাশ্চাত্য

ক্রান্তবেগে আমার দিকে আগমন করিতেছে। আমি মসনদে গাজোথান করিয়া এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সেই পুরুষ-ভাষী পুরুষদ্বয় আমাকে পাশবদ্ধ করিল এবং অবিলম্বেই আমাদের দুই জনকে এক কারাগারে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিল।

• তখন আমরা কি বিষম বিপদে পড়িলাম ! বহু এই দুরবস্থাঘটনের কোন কারণ অবগত ছিলেন না সুতরাং তিনি আকস্মিক বক্রপাতদর্শ এই ভয়ঙ্কর অবস্থাতে পতিত হইয়া বিহ্বলপ্রায় হইলেন কিন্তু আমি তাঁহাকে সুস্থ করিবার অভিলাষে কহিলাম দেখে ! জগদীশ্বর মনুষ্যের অবস্থাকে চক্রনেমির ন্যায় কখন উন্নত কখন বা অধোমুখ করিয়া থাকেন। আমরা সম্রাস্তকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিয়ৎ কাল পরম সুখেই অতিবাহন করিয়াছি। অনন্তর বিমাতার প্রতিকূলতাবশতঃ কিছুদিন যৎপরোনাস্তি কষ্টও ভোগ করিয়াছি। পরে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া এতাবৎ কাল সুখ ভোগ করিমান, এক্ষণে তাঁহারই ইচ্ছায় আবার একরূপ দুঃখ-দাগরে পতিত হইতে হইয়াছে, যদি তাঁহার প্রতি আমাদের অবিশল্য ভক্তি থাকে তবে অবশ্যই আমরা এই বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্বার সুখ-

মুখ দর্শন করিতে পারিব সম্ভব নাই। সখে! তুমি ইহার পূর্বাপর কিছুই অবগত নহ; প্রভুর গৃহরক্ষা আমি একরূপ গোপনে রাখিয়া ছিলাম যে, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার নিকটেও কিছুমাত্র ব্যক্ত করি নাই, এক্ষণে শ্রবণ কর; এই বলিয়া মহিষী-গত সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইয়া কহিলাম মিত্র! স্ত্রীজাতির নৌদর্য্যের প্রতি অনাদর করিলে তাহারা যেরূপ অবমাননা বোধ করে অন্য কিছুতেই সেরূপ করে না। মহিষী অতিশয় রূপ-গর্ব্বিতা; আমি আজি বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা তাহার সেই রূপের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া-ছিলাম, বোধ হয় তাহাতেই সে কুপিতা হইয়া মহা-রাজের নিকট আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া থাকিবে। স্ববিরের তরুণী পত্নী প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা; হতরাং তিনিও তাহার অমৃতচ্ছাদিত গরলময় বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথ্যানুষ্ঠান না করিয়াই আমার প্রতি একরূপ নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করিয়াছেন। তুমি আমার অভিন্ন-হৃদয় লুপ্ত এই জন্যই বোধ হয় তোমাকেও এই বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে! যাহা হউক এক্ষণে পৈর্য্যাব-লম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সম্প্রতি ইহাই বিঘাতাব-পন্ন অলুপ্ত বলিতে হইবে যে, তিনি আমাদিগকে

একশত দিনে পাপিত্ত করিয়াও পৃথক স্থানে অবস্থাপিত করেন নাই। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন দ্বারা সে দিবস অতিবাহিত হইল।

দুই লোকে কোন প্রকারেই স্বার্থ ত্যাগ করিতে চাহে না। পরদিন প্রভাতে রাজা এক অনুচরী দ্বারা বলিয়া পাঠাইল “রঞ্জন! তুমি যাহার ভয়ে ও যাহার মুখাপেক্ষা করিয়া আমার আজ্ঞা অবহেলন করিয়াছিলে, এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, আমি তোমার উপর তাহারই কোপোৎপাদন করিয়াছি এবং গনে করিলে তাহারই দ্বারা তোমার জীবন নাশ করিতে পারি, অতএব এখনও যদি দুর্মতি পরিত্যাগ কর তাহা হইলেও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি”। আমি এই দূতীবাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলাম না, কিন্তু আমি তাহাতে যে অত্যন্ত অনন্ত হইয়াছিলাম বোধ হয় আমার অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক সেই অবধি আমি আরও ভীত হইলাম, কারণ দুষ্চারিণীর অসাধ্য কি আছে? নে যে কপট প্রবন্ধে আমাদের প্রাণবিনাশ করাইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক সেই সময় অবধি তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবার বহুবিধ চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম কিন্তু কোন

দিন অতীত হইল মুক্তিলাভের কোন উপায়ই উদ্ভাষন করিতে পারিলাম না।

পাপকথা কদিন ছাপা থাকে? মহিমীর সেই কুৎসিত আচরণের বিষয় ক্রমে দুই এক জন করিয়া নগরীর অনেক লোকেই অবগত হইল। অথন্ এক দিন কারারক্ষী আমাদিগের নিকট আনিয়া বিনয়বচনে কহিল “মহাশয়! আপনারা পরম ধার্মিক নাধুর্লীল মহাত্মা; রাণীর দুষ্টভায় নিরপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, বোধ হয় অল্প কালের মধ্যেই মহারাজও প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া দুষ্চারিণীর কর্মানুরূপ ফল প্রদান করিবেন এবং আপনাদিগকেও মুক্ত করিয়া গৌরব সহকারে পুনর্বার স্বপদস্থ করিবেন সন্দেহ নাই। সুতরাং এক্ষণে আপনাদিগকে যত্ননা-চ্যুত করিয়া সুখে রাখিতে পারিলে আপনারও অভ্যুদয়ের আশা থাকে কিন্তু ইতি মধ্যেই রাণী পাছে স্বাপবাদ-বিলোপ বামনায় আপনাদের কোন অনিষ্টোৎপাদন করেন সেই ভয়ে রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যাহা হউক এক্ষণে যদি আপনারা এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একবারে পলায়ন করিতে পারেন তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া

দিই।” আমরা সেই মহাপুরুষের অনাকাঙ্ক্ষিত এই
অনুগ্রহবার্তা শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞতারসে একেবারে আর্দ্র
হইলাম এবং নানাবিধ স্তুতি বিনতি সহকারে তদগোঁই
তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলাম। তিনিও তখনই
আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া, অজ্ঞানবশতঃ বিনাপ-
রাধে এতাবৎকাল আমাদিগকে যে কষ্ট দিয়াছিলেন
তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমরা হর্ষাশ্রনয়নে
ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে বন্দনা করিয়া গোপন ভাবে নগর
হইতে বহির্গত হইলাম। পূর্বসঞ্চিত কিঞ্চিৎ অর্থ
আমাদের ছিল, তাহাও লইলাম এবং অর্থসঙ্কে
শারীরিক কষ্ট স্বীকার করা অবিধেয় বোধ করিয়া যান-
যোগে কোন পুণ্যতীর্থ গমনে সমুৎসুক হইলাম। প্রথমেই
কৈলাসনাথ দর্শনে আমার অত্যন্ত বাঞ্ছা হইল।
সুতরাং ভাগীরথীতে এক তরণিগ্রহণপূর্বক পূর্বাভি-
মুখে গমন করত কৌশিকী সরিতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ
উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। অনন্তর কত
দেশ কত নদী কত বন কত পর্বত অতিক্রম করিলাম
তাহার সংখ্যা করা যায় না। পরিশেষে এক দিন
ময়ূরাজীনাথী রমণীয় নগরীসমীপে উত্তীর্ণ হইলাম।

ময়ূরাজী-প্রবেশই আমার কাল হইয়া উঠিল! এই

বলিয়া রঞ্জন, মমুরাজীতে বন্ধুসহিত ইন্দ্রজাল জড়ীড়া-
 দর্শনার্থ গমন, তদবসরে অজ্ঞাত-নাম-ধাম রমণীর
 দর্শন, তৎপ্রতি আপনার আকস্মিক অনুরাগ সঞ্চার,
 তদপ্রাপ্তিবোধে বিরহ যন্ত্রণা, মাধবকর্তৃক প্রবোধন,
 নৌকা পরাবর্জিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিয়দূর গমন,
 মাধবের মমুরাজী উদ্দেশে যাত্রা, তাহার পুনরাগমনের
 অপেক্ষা না করিয়াই আপনার তদ্দিশাভিমুখে গমন,
 দীর্ঘারণ্য-প্রবেশ, তথায় ব্যাঘ্রমুখে পতন, ভুজঙ্গম গ্রান
 হইতে বিমুক্তি এবং পরিশেষে সেই পর্বতের পর্য্যন্ত-
 দেশে আগমন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন
 করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন তাপস-
 কুমার! আমার জীবনবৃত্ত সমুদয় অবগত হইলে।
 জগদীশ্বর কেবল দুঃখানুভব করাইবার নিমিত্তই আমাতে
 ঠৈতন্য প্রদান করিয়াছিলেন। হায়! আমি যেরূপ বিপদ্
 হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের আশ্রয় পাইয়াছি, বন্ধু,
 বোধ হয় তাদৃশ কোন বিপদে পড়িয়া কোন প্রাস্তর-
 নধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! হায়! আমি কি মূঢ়-
 চেতাঃ! আমি মৃণ্ময় কলসের বালুকা-রন্ধু-পিধানের
 নিমিত্ত দক্ষিণাবর্ত শঙ্কাকে চূর্ণ করিলাম! আমি এক
 কামিনীর লাভাশয়ে তাদৃশ মিত্রবরকে বিবর্জিত দিলাম?

হায় ! নেরূপ সম-দুঃখ-সুখ স্নেহ আর আমি কোথায় পাইব ? আমি এক কামিনীরূপ মৃগভৃষিকায় মুগ্ধ হইয়া আপনিও মরিলাম বন্ধুকেও বধ করিলাম ! তপোধনকুমার ! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে যে, আমি যাহার অনুরাগে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি সেই পাষণ-হৃদয়া এ বিষয়ের বার্তা না শুনিও অবগত নহে ।

রঞ্জন এই বলিয়া পূর্বদুঃখ সকল যুগপৎ হৃদয়-মধ্যে সমুদিত হওয়াতে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন । তাঁহার বক্ষঃস্থল অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল । তপোধনকুমারেরা চিত্রলিখিতের ন্যায় এই রূপান্তর জ্ঞাপন করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও নয়ন হইতে অবিচ্ছিন্ন বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতেছিল । রঞ্জনের দুঃখবর্ণনা সমাপ্ত হইবার সময়ে প্রথম তপসকুমার শোকে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সহচর জলপ্রদানাদি দ্বারা তাঁহার মোহাপনয়ন করিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন দেখে ! তপঃনিকির উপক্রম সময়ে তপস্বীর মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে । অনন্তর তিনি কোন অনির্বচনীয় হর্ষোদয়হেতু জড়ীভূত হস্তে জল দ্বারা রঞ্জনের মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া বাষ্পাদেশদ্বরে কহিলেন মদ্যভাগ !

একরূপ ধার্মিক পুরুষের মনোরথ কখন বিফল হয় না, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি অবশ্যই আপনার অভীষ্ট লাভ হইবে। আপনি যে ললনার প্রতি মাতিলাষ হইয়াছেন তিনি কে? তাঁহার নাম কি? এবং তিনি এক্ষণে কোথায় বা কিরূপ অবস্থায় আছেন, প্রনিধান দ্বারা তৎসমুদয় অবগত হইয়া আমি আপনাকে কহিতে পারি, কিন্তু অদ্য অধিক বেলা হইয়াছে সে কথাও অধিক এবং আপনাকেও অত্যন্ত কাতর দেখিতেছি অতএব এক্ষণে আহালাদি করুন, ভোজনান্তে আপনাকে সমস্ত অবগত করাইয়া যাহাতে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হয় তাহার উপায় করিয়া দিব। অনন্তর দিবসব্যাপার সমাধানের নিমিত্ত কথোপকথন ভঙ্গ করিয়া সকলে গাত্ৰোত্থান করিলেন।

রোমাবতী ।



ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস ।

মধ্যাহ্ন ব্যাপার সমাপিত হইলে পর রঞ্জন প্রিয়তমার সংবাদ শ্রবণাভিলাষে সান্তিশয় সমুৎসুক হইলেন । ঋষিছয়ের বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত পূর্বের তাঁহার কৌতুহল জন্মিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে সে কৌতুক অপগত হইল । ঋষিকুমারমুখে বল্লভার বার্তা শ্রবণের পূর্বের তাঁহার এক এক মুহূর্ত্ত এক এক দিনের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল । তিনি এক শিলাতলে উপবেশন করিয়া তাপস-ছয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন । এই সময়ে প্রথম মুনিতনয় রঞ্জনের নেত্রপথ হইতে অপসৃত হইয়া কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বসিলেন ; দ্বিতীয়, রঞ্জনকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থ অপর এক শিলাতলে উপবেশন পূর্বক কোকিলকুঞ্জিতের ন্যায় কহিতে আরম্ভ করিলেন ।

“প্রিয়স্বহৃৎ রঞ্জন ! আমি দিব্য-নয়নে দেখিতেছি তুমি ময়ুরাঙ্গীতে যে অঙ্গনাকে অবলোকন করিয়া ঈদৃশাবস্থা হইয়াছ তিনি ময়ুরাঙ্গীপতি রাজা পুরঞ্জয়ের একমাত্র কন্যা, নাম রোমাবতী । তুমি তাঁহার অনু-রাগে মুগ্ধ হইয়া অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছ যথার্থ বটে কিন্তু তোমার নে অনুরাগ অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই । তিনিও তোমার নিমিত্ত পিতা মাতা বন্ধু ও অসীম ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকলোচনের অগো-চর হইয়া পতিব্রতাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিয়া আছেন । বোধ হয় তোমাদের জন্মান্তরীণ হৃদয়বন্ধন কোন ভাব ছিল, নচেৎ একবার দর্শনমাত্রেই উভয়েই কেন উন্মাদিত হইবে ? যে রোমাবতী স্বয়ম্বর-নমাগত ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় রাজগণকে বিমাননা করিয়াছিলেন, অজ্ঞাতকুলশীল এক আগন্তুক যুবকের প্রতি তাঁহার তাদৃশ প্রীতিসঞ্চার হওয়া অবশ্যই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে । তোমার প্রতি তাঁহার সেইরূপ অনি-বার্য্য প্রেমভাব অবলোকন করিয়া সহচরী মাদবিকা তোমার অন্বেষণে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল কিন্তু কোথাও তোমার অনুদক্ষান পাইল না । পরে নগরমধ্যে জনরব উঠিল যে, রোমাবতী কোন

অলীক পুরুষ দর্শনে তদাসক্তচিত্তা হইয়া সমুদয়
 মাংসারিক কার্য্য বিসর্জন করিয়াছেন। রাজা ও রাজ-
 মহিষীর এই ব্যাপার শ্রবণে, কন্যা চিরদুঃখিনী হইল
 ভাবিয়া মনোমধ্যে যে, কিরূপ শোকভার উপস্থিত
 হইল তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। তাঁহারা রোমাবতীকে
 এই অনদধ্যবনায় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া পাত্ৰাস্তরে
 সমর্পিত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে
 লাগিলেন কিন্তু রোমাবতী সেরূপ কন্যা নহে যে, এক
 জনের প্রতি প্রদত্ত হৃদয় পুনর্ব্বার প্রত্যাহরণ করিয়া
 অপরকে দান করে। স্মতরাং তাঁহাদের সমুদয় যত্ন
 বিফল হইল। পিতা মাতা কি সমস্তানের দুঃখ দেখিয়া
 স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহারা বারম্বার বিফলপ্রযত্ন
 হইয়াও চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন না; নখী পরি-
 চারিকা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রলোভিত
 করিতে লাগিলেন। তখন রোমাবতী বিবেচনা করি-
 লেন যে, প্রলোভনে মুগ্ধ না হয় এরূপ মানুষ অতি
 বিরল। এখানে থাকিলে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন পাইয়া
 যদি কোন প্রকারে মনের গতি অন্যথা হয়, তাহা
 হইলে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে। অত-
 এব এ স্থানে অবস্থান করা আর কর্তব্য নহে। কোন

বিজ্ঞান প্রদেশে গমন পূর্বক প্রিয়সমাগমলাভে কৃতসং-
কল্প হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এই
ভাবিয়া তিনি রাজভবন হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত
নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কয়েক দিন
পর্য্যন্ত কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কিয়দিনানন্তর বসন্তোৎসব উপস্থিত হইল। রোমা-
বতী উৎসব রসে সকলকে নিমগ্ন দেখিয়া একদা নিশীথ
সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া রত্নালঙ্কার
পরিত্যাগ ও মলিন বসন পরিধান পূর্ব্বক বানভবন
হইতে নিঃসৃত হইলেন। এই সময়ে মাধবিকা
তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তিনি কোথায় গমন করেন
জানিবার জন্য অলঙ্কিত-রূপে সঙ্গে সঙ্গে গমন
করিল। তৎকালে উৎসবনিবন্ধন রাজভবনে স্থানে
স্থানে নৃত্য গীতাদি আরম্ভ হওয়াতে অনবরত সর্ব্ব-
প্রকার জনগণের গমনাগমন হইতেছিল স্ততরাং
তাঁহাদিগকে কেহই চিনিতে পারিল না বা নিবারণও
করিল না। রোমাবতী রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া
ক্রমে ক্রমে সমুদয় নগরী অতিক্রম করত তোরণ দ্বারে
না যাইয়া একবারে কৌশিকীতীরে উপস্থিত হই-
লেন এবং যে অশোকমূলে ইন্দ্রজাল সময়ে জীবিতে-

স্বরকে অবলোকন করিয়াছিলেন সেই স্থানে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া বিহ্বলার ন্যায় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরেই পুনর্ব্বার ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অশোক মূলকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া ভীরের দিকে ধাবমান হইলেন এবং জলোপান্তে এক খানি ক্ষুদ্র তরনি বদ্ধ আছে দেখিয়া তত্পরি আরোহণ পূর্ব্বক পর পারে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

মাধবিকা এতক্ষণ গোপনভাবেই ছিল কিন্তু এখন আর সেরূপ থাকিতে না পারিয়া মহা ভয় ও সন্ত্রম সহকারে চীৎকার পূর্ব্বক দৌড়িয়া নৌকা ধরিল । রোমাবতী মাধবিকাকে দেখিয়া প্রথমতঃ ক্ষণকাল বিষণ্ণ হইলেন, পরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় স্তম্ভিত থাকিয়া তাহাকেও নৌকায় উঠিতে আদেশ দিলেন । মাধবিকা ইতি-কর্তব্যতা-বিমূঢ়া হইয়া অগত্যা নৌকা-রোহণ করিল । অনন্তর তরনি পরপারে যায় এমন সময়ে সে ভয়বিহ্বলা হইয়া বাঙ্গ-গন্ধাদম্বরে ‘কোথায় যাও’ জিজ্ঞাসা করিলে পর রোমাবতী তাহাকে অভয় প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি ! তোমাকে পূর্বেই কহিয়াছিলাম যে, ঈশ্বরোপাসনা ব্যতিরেকে

অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়া কঠিন। এক্ষণে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম যে, এখানে থাকিয়া তাহা সম্পাদন করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইব না, অতএব কোন নির্জজন স্থানে গমন পূর্বক জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব। তুমি আগার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে তুমি বাঁচি গিয়া, পিতা মাতা আমার জন্য যাহাতে অধিক শোকা-কুল না হয়েন তাহার উপায় করিতে যত্নবতী হও কিন্তু দেখিও, আমি কোথায় যাইলাম কি করিলাম এ কথা যেন কোন রূপে প্রকাশিত না হয়। যদি ঈশ্বর কৃপা করেন তবে অবশ্যই পুনর্ব্যার আমরা পরস্পর দর্শন-সুখ লাভ করিতে পারিব।

মাধবিকা প্রিয়সখীর এইরূপ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হইল এবং গৃহে অবস্থিত হইয়াই ঈশ্বরোপাসনা করিবার জন্য নানারূপ প্রবোধ-বচনে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু কর্তৃ-ব্যার্থে স্থির-নিশ্চয় মনঃ বা নিম্নাভিমুখ জলকে প্রতিকূল দিকে প্রবর্তিত করা কাহার সাধ্য? মাধবিকা কোন-রূপেই তাঁহার অধ্যবসায় ভঙ্গ করিতে পারিল না। অনন্তর সে সাতিশয় কাতর বচনে নিবেদন করিল

রাজনন্दिनि ! যদি নিতান্তই তোমার বাইতে অভিলাষ
হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্বক আমাকেও সঙ্গে
লইতে হইবে । বিবেচনা কর আমি জন্মাবধি ছায়ার
ন্যায় তোমার অনুবর্তিনী হইয়া আছি । আমি সামান্য
পরিচারিকা বই নহি, কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া প্রিয়নখী
বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া থাক, অতএব আমি
তোমাকে না দেখিয়া কোন প্রকারেই জীবন ধারণ
করিতে পারিব না । বিশেষতঃ তুমি রাজার এক
মাত্র দুহিতা, কখনও ক্লেশের মুখ অবলোকন কর
নাই । অপরিচিত বিজন স্থানে গমন করিলে নানা-
রূপ কষ্ট পাঠবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু সেই সেই
স্থলে আমি সহচারিনী থাকিলে অনেক সহায়তা
করিতে পারিব । অতএব রাজপুত্রি ! এ দাসী প্রাণা-
স্তেও তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না ।
রোমাবতী প্রথমে তাহাকে সম্ভিষ্যাহারিনী করিতে
কোন রূপেই চাহিলেন না কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করিয়া
দেখিলেন, এখন আর তাহাকে পরিত্যাগ করিলে আপ-
নার বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, অতএব তাহার অনু-
গমনে আর প্রতিবন্ধকতা করিলেন না ।

অনন্তর নৌকা পরপারে পৌছলে উভয়ে তীরে

উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন । ৩৭-
 কালীন তাঁহাদের ক্লেশের কথা কি কহিব ? যে রাজ-
 কুমারী মণিময় হর্ম্যাজ্ঞে পদচারণা করিয়াও ক্লেশা-
 নুভব করিতেন তিনি তখন অন্ধকার সময়ে পাষণ-
 বিষম অজ্ঞাত পথে ধাবমান হইলেন । তাঁহার যে
 অঙ্গ দিবাকরও কখন দর্শন করিতে পান নাই, সেই
 অঙ্গ রাত্রিচর আরণ্য জন্তু সকল লোলুপ-নয়নে নিরীক্ষণ
 করিতে লাগিল । যে ভীকু রজনীকালে অবরোধ মধ্যেও
 একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিতেন না,
 তখন তিনি সখী মাত্র সমভিব্যাহারে সাহসিক জনেরও
 অগম্য পথের পথিক হইলেন । হায় ! যে মাধবিকা
 প্রিয়সখীকে রত্নরাজিতে বিভূষিত করিয়াও নয়নের
 তৃপ্তি লাভ করিত না, সে তাঁহার তাদৃশ উন্মাদিনী-
 বেশ দর্শন করিয়া কি হৃদয় ধারণ করিতে পারে !
 সে শোকে অধীরা হইয়া অবিরল অশ্রু বারি বিসর্জন
 করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ।
 আহা প্রিয় স্নহৎ রঞ্জন ! তাঁহারা এইরূপ গমন
 করিয়া নিশার অবসান হয় এমন সময়ে, তুমি ময়ূরাদী
 গমনে যাত্রা করিয়া যে দীর্ঘারণ্যের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ
 করিয়াছিলে, বোধ হয়, তাঁহারাও উহারই উত্তর প্রান্তে

উপস্থিত হইলেন । অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়দূর গমন করিলে পর রজনী প্রভাত হইয়া সূর্য্যোদয় হইল । তখন তাঁহার পূত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বিশ্রামার্থ এক তরুমূলে উপবেশন করিলেন । উপবিষ্ট হইলে পর মাধবিকা প্রিয়সখীর শরীরোপরি নয়ন পাত করিয়া দেখে যে, তাঁহার দুই চরণ হইতে অন-
 র্গল ক্লধির-ধারা বিনির্গত হইতেছে ; কেশপাশ বিগ-
 লিত-বন্ধ হইয়া পৃষ্ঠোপরি পতিত হইয়াছে ; ঘন
 ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, মুখমণ্ডল শরম্ভেঘাবৃত নিশা-
 মণির ন্যায় হীন-কাশি হইয়াছে ; অঙ্গ-যষ্টি কর-
 সম্মর্দিত মৃণালিনীর ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে
 এবং সর্ব্ব শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম-জল বিনিঃসৃত
 হইতেছে । মাধবিকা এই ব্যাপার দর্শনে অনিষ্টাপা-
 তের সম্ভাবনা করিয়া উদ্ভ্রান্ত নয়নে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন
 করিতেছে এমন সময়ে মূচ্ছা । অজ্ঞাতসারে আসিয়া
 রোগাবতীর চেতনা হরণ করিল । মাধবিকা সমস্ত্রমে
 প্রিয়সখীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া দেখিল যে, তাঁহার
 সর্ব্বশরীর হীন-প্রভ ও অবশ হইয়া গিয়াছে । তখন
 সে উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল হা নরনাথ পুরঞ্জয় !
 তোমার কি সর্ব্বনাশ হইল ! হা রাজি ! তুমি অক-

লের নিধি হারাইলে ! হা সখীজন ! তোমরা এ জন্মের
মত রোমাবতীর মুখ-সুধাকর দর্শনে বঞ্চিত হইলে ।
হা রোমাবতী-হৃদয়-রঞ্জন ! তুমি কি অকৃত-পুণ্য হত-
ভাগ্য ! যে এতাদৃশ রত্ন পাইয়াও হৃদয়ে ধারণ করিতে
পাইলে না । হা প্রিয়সখি ! তোমার অলোক-সামান্য
রূপ লাভণ্যের কি এইরূপ পরিণতি হইল ! হা বিধাতা !
তোমার মনে কি এই ছিল ?

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সে রোমাবতীর
নিশ্বাস-পবন প্রবহমান অনুভব করিয়া ব্যাকুলভাবে
তাঁহাকে ভূতলে শায়িত করিল, এবং ইতস্ততঃ অন্বে-
ষণ করিয়া গলিলানয়ন পূর্বক তাঁহার নয়নে জলো-
চ্ছান প্রদান করিয়া নব পল্লব জীবন করিতে লাগিল ।
কিয়ৎক্ষণ এইরূপ শুশ্রূষার দ্বারা রোমাবতীর চৈতন্যো-
দয় হইল । তখন তিনি শনৈঃ শনৈঃ নেত্রোন্মী-
লন করিয়া মেঘোন্মুক্ত শশি-বিশ্বের ন্যায় নিজ নৈস-
গিক শোভা পরিগ্রহ করত উপবেশন করিলেন ।
মাধবিকা তাঁহাকে প্রত্যাগতাস্থ দেখিয়া দেহে যেন প্রাণ
পাইল, এবং তাঁহার চরণ ধারণ পূর্বক নগরে ফিরিয়া
যাইবার জন্য কাতর-স্বরে ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতে
লাগিল । রোমাবতী কহিলেন প্রিয়সখি ! শ্রেয়স্কর

কার্য্যে অনেক বিষয় ঘটিয়া থাকে । অতএব আমাদের এই কার্য্য যে, সম্পূর্ণ নিৰ্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে তাহা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে । নীচাশয় লোকেরা বিষয় ভয়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিতেই পারে না, মধ্য-বৃত্তেরা আরম্ভ করিয়া বিষয় দর্শন মাত্রে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় কিন্তু উত্তম প্রকৃতি মানবগণ বিষয়-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়াও প্রারম্ভ কার্য্য কখন পরিত্যাগ করেন না । অতএব মাধবিকে ! এই অকিঞ্চিৎকর বিষয় দর্শনে অভীষ্ট সাধন হইতে পরাড্রুখ হওয়া আমাদের কোন প্রকারেই উচিত নহে । এক্ষণে পুনর্বার গাত্রোত্থান কর—আর বিলম্ব করা কর্তব্য নহে ।

এই বলিয়া রোগাবতী ক্লেশকে ক্লেশ বোধ না করিয়া মাধবিকা সমভিব্যাহারে সেই অরণ্যমধ্যে পুনর্বার গমন করিতে লাগিলেন । কিছু দূর গমন করিয়াই দেখিলেন এক প্রকাণ্ড-কায় ভীষণাকার ব্যাধ তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে । তাহার কেশ-পাশ লতাজালদ্বারা বদ্ধ, কর্ণে রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল, কণ্ঠে অস্থিমালা, বাম হস্তে ধনুঃ, দক্ষিণ হস্তে শর, পৃষ্ঠে দুই তুণীর এবং পরিধান পুতিগন্ধি বস্ত্রচর্ম্ম । তাহাকে

দেখিয়া রোমাবতীর কিছু মাত্র ভয় হইল না, তিনি ভাবিলেন ভালই হইল, এক্ষণে মনুষ্য দর্শন পাইলাম, ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব যদি নিকটে কোন পর্ব্বতাদি থাকে তথায় আরোহণ করিয়া প্রাণবল্লভের সমাগম কামনায় যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিব। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমনত সময়ে ব্যাধ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাদৃশ জন-সমাগম-শূন্য বিজ্ঞান মধ্যে সৌবর্ণ প্রতিমার ন্যায় সেই কামিনীকে অবলোকন করিয়া একবারে চমৎকৃত হইল এবং বলিয়া উঠিল একি অদ্ভুত পদার্থ ! এরূপ স্ত্রী ত কখন দেখি নাই, বোধ হয় পশুপতি আমার বল বিক্রমে প্রসন্ন হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ এই রত্নদ্বয়কে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, নচেৎ এতাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে ইহাদের আসিবার সম্ভাবনা কি ? যাহা হউক অনন্তর সে আপনার রূপ গুণ শৌর্য্য বীৰ্য্যাদির বিষয় প্রকাশ করিয়া অগ্রে তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার অভিলাষে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল অঞ্জে ! তোমরা কে ? কি জন্য এই নির্জন বনে আগমন করিয়াছ ? আহা ! তোমাদের রূপ দেখিয়া চক্ষুর পাপ যায়। আমি তোমাদিগকে

দেখিয়া যে, কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, তোমাদিগকে অত্যন্ত পথি-
শ্রান্ত দেখিতেছি, অতএব আর এখন চলিবার আবশ্য-
কতা নাই, কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে বিশ্রাম কর, পরে
আমার আবাসে গমন করিবে।

মাধবিকা ব্যাধের দুঃখাভিসন্ধি বোধ করিয়া সত্তরে
কহিল, ভদ্র ! তোমার আবাসে যাইতে আমাদিগের অ-
ভিলাষ নাই, নিকটে যদি কোন পর্বত বা তপোবন
থাকে, বলিয়া দাও, আমরা তথায় গমন করিব।
ব্যাধ এই কথা শ্রবণ করিয়া কোপ-রক্ত-নয়নে উত্তর
করিল, প্রমদে ! পৃথিবীতে এমন নারী কে আছে,
যে আমার রূপ ও গুণে বিমোহিত না হয়, এবং আমার
প্রেমপাত্র হইবার অভিলাষ না করে ? আমার রূপ
প্রত্যক্ষই দেখিতেছ, ইহার বিষয়ে আর কি বলিব ?
গুণ ও বিভবের কথা শ্রবণ কর—আমি প্রাতঃকালে
মৃগয়ায় নির্গত হইয়া শশক শৃগাল মেঘ মৃগাদি কত
পশু ও কত পক্ষীর ঘে প্রাণ বিনাশ করি, তাহার
সংখ্যা করা যায় না ; সমস্ত দিন অরণ্যে অরণ্যে
ভ্রমণ করিলেও আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয় না ;
যে বৃক্ষে বানরেরাও উঠিতে সঙ্কুচিত হয়, আমি তাদৃশ

দুরারোহ বৃক্ষেও অবলীলাক্রমে উঠিতে পারি, হুতরাং সকল বৃক্ষের ফল এবং সকল বৃক্ষের শাখাগ্রস্থিত কুলার হইতে পক্ষিণাবক আনয়ন করা আমার অতীব সহজ কর্ম; আমার চরণ ও গাত্রচর্ম এমনত কঠিন যে, পাষাণ-কীলক ও সুদৃঢ় কণ্টকে বারম্বার অভিহত হইয়াও বিদীর্ণ হয় না; মৃগয়া-লব্ধ মাংসদ্বারা আমার গৃহ সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে; আমার কুটীরের চতুর্দিকে অস্থিরানি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, পাঁচ ছয়টা কুকুর আমার মৃগয়া-সহচর ও গৃহরক্ষক-স্বরূপ নিযুক্ত আছে; দশ খান বেণুময় চাপ, সহস্র তীক্ষ্ণ শর ও বিংশতিটা শরধি আমার গৃহে সর্বদা লক্ষ্যমান থাকে। অতএব, হৃদয়ি! এরূপ রূপ-গুণ-বিতব-শালী পুরুষের প্রেম-পাত্র হওয়া কি সামান্য সৌভাগ্যের কর্ম! জীজ্ঞাতি স্বভাবতঃ নির্যোধ, তাহার স্বতঃ কোন শ্রেয়স্কর কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বাহা হউক, যদি তোমরা স্বেচ্ছাপূর্বক আমার অনু-গামিনী না হও, তবে বলপূর্বক লইয়া যাইব, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না।

ব্যাধবাক্য শ্রবণে রোমাবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন একি বিষম বিপদ! এ দুরাত্মা কোথা

হইতে আনিয়া উপস্থিত হইল? মাধিকার কথা শুনিয়া কেন ফিরিয়া গেলাম না। এক্ষণে এ পাপিষ্ঠ যদি কোন রূপ বল প্রয়োগ করে, তবে ত সর্বনাশ হইল;— অথবা সর্বনাশই কি? দুরাচারকে গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত দেখিলেই, যে কোনরূপে হউক, প্রাণত্যাগ করিয়া পতিব্রতধর্ম রক্ষা করিব। হা জগদীশ্বর! রোমাবতীকে আত্ম-ঘাতিনী করাই কি তোমার উদ্দেশ্য ছিল! এই জন্যই কি তুমি ইস্রাজাল সময়ে সেই মহারথ অর-লোকন করাইয়া ইহাকে উন্মাদিনী করিয়াছিলে? এই জন্যই কি বিজনে গমন করিয়া ধর্মাস্ত্রাণ করিতে রোমাবতীকে প্রবৃত্তি দিয়াছ? হা তাত! হা মাতঃ! তোমাদের আদেশ লঙ্ঘনের ফল অন্য সম্পূর্ণ ফলিল! হা প্রাণেশ্বর! পত্নী রক্ষা করা পতির কর্ম, তুমি যে হও, আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি; এক্ষণে তোমার সেই ধর্মপত্নী কৃতান্তদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তুমি কিরূপে এবং কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া আছ? হা ধর্ম! তোমাকে অবলম্বন করিলে কি এই ফল হয়!

রোমাবতী বিহ্বলার ন্যায় দাশ্রয়নয়নে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, মাধবিকা তাঁহার স্বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া

গলদস্ত্র-নেত্রে কাঁপিতেছে, এমন সময়ে এক কদম-
 লিপ্ত প্রকাণ্ড-কার বরাহ মুস্তা-প্ররোহ খনন করিতে
 করিতে পুরোভাগে দৃষ্টমান হইল। ব্যাধ বরাহ
 দর্শন মাত্র ঘোর-রাবে গজ্জন ও বাহ্যাস্থালন করিয়া
 “প্রমদে ! আমার বল বীৰ্য্য দেখ” এই বলিয়া শরাসমে
 শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহার সন্মুখীন হইল। সেও
 ব্যাধকে জিহ্বাংস্থ দেখিয়া সটাক্ছটা উন্নত করত ভয়ঙ্কর
 গজ্জন সহকারে আক্রমণ করিল। কিরাত বিলক্ষণ
 শিক্ষিত-হস্ত ছিল, সুতরাং তৎপ্রহিত তীক্ষ্ণ শরজাল-
 দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বরাহ অচিরাৎ প্রাণত্যাগ
 করিল। দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা ! গুণনিধি
 রঞ্জন ! বরাহের ভূমি-পাত হইতে মা হইতেই, ভূমি
 বেক্ষপ শার্দূলের কথা বর্ণন করিয়াছ, অবিকল সেই
 রূপ এক ক্ষুধার্ত্ত শার্দূল কিরাতকে লক্ষ্য করিয়া বনা-
 স্তরাল হইতে বহির্গত হইল। তখন কিরাতের পলায়ন
 পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করাই উচিত ছিল, কিন্তু কাশ্মিনী-
 সমক্ষে পৌরুষ প্রদর্শন করিতে গিয়া বিপদে পতিত
 হওয়া মূর্খদিগের সাহজিক ধর্ম্ম। পলাইয়া প্রাণ
 রক্ষা করিলে পাছে পূর্ব্বোক্ত তরুণীদ্বয়ের সন্মুখে
 আপনার কাপুরুষতা প্রকাশ হয়, এই ভয়ে কিরাত

দেই তরুণ ব্যাঘ্রের সহিতও সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল । কিন্তু সাক্ষাৎ কৃতান্তহস্তহইতে আশ্রয় করা কাহার সাধ্য ? শার্দূল দুই চারি বাণাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও এক লক্ষ্যে ব্যাঘ্রের উপরিভাগে পতিত হইয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বনমধ্যে চলিয়া গেল, রোমাবতী ও মাধবিকা ভয়ে সঙ্কুচিত-গাত্র হইয়া তরুপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না ।

এই আকস্মিক বিপৎপাত অতিক্রান্ত হইলে তাঁহারা বৃক্ষপার্শ্বহইতে বহির্গতা হইলেন, এবং ধর্ম্য তাঁহাদের রক্ষা করিলেন ভাবিয়া দ্রুত-পদে তথাহইতে গমন করিতে লাগিলেন । কিয়দূর গমন করিয়া মাধবিকা কহিল, তর্জুদারিকে ! আমরা এই অরণ্যমধ্যে কোথায় যাই ? যাইবার উদ্দেশ্য স্থান কিছুই দেখি না । এ স্থানে এমনত মনুষ্য কেহ নাই, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানা যায় । সম্ভ্রুতি যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দেহ প্রাণ ধর্ম্য সমুদায়ই বিনষ্ট হইত । কেবল জগদীশ্বরের অনুকম্পায় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া গেল । এই ভীষণ অরণ্যানীমধ্যে যে, সেইরূপ বিপদ আর ঘটিবে না, তাহারই বা

সম্ভাবনা কি ? অজ্ঞাত-ধর্ম কীরাতাদির কথা দূরে থাকুক, তোমাকে গজেন্দ্র-গমনে গমন করিতে দেখিলে মুনিজনেরও মানস চঞ্চল হয় । এরূপ রত্ন দৃষ্টি-গোচর হইলে কে না আত্মসাৎ করিতে যত্ন করিয়া থাকে ? অতএব হ্রলোচনে ! আর আমি তোমার এরূপ গমনে অনুমোদন করিতে পারি না । এক্ষণে স্থির-চিত্ত হইয়া অগ্রে গন্তব্য স্থান স্থির কর, পশ্চাৎ গমন করিবে । মাধবিকার কথা শ্রবণ করিয়া রোমাবতী कहিলেন প্রিয়সখি ! তুমি যে কথা कहিতেছ, সে বিষয়ে আমি কোন চিন্তা করিতেছি না, এমত নহে । এ ভয়ঙ্কর গহনমধ্যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা কি ? কিন্তু শুনিয়াছি যে, ময়ুরাজীর দক্ষিণে অরণ্যমধ্যে মেঘ-নীল নামে এক শৈল আছে, বোধ হয়, আমরা তাহার অতি সন্নিধানেই উপস্থিত হইয়াছি । ঐ দেখ, তরুশাখার মধ্য দিয়া নবীন নীরদের ন্যায় সেই মহীধর লক্ষ্য হইতেছে । ঐ শৈলে আরোহণ করিয়া তপশ্চর্যা আরম্ভ করিলেই আর আমাদের কেহ সন্ধান পাইবে না, অতএব চল ঐ স্থানে গমন করা যাউক । কিন্তু নারী-বেশ বিপদের আকর । এ বেশে যেখানে যাইব, সেই-খানেই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা । অতএব এই দণ্ডেই

ইহা পরিভ্যাগ করিয়া পুরুষ-পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। অতএব আইন, আমরা এ বেলা এই স্থানেই অবস্থান করিয়া পুরুষপরিচ্ছদের আয়োজন করি। অপরাহ্নে, শৈলসানুতে আরোহণ করা যাইবে। এই বলিয়া উভয়ে এক প্রকাণ্ড বনম্পতির মূলদেশে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল। মাধবিকা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত নানাবিধ সুস্বাদ বন্য ফল আহরণ করিয়া রাজনন্দিনীকে ভোজন করাইল, এবং তাঁহার অনুরোধে আপনিও ভোজন করিল। ভোজন সমাপন হইলে সে রাজতনয়ার আদেশে নারিকেল, কুদ্রাকফল, বঙ্কল, শুকেন্দ্রন প্রভৃতি যোগী সাজিবার নানাবিধ উপকরণ সমাহরণ করিয়া তাঁহাকে সাজাইতে বসিল। আহা! রোমাণ্ণতীর যে কেশপাশ পূর্বে বিচিত্র কবরী-বন্ধন ও নিরোরসে শোভিত হইত, এক্ষণে মাধবিকা সেই কেশ বিনাইয়া অপূর্ব জটাভূট প্রস্তুত করিয়া দিল। যে শরীর অগুরু, কুকুম, গন্ধনার প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত থাকিত, এক্ষণে সেই স্বর্ণ-অঙ্গে দারুঘর্ষণজ-বহ্নি-ভস্ম লেপিত হইতে লাগিল। যিনি সর্বদা অপূর্ব কোষের বসন পরিধান করিতেন, তিনিই

এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্কল সকল সংযোজিত করিয়া গাত্রা-
 ক্ষাদন করিলেন। যে পীনোরত পয়োধরে অপূর্ণ
 রত্নহার বিরাজিত হইত, সম্প্রতি সেই স্থানে অভিনব
 রুদ্রাকমালা সমর্পিত হইল। যে পানি কমল বা কুম্ভম-
 স্তবকে সর্বদা হুশোভিত থাকিত, অধুনা সেই পানিতে
 নারিকেল-নির্মিত কমণ্ডলু লম্বমান হইল। যে নিতম্ব
 যুক্তায় সারসনে অলঙ্কৃত হইত, এক্ষণে তথায় ত্রিদরা
 যুক্তায়ী মেখলা সমাবদ্ধ হইল। আহা! সে রূপের
 শোভা আর কি বর্ণন করিব! তৎকালে উহা কেবল
 ভাস্মাক্ষাদিত অগ্নি, মেঘান্তরিত শশিবিশ্ব ও পাংশু-লিপ্ত
 মহামণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বাহা হউক,
 তিনি স্বয়ং এইরূপ অপূর্ণ যোগিবেশ ধারণ করিয়া
 মাধবিকাকেও আপনার ন্যায় সাজাইয়া দিলেন। অন-
 ন্তর, তাঁহারা দুই জনে সর্ব-জন-মোহনাকার দুই তাপস-
 কুমার হইয়া সেই মেঘনীল শৈলের সন্নিধানে গমন
 করিলেন। অনন্তর এক বন্ধুর পথ অবলম্বন করিয়া
 উহার এক রমণীয় প্রস্ফদেশে আরোহণ পূর্ববক সে
 রাত্রি তথায় যাপন করিলেন।

পর দিন প্রভাতে তাঁহারা সমীপস্থ প্রান্তরবনে স্নান
 করিয়া পূর্ণ দিনের ন্যায় বেশভূষা সমাধা করিলেন।

অনন্তর রোমাবতী, প্রাণবল্লভ সমাগমে সঙ্কপ করিয়া হিমাংশু-শেখরের নিমিত্ত হৈমবতীর ন্যায় যোগা-
 মুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন । মাধবিকা তাঁহার তপঃ-
 সাধমোপযোগী উপচার সকল আহরণ করিয়া দিয়া
 আপনিও দেবারাধনায় প্রবৃত্তা হইল । বেলা তৃতীয় বায়
 অতীত হইলে তাঁহার গাজোখান করিয়া সমীপস্থ তরু
 হইতে ফল মূল এবং প্রস্রবণ হইতে জল আনয়ন করিয়া
 ভোজন ও পান করিলেন । অনন্তর পত্র বস্ত্রী গুল্ম
 প্রভৃতি সংগ্রহ করত দুই জনের দুইখানি কুটীর প্রস্তুত
 করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন ।—হে রোমাবতী-
 জীবিতেশ্বর রঞ্জন ! তুমি যাঁহার নিমিত্ত তাদৃশ কষ্ট
 ভোগ করিয়াছ সেই রোমাবতী তোমার নিমিত্ত কিরূপ
 অবস্থাপন্ন হইয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে ? তিনি
 ত্রদেকাধীনজীবিতা হইয়া জনক জননী রাজ্য বিত্ত
 প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সখীমাত্র সমতিব্যাহারে
 বনবাসিনী হইয়া তোমার সমাগমাভিলাষে তপস্বিবেশে
 তপঃসাধন করিতেছেন । হায় ! আর কত কাল তিনি
 সেরূপ অবস্থায় কালক্ষেপ করিবেন ? তাঁহার কোমল
 জীবনে আর কত ক্লেশ সহ্য হইবে ? দেবতা আর কত
 কাল অপ্রসন্ন থাকিবেন ? আর তোমার উপেক্ষা করা

উচিত নহে। এক্ষণে যাহাতে তাঁহার জীবন রক্ষা হয়
সকল তাহার উপায়বিধান কর।”

রঞ্জন তাপসমুখে প্রিয়তমার এই সকল বার্তা শ্রবণ
করিয়া মুক্তকণ্ঠে কান্দিয়া কহিলেন হা জীবিতেশ্বর
রোমাবতী ! এক্ষণে তোমার নামগ্রহণ করিয়াও চরিতার্থ
হইলাম। হা প্রিয়তমে ! তুমি আমার নিমিত্ত কি জন্য
এরূপ ক্লেশ ভোগ করিতেছ ? রত্নকেই সকলে প্রার্থনা
করে ; রত্ন কখন গ্রাহীতাকে অন্নেষণ করে না। হা
মদ্রিরাক্ষি ! তোমাকে বনবাসিনী ও তপস্বিনী শ্রবণ
করিয়া কি রূপে হৃদয় ধারণ করিলাম ! মুনিস্বর ! আপনি
আমার প্রিয়তমার বার্তা শ্রবণ করাইয়া মুমূর্ষু দেহে
জীবনদান করিলেন কিন্তু এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন,
এবং কি রূপে আমি তথায় যাইব, কি প্রকারেই বা
তাঁহাকে চিনিতে পারিব এ সমস্ত বৃত্তান্ত শীঘ্র না বলিয়া
দিলে প্রাণ বিয়োগ হয়। আহা ! যদি আমি পক্ষী
হইতাম তবে, তিনি যেখানে আছেন আপনি বলিবা-
মাত্র তথায় উড়িয়া গিয়া তাঁহার করতলে উপবেশন
করিতাম। বাহা হউক, আর আমার বিলম্ব সহে না ;
শীঘ্র বলুন ! শীঘ্র বলুন !

দ্বিতীয় তাপস রঞ্জনের এই রূপ অধীরতা

দর্শন করিয়া সত্তরপদে কুটীরে প্রবেশ পূর্বক বিচেতন-
প্রায় ধূলিধূসর অশ্রুমুখ সহচরের করাকর্ষণ করিয়া কুটীর
হইতে বাহির করিলেন এবং রঞ্জনকে সম্বোধিয়া কহিলেন
প্রিয়সখ! আর তোমার উদ্বেগের বিষয় নাই, রোমা-
বতীর তপঃসিদ্ধি হইয়াছে, দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন।
তুমি যে মেঘনীল পর্বতের কথা শ্রবণ করিলে এ সেই
পর্বত, তোমার প্রিয়তমা ও তাহার সখী যে দুই কুটীর
নির্মাণ করিয়াছিলেন ঐ সেই কুটীর, তোমার প্রিয়তমার
যে সহচরীর কথা শ্রবণ করিলে আমিই সেই মাধবিকা
এবং ইনিই তোমার হৃদয়রঞ্জিতা রোমাবতী!!! বঞ্জন
এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়োদ্ভ্রান্ত নয়নে তাঁহার প্রতি
নেত্রপাত করিয়া দেখেন যে তিনি তখন তপস্বিভাব
পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ণ তপস্বিনী ভাব অবলম্বন করিয়া-
ছেন এবং তাঁহার সর্কাবয়বে ইন্দ্রজালসময় দৃষ্ট সেই
সমুদায় সৌন্দর্য লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক তৎ-
কালে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার মুখগুণ ঈষৎ লোহিত
বর্ণ হইয়া ব্রীড়িয়া অবনত হইয়া রহিয়াছে; কপোল
দেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মোদয় হইয়াছে; নেত্রগুণল হইতে
অজস্র অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছে, অকৃত্রিম-রাগ
অধরদল ঈষৎ স্ফুরিত হইতেছে; শরীরের সৌন্দর্য বর্ণ

তন্মাক্কাদনকে জুকাশিত করিতেছে, সমুদায় গাজনকি
ঈষৎ কম্পমান হইতেছে এবং তাহাতে খরতর রোমাঞ্চ
আবিভূত হইয়াছে ।

তৎকালে সেই প্রণয়ি-যুগলের মনোমধ্যে যে কিরূপ
অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত ।
তখন তাঁহারা কি লৌহতা পরিত্যাগ করিয়া স্ববর্ণতা
প্রাপ্ত হইলেন ! কি ভূমি হইতে স্বর্গে আরোহণ করি-
লেন ! কি মরণানন্তর পুনর্জীবন লাভ করিলেন ! তাহার
কিছুই বলা যায় না । তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি
নিষ্কল দৃষ্টিপাত করিয়া উন্মত্তের ন্যায়, মুকের ন্যায়,
বিহ্বলের ন্যায় জড় ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কাহারও
মুখহইতে কিছুমাত্র বাক্যক্ষুর্ভি হইল না । অনন্তর
মাধবিকা সাত্ত্বনয়নে পরিহাস পূর্বক কহিল রাজতনয়ে !
সে রূপ ব্যাকুলতার পর এরূপ তুষ্ণীভাব কি ভাল
দেখায় ? যাঁহার জন্য তত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ এবং
যাঁহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি-
য়াছিলে এক্ষণে সেই জনকে সন্মুখে এরূপ কাতর দেখিয়া
এক বার মধুরবচনে সান্ত্বনা করাও কি উচিত হয় না ?
লজ্জা কি প্রিয়তম অপেক্ষা বড় হইল ? যাহা হউক
সম্প্রতি আর ওরূপ করিয়া থাকা ভাল হইতেছে না ,

একণে কুশল প্রশ্নাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সন্তাষণা কর, পরস্পরের দুঃখ শ্রবণে পরস্পর কাতর হও এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট হৃদয়কপাট উন্মোচন করিয়া দাও। রোমাবতী তখন আর কি উত্তর করিবেন? প্রাণনাথকে পক্ষিতে সমাগত দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন স্ততরাং তদবধি মনঃ প্রাণ দেহ কিছুই তাঁহার নিজের আয়ত্ত ছিল না। স্ততরাং লজ্জানত-মুখে তুষীভূত হইয়া রহিলেন। রঞ্জন কহিলেন প্রিয়সখি! সন্তাষণাদি দ্বারা প্রণয় প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। উভয়েই উভয়ের হৃদয়গত ভাব বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি, অতএব সে বিষয়ের নিমিত্ত আর প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। একণে আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত আছ, বিলক্ষণ বুদ্ধিমতীও বটে, অতএব একণকার কর্তব্য কি? কিরূপ করিলে সকল দিক্ বজায় থাকে তাহা বল। আমাকে যাহা কহিবে তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

রঞ্জনের এই কথা শ্রবণ করিয়া মাধবিকা জিজ্ঞাসু-নয়নে রাজতনয়ার প্রতি নেত্রপাত করিলে তিনি বহু-ক্ষণের পর নম্রবদনে ও লজ্জাজড়িতবচনে কহিলেন “প্রিয় সখি! গাঙ্কর বিধানে বরকন্যা স্বয়ং পরিণীত হইলে

গুরুজন কর্তৃক দানের অপেক্ষা করে না। যথার্থ বটে কিন্তু নেই পরিণয় তাঁহাদিগের অনুমোদিত হইলেই ভাল হয়।” তখন মাধবিকা কহিল “তবে আমার মতে কল্য প্রভাতে সর্বসমেত ময়ূরাদ্বী গমন করা যাউক। রাজা ও রাজ্ঞী আমাদের নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাবুল আছেন তাঁহারা আমাদের দেখিতে পাইলে যে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন এবং আমাদের মনোরথ সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিবেন তাহার কোন সংশয় নাই।” অনন্তর এই প্রস্তাবই সকলের যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইল এবং প্রভাত হইলেই ময়ূরাদ্বী গমন করিবেন বলিয়া সকলেই সমুৎসুক রহিলেন।

এই সময়ে দিবাবসান হইল। দিনমণি বারুণী সেবায় রত হইয়া অবসন্নকর ও রক্তবর্ণ হইলেন এবং ক্রমশঃ তেজোহীন হইয়া অম্বর পরিত্যাগ পূর্বক পলাইতে লাগিলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পরেই একত্র সমাগত হইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে দিবার চতুর্থ যাম অতীত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত; এপর্য্যন্ত তাঁহাদের সংজ্ঞা ছিল না। তখন মাধবিকা পরিহাস করিয়া রঞ্জন ও রোমাবতীকে

কহিল তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে আর ধর্ম্মা-
চরণের প্রয়োজন নাই কিন্তু আমাকে ত সন্ধ্যাবন্দনাদি
করিতে হইবে। অতএব ক্ষণকালের জন্য আলাপের
বিশ্রাম দাও। রঞ্জন উত্তর করিলেন সখি! তুমিও
যাহাতে এই রূপ চেতনা শূন্য হইয়া কর্তব্য কর্ম্মে
বিস্মৃতা হও তাহারও চেষ্টা করা যাইবে। এইরূপ
পরিহাসের পর সকলে গাত্রোথান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি
সমাপন করিলেন এবং পুনর্বার একত্র হইয়া এক
এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। নানাবিধ কথা
প্রসঙ্গে রজনীর বহুভাগই অতীত হইল অনন্তর রোমা-
বতী ও মাধবিকা এক কুটীরে এবং রঞ্জন অপর কুটীরে
শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া রোমাবতী মনে মনে
চিন্তা করিলেন যে যাহার প্রতি সকলেরই ইন্দ্রজাল-
দর্শিত অলীক পুরুষ বলিয়া ভ্রম ছিল এবং কখন
কখন আমারও যাহাকে তাদৃশ রূপেই বোধ হইত,
দৈবানুগ্রাহে তিনি যথার্থই আমার জীবিতেশ্বর হইলেন।
আমি ত এখন চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু মাধবিকা আমার
সহিত যে, এতাদৃশ ক্লেশভোগ স্বীকার করিল তাহার ফল
কি হইল? প্রিয়তমের সেই সহচরের প্রতি উহার অনু-
রাগ সঞ্চার বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে এবং বোধ হয় সেই

অভীষ্টসিদ্ধি লাভ ও উহার তপশ্চর্য্যার অন্যতম উদ্দেশ্য
 ছিল, অত্যন্ত গভীর প্রকৃতিবশতঃ আমার নিকট স্পষ্ট-
 রূপে ব্যক্ত করে নাই। বাহ্যহটক যে ব্যক্তি আমার
 দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সংসারমুখ বিসর্জন পূর্ব্বক অরণ্য-
 বাস আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে অমুখিত রাখিয়া আমার
 বিবাহামোদে প্রবৃত্ত হওয়া কিরূপে উচিত হয় ?
 বোধ হয় ময়ূরাকী গমন করিলেই সেই প্রিয়মুখদের
 দর্শন পাওয়া যাইবে অতএব এক্ষণে আর অন্যমতের
 আবশ্যকতা নাই, অগ্রে সেই স্থানেই গমন করা বাউক,
 বোধ হয় দৈব এত অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়া আর
 প্রতিকূল হইতে পারিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিতে
 করিতে কথঞ্চিৎ তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল।

রোমাবতী ।



সপ্তম উল্লেখ ।

রজনীর শেষ যামেই রঞ্জনের নিদ্রাভঙ্গ হইল । তিনি রোমাবতী সংক্রান্ত নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন, বন্ধু তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া প্রিয়তমার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন । আনি তাঁহার কথা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর পথে যে যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, বন্ধুরও তদ্রূপ বিপদে পতিত হওয়া অনস্ব্যাবিত নহে । সম্প্রতি আমি সেই সকল বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রিয়তমা-সমাগমে সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু বন্ধু কোথায় আছেন ? কি করিতেছেন ? জীবিত আছেন ? কি সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন ? তাহার কিছুই মনে করিতেছি না । আমি কি কৃতঘ্ন ! কি পামর ! যে ব্যক্তি কেবল আমার

প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সমুদয় স্বাস্থ্য ও স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক দুঃখোদধিতে আগাহন করিয়াছে, আমি তাহার চিন্তায় একবারও চিন্তাকুল হইতেছি না এবং তাহার অনিষ্টাপাত সম্ভাবনা করিয়াও আপনার ইষ্টলাভ সম্পাদনে সয়ত্ত্ব হইতেছি। আমার ন্যায় স্বার্থপর নিলজ্জ লোক আর কে আছে? যাহা হউক প্রভাতে ময়ূরাদী গমনের অবধারণ হইয়াছে যথার্থ বটে; কিন্তু তথায় গমন করিয়া যাবৎ প্রিয়স্বহৃদের দর্শন না পাইব অথবা কোনরূপে তাঁহার শারীরিক কুশল সংবাদ প্রাপ্ত না হইব তাবৎ কখনই বিবাহামোদে মত্ত হইব না। তাদৃশ মিত্রহীন হইয়া সুখভোগেরই আশা কি? জীবনেরই বা প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ আমি পিতার পরমস্নেহাল্পদ ছিলাম। আমি সেইরূপে তথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিলে তিনি কিরূপ অবস্থায় আছেন এ পর্য্যন্ত তাহার বার্তামাত্র প্রাপ্ত হইলাম না। তিনি অসুখিত থাকিতে আমার সুখভোগে লিপ্ত হওয়া কিরূপে হইতে পারে? যাহা হউক অগ্রে ময়ূরাদী গমন করি, পরে ঘেরূপ কর্তব্য হয় করা যাইবে।

রঞ্জন মীলিত-নয়নে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে বিভাবতী প্রভাত হইল। বিধাতার

কার্য কি বিচিত্র ? এই সময়ে কুমুদবন শোভাহীন, কমলবন প্রফুল্ল, উলূকের হর্ষক্ষয়, চক্রবাকের প্রীতি, নিশানাথের অন্তগমন ও প্রভাকরের উদয়প্রাপ্তি হইল ! রোমাবতী ও মাধবিকা গাত্রোথান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলে রঞ্জনও শয্যাপরিত্যাগ পূর্বক দিনাদি-কার্য্য সকল সমাধান করিলেন । অনন্তর রোমাবতী তত্রত্য বনস্পতি বনদেবী প্রভৃতি সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বন্দনা এবং সকলের সমীপে আত্মাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবন গমনাভিলাষে প্রিয়তম ও প্রিয়-সখীর সমীপে আগমন করিলেন । পরে ময়ূরাদী গমনের যাত্রা হইল । অগ্রো রঞ্জন পশ্চাৎ মাধবিকা ও মধ্যে রোমাবতী এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহারা পৰ্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতে পাদনিক্ষেপ করিতেছেন এমন সময়ে চতুর্দিক্ হইতে এক ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রুতি গোচর হইল । রোমাবতী ও মাধবিকা, সেই কলরব শ্রবণমাত্র সভয়ে গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । রঞ্জন চতুর্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ভল্লুক গণ্ডার মহিষ মৃগ প্রভৃতি আরণ্য জন্তু সকল ভয়বিহ্বল হইয়া নৈদর্শিক তৈরিতা পরিত্যাগ

পূর্বক চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছে । তরুণগণ তাহাদের গাত্রঘর্ষণে স্বক্শ্ন্য ভগ্ন ও উৎপাটিত হইতেছে এবং মনুষ্যের কল কল ধ্বনিতে বন ও গিরিভূমি যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । কোথা হইতে এই লোক সজ্জের সমাগম হইল ? কি নিমিত্ত ইহারা এখানে আসিল ? তিনি মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমনত সময়ে কতিপয় শস্ত্রপাণি সৈনিক পুরুষ দ্রুতপদে আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল, এবং কহিল মহাশয় ! আমাদের সেনাপতি এই অরণ্যের প্রান্তভাগে আছেন তাহার আদেশ এই যে, এই অরণ্য-মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে রুদ্ধ করিয়া তাহার নিকট সমর্পণ করিব । অতএব আপনাদিগকে তথায় যাইতে হইবে ।

তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন বিধাতার বুঝি যন্ত্রণা দিবার অভিলাষ এখনও চরিতার্থ হয় নাই ; নচেৎ এতাদৃশ সময়ে কেন আবার গমনের এরূপ প্রতিবন্ধকতা করিবেন ? যাহা হউক রঞ্জন বিনয়বচনে কহিলেন, ‘‘ ভদ্র ! দেখিতেছ, ইহারা দুই জন তপস্বী, আমি তাহাদের অনুচর । এতাদৃশ নিরীহ ও নিরীক্সবাদী লোক লইয়া

তোমাদের প্রভুর কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে? অতএব
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকের অনুসন্ধান
কর। " সৈনিক পুরুষেরা তাঁহার এইরূপ বিনয়োক্তি
শ্রবণ করিয়াও কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল
না কিন্তু কাহারও গাত্রস্পর্শ না করিয়া কেবল বিনয়
বচনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন
রঞ্জন, রোমাবতী ও মাধবিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
ইঙ্গিতে কহিলেন তোমার যে, তপস্বিভাব পরিত্যাগ
কর নাই ইহাই এখনকার সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে।
যাহা হউক ইহারা অজ্ঞ, ইহাদের নিকট আপনাদের
তপস্বিতা দর্শাইয়া মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু
বোধ হয় ইহাদের সেনাপতির নিকট কাতরোক্তি করিয়া
অবশ্যই কৃতকার্য হইতে পারিব। অতএব চল, সেই
স্থানেই গমন করা যাউক। পরে বিধাতার মনে যাহা
আছে তাহাই হইবে।

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা অগত্যা গমনে
সম্মত হইলে সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে চতুর্দিকে বেষ্টিত
করিয়া সেনাপতি সন্নিধানে লইয়া চলিল। যাইবার
সময়ে তাঁহাদের মনোমধ্যে যে কিরূপ ভয় কিরূপ ব্যাকু-
লতা ও কিরূপ অনিষ্টশঙ্কা উদ্ভূত হইতে লাগিল তাহা

বর্ণনাভীত । যাহা হউক তাঁহার ক্রিয়দূর গমন করিয়া
 শুনিলেন যে, সেনাপতি এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া
 আছেন । রঞ্জন তাঁহার সমীপে গিয়া আপনাদের
 যুক্তি প্রার্থনা করিবার অতীলাষে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া
 দেখেন যে, তাঁহার চিরন্তন স্মৃৎ মাধবই সেনাপতি-
 পদে বৃত্ত হইয়া করতলে কপোলবিন্যাস পূর্বক দুর্জি-
 গাহ চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন । রঞ্জন তাঁহাকে
 দেখিবামাত্র “সখে ! জীবিত আছ ? ” বলিয়া উচ্চৈঃ-
 স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন । তিনিও আবাল্যপরিচিত
 কণ্ঠস্বর শ্রবণে উন্মুখ হইয়া রঞ্জনকে অবলোকন করত
 লক্ষ প্রদান পূর্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন ।
 অনন্তর উভয়ে উভয়ের কণ্ঠ ধারণ পূর্বক রোদন আরম্ভ
 করিলেন । আনুষঙ্গিকগণ দেখিয়া তদ্বপরিজ্ঞানাভাবে
 বিস্ময়াপন্ন হইল এবং বহু যত্নে তাঁহাদিগকে সান্ত্বিত
 করিয়া আসনে উপবেশন করাইল । অনন্তর রঞ্জন বহু-
 ক্ষণে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রিয়স্মৃতিদের সমক্ষে
 আপনার নোকা হইতে পলায়ন অবধি রোমাবতী প্রাপ্তি
 ও ময়ূরাদী যাত্রাপর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ।
 মাধব সমুদয় শ্রবণ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন সখে !
 তবে আর শোক কি ? তবেত অপার আনন্দের সময়

উপস্থিত। ক্লেশকর কার্যের কল জন্মিলে তাহাকে আর ক্লেশ বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যে রক্তের নিমিত্ত এত যত্ন ও এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, যখন তাহাকেই লাভ করিলাম তখন সে সমুদায় ক্লেশ দূরগত হইয়াছে। বন্ধো! তোমার হৃদয়হারিণী রাজবালা স্বভবন হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন আমি ময়ূরাদী গমন পূর্বক মহারাজ পুরঞ্জয়ের নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কাতর হইলাম এবং কিরূপে ও কোথায় বা তাঁহার অনুসন্ধান পাই এই বিষয়ে অনবরত চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনন্তর রাজার আদেশক্রমে এই সকল আনুযায়িকগণ সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ তোমার অন্ত্রেষণে গমন করিলাম কিন্তু তথায় গমন করিয়া শুনিলাম যে তুমি সকলের অজ্ঞাতসারে কোথায় পলায়ন করিয়াছ। তখন মনে হইল যে তুমি একাকী অন্য কোন স্থানে গমন করিবে না, অসহিষ্ণু হইয়া ময়ূরাদীর দিকেই ধাবমান হইয়া থাকিবে, আমি ময়ূরাদী গমনের সময়ে এই দীর্ঘারণের ভয়ঙ্করতা সমুদয় অবগত ছিলাম সুতরাং ইহার অভ্যন্তর দিয়া গমন সময়ে তোমার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এই ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্তে তোমার অন্ত্রেষণে প্রবৃত্ত হই-

লাগ। মহারাজ রোমাবতীর অন্ত্রেষণের নিমিত্ত সর্ব-
প্রথমেই যে সকল চর দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন
তাহারাও অকৃতকার্য হইয়া এই সময়ে ক্রমে ক্রমে
আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল, আমি
তাহাদের সমুদয়কেই সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্বক সেই
অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা রহিত হইয়া এই
অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোথাও
তোমাদের অনুসন্ধান পাই নাই। অদ্য বিধাতা প্রসন্ন
হইয়াছেন, অদ্য তোমাদের দুইজনকেই একেবারে
প্রাপ্ত হইলাম। আমি মহারাজের নিকট প্রতিজ্ঞা
করিয়া আনিয়াছিলাম যে তোমাদের দুইজনকে সম-
ভিব্যাহারে না পাইয়া ময়ূরাদী প্রবেশ করিব না, অদ্য
আমার সে প্রতিজ্ঞা সফল হইল, অদ্য সমুদয় মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ হইল!!

দুই স্তম্ভ একত্র সমাগত হইলে তাঁহাদের স্বকীয়
ও পরকীয় নানা কথা হইয়া থাকে। রঞ্জন ও মাধব
বহুদিনের পর একত্র সমাগত হইয়াছিলেন অতএব
তাঁহাদের পরস্পরের নিকট পরস্পরের হৃদয়কবাট
উদ্ঘাটিত হওয়াতে কতই যে আন্তরিক কথা সকল
প্রকাশিত হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই সকল প্রণয়লাপমধ্যে রঞ্জন মাধবকে সম্বোধন করিয়া कहিলেন প্রিয়হৃৎ ! মিত্রকে আপনার তুল্য স্থখী করিতে না পারিলে মিত্রের স্থখই বৃথা । তুমি উদাসীনবৎ সংসারস্থখে অব্যাপৃত থাকিতে আমার রোমাবতী লাভ করিয়া স্থখভোগেনিরত হওয়া কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ? অতএব আমার ইচ্ছা যে, তুমিও আমার ন্যায় এক অনুরূপ পত্নীর প্রণয়াদার হও ।

ঐ যে তেজস্পূর্ণ দ্বিতীয় তাপসকুমারটী দেখিতেছ উনিই রোমাবতীর প্রিয়সখী মাধবিকা । উহার ন্যায় স্থশীলা বুদ্ধিমতী নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব আমার অভিলাষ এই যে, তুমি উহার পানি গ্রহণ করিয়া আমাদের পরস্পরের সৌন্দর্য্যভাবে সর্ব্বতোমুখে দৃঢ়ীকৃত কর । সাথে ! আমি কখন কোন বিষয়ের নিমিত্ত তোমার নিকট এরূপ নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করি নাই অতএব আমার এই অনুরোধ তোমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে, এই বলিয়া তিনি হৃৎদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে তিনি সামুরাগনয়নে এক দৃষ্টিতে মাধবিকার প্রতিই নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন এবং অদূরবর্ত্তিনী মাধবিকাও অপাদ-প্রসারিত নয়নাঞ্জলি দ্বারা তাঁহার রূপোদধি পান করিতেছে, এই

ব্যাপার দর্শন করিয়াই রঞ্জন হাস্য করিয়া কহিলেন
 সখে ! তবেত আমি বড় অনুরোধই করিতেছি ! তুমি
 মাধবিকায় প্রোতক্ষুঃ হইয়া আমার সকল কথাই ত
 শুনিলে ! তুমি চিত্তজ্ঞ হুহুং কি না ? আমার ভবি-
 ষ্যৎ অনুরোধ বুঝিতে পারিয়াই তদনুসারেই কার্য্য
 করিতেছ ! যাহা হউক দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম !
 মাধব ঈষৎ লজ্জান্বিত হইয়া স্মিতমুখে উত্তর করিলেন
 বন্ধো ! অগ্রে তোমার ত সাপের মুখে বাঘের মুখে
 পতিত হইবার ফল লাভ হউক, পরে আমার যাহা হয়
 হইবে, তজ্জন্য তোমার এত অনুরোধের প্রয়োজন
 নাই। এই রূপে উভয়ের নানাবিধ পরিহাস আরম্ভ
 হইলে মাধব রোমাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন
 সখে ! এখন পর্য্যন্তও আর প্রিয়সখীকে তপস্বিবশ
 স্বীকাররূপ ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়া আমাদের উচিত
 হইতেছে না। এই বলিয়া বহুমূল্য আভরণ ও অপূর্ব
 কৌষেয় বসন আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিককে উত্তম রূপে
 স্নানক্ৰিজিত করাইয়া দিলেন। এই সকল ব্যাপারেই দিব-
 সের অধিক ভাগ অপগত হইল। অনন্তর তাঁহারা
 দিনমধ্যব্যাপার সমস্ত সমাপন করিয়া সমুদয় আনু-
 বাহিক সমভিযাহারে মহানন্দ সহকারে ময়রাজীর

আত্মমুখে যাত্রা করিলেন। রোমীয়ী ও মাধবিকা শিবিকারোহণে সেই জনতার মাধ্যমভাগে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দূর গমন করিলে পর কতিপয় আনুষ্ঠানিক সঙ্করপদে আগমনপূর্বক রঞ্জন ও মাধবকে নিবেদন করিল মহাশয়। মলিনবেশা চীরবদনা পরমহৃদয়ী এক যুবতী স্ত্রী ঐ দূরবর্তী তরুণুলে উপবেশন করিয়া জলধারাকুললোচনে রোদন করিতেছে। শুনিয়ামাত্র তাঁহারা কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তাহাকে সমীপে আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিকেরা কোন প্রকারেই তাহাকে তথাহইতে উঠাইয়া আনিতে পারিল না। অনন্তর রঞ্জন মাধবকে মাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমনপূর্বক সেই কানিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভদ্রে ! তুমি কে ? কি নিমিত্ত এক্ষণ স্থানে বসিয়া রোদন করিতেছ ? কি জন্য তোমার এক্ষণ দুঃখবস্থা ঘটিয়াছে ? তোমার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি সামান্য কুলজা নহ। যাগ হউক এখানে আর অপর কেহ নাই তুমি আমাদের নিকট সবিশেষ পরিচয় দাও, যদি আমাদের দ্বারা তোমার কোন রূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে

তবে তাহা অবশ্য করিব সন্দেহ নাই। সীমন্তিনী এই সকল কথা শ্রবণে রঞ্জনের প্রতি কিম্বৎক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া কময়ুগলে বদনাবরণ করত উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল বৎস রঞ্জন! তুমি এ দুরাচারিণীর মুখ আর অবলোন করিও না, হা কৃতান্ত! তুমি কি পাপীষনী বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিতে যুগ্ম করিতেছে? হা নিলজ্জতে! এখন কি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই? হা বৎস! যাহার জুগুপসিত নিষ্ঠুরাচরণে তুমি কারাবাসক্লেণ্ড সহ্য করিয়াছ সেই পাপাচারিণীর প্রতি তোমার কি সদয়তা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হয়? রঞ্জন ঘুবতীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাহার আকার প্রকার দর্শন করিয়া অচিরে চিনিত্তে পারিলেন যে, তিনি পাটলিপুত্রাধিপ মহারাজ প্রবরার রাজমহষী সেই অনলবতী। তখন তিনি তাঁহার এরূপ দুর্ব্যসার কারণ স্বয়ংই বুঝিতে পারিয়া প্রণতিপূর্বক কৃতান্তলি হইয়া নিবেদন করিলেন দেবি! আর অতীত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়া খিদ্যমান হইবার প্রয়োজন নাই, আমরা আপনকার আশীর্ব্বাদে নানা বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে সুখাধিরোহিণীতে পদার্পণ করিয়াছি। কিন্তু এমত সময়ে আপনাকে এরূপ বিপদাপন্ন

দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত মনোবেদনা উপস্থিত হই-
তেছে । আপনি না বলিলেও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে
যে, মহারাজ ভিন্ন অন্য কাহারও কর্তৃক আপনার এ
বিপৎপাত উপস্থিত হয় নাই । যাহা হউক সে কথায়
আর প্রয়োজন নাই ; মহারাজকে আমি পিতার
ন্যায় অবলোকন করিতাম তৎসময়ে আপনি আমার
জননীস্বরূপা ; সুতরাং আপনি ঈদৃশাবস্থাতে কাহারও
নয়নগোচর হয়েন তাহা আমি কোন মতেই অভিলাষ
করি না । আমার ইচ্ছা যে, কতিপয় বিশ্বস্ত লোক
সমভিব্যাহারে অনুরোধ পত্র সমেত আপনাকে মহা-
রাজের নিকট পাঠাইয়া দিই । মহিষী লজ্জা ও ঘৃণায়
মৃতপ্রায় হইয়া অধোবদনে উত্তর করিলেন বৎস ! তুমি
যথার্থই অনুমান করিয়াছ । কারাবাসাবস্থায় আমি
তোমার নিকট যে দাসীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা-
রই দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে ।
পরিশেষে উহা যখন মহারাজের কর্ণগোচর হইল
তখন তিনি প্রথমতঃ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিলেন
কিন্তু তোমরা তথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ
শুনিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হইলেন ; এমন কি সেই
অবধি তাঁহার আশ্রয় নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম

হইল। তিনি সর্বদা বিজনে বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এপর্যন্ত আমাকে কিছুমাত্র বলেন নাই। অনন্তর এক দিবস মৃগয়া করিবার উদ্দেশে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভাগীরথীর পরপারে আগমন করিলেন এবং এ দেশ ও দেশ নানা দেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সকলের অজ্ঞাত-সারে এই বিজনে আমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন। বৎস ! চন্দ্র সূর্য্য ও ধর্ম্ম সাক্ষী ! আমি কখন পাংশুলপথে পদার্পণ করি নাই, তখন কি জন্য যে আমার তাদৃশী কুমতি জন্মিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক আর আমি পাটলিপুত্রে গমন করিয়া এ মুখ দেখাইবার অভিলাষ করি না, আর আমার এ ঘৃণাকার জীবন রক্ষার প্রয়োজন নাই, অতএব ভ্রায় যাহাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় তাহার উপায় করিয়া কৃতার্থ কর। রঞ্জন তাঁহার দুঃখে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন মাতঃ ! আপনি কখন পাংশুল পথে পদার্পণ করেন নাই এই জন্যই জগদীশ্বর এতাদৃশ বিপৎকালেও আপনাকে আমার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াদিয়াছেন। যাহা হউক আর ও সকল দুঃখকর কথা আর আন্দোলনে প্রয়োজন

নাই, আপনি রাজধানী গমন করিয়া একান্ত মনে স্বামি-শুশ্রূষায় নিরতা হইলেই সকল দুরিত দূরগত হইবে। আমি পাঠাইয়া দিলে মহারাজ অবশ্যই আপনাকে গ্রহণ করিবেন এবং লোকেও প্রকৃত বিষয় অবগত হইতে পারিবে না অতএব আমি সেই স্থানেই আপনাকে পাঠাইয়া দিই আপনি আর অন্যমত করিবেন না। এই বলিয়া মাধবের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমতঃ বস্ত্রাভরণাদি আনয়নপূর্বক তাঁহাকে সাজাইয়া দিলেন পরে শিবিকারোহিত করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত আনুযাত্তিক সমভিব্যাহারে পাটলিপুত্রে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়া মহারাজ পুরঞ্জয়কে এক পত্রও লিখিয়া দিলেন। কিন্তু আনুযাত্তিকেয়া প্রায় সকলেই জানিল যে, ‘পাটলি পুত্রেশ্বর মৃগয়ায় আগমন করিয়া অরণ্যমধ্যে রাজমহিষীকে হারাইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার ধর্মপুত্রেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক রাজার নিকটে প্রেরণ করিলেন।’ যাহা হউক স্ত্রীলোক-সমক্ষে স্ত্রীলোকবিষয়িণী গুপ্ত কথা রক্ষা করা বড় কঠিন কর্ম। রঞ্জন ও মাধব প্রকৃত বিষয় যে এত গোপনে রাখিয়াছিলেন তথাপি রোমাবতী ও মাধবিকা পুত্ৰানুপুত্ৰ

অনুসন্ধান করিয়া সমুদয় অবগত হইলেন । কিন্তু সে অবগতিও তাঁহাদের প্রিয়তমের প্রতি অনুরাগের উদ্দীপিকাই হইল ।

অনন্তর গমন আরম্ভ করিয়া যাইতে যাইতে বেলার অবসান হইয়াছে এমনত সময়ে নগরী দৃষ্টি গোচর হইল । মহারাজ পুরঞ্জয় তাঁহাদের আগমনের পূর্বেই দূতদ্বারা সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া আনন্দানীরধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অমাত্য পুরোহিত সভাসৎ প্রভৃতি সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৌশিকীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রত্যক্ষাশ্রয় করিতে আগমন করিলেন । অনন্তর উভয়দল সম্মুখীন হইলে নরপাল সকলকে সসৈন্য সম্ভাষণ ও গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন । তাঁহার ও যথাযোগ্য বন্দনাদি দ্বারা মহারাজের সম্বর্জন করিলেন ! রোমাবতী শাক্রমুখ পিতার অঙ্কদেশে উপবিষ্ট হইয়া কেবল নেত্রবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত লজ্জা ও ভয়ে জড়প্রায় হইলেন কিন্তু মহারাজ তাঁহার আচরিত কার্যের যথোপচিত অনুমোদন করিয়া সে লজ্জা অপ-

নীত করিয়া দিলেন। অনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদয় বগরী যেন আছাদে নৃত্য করিতে লাগিল ; চারিদিগ্ হইতেই জনগণের আনন্দধ্বনি উখিত হইল এবং সকল লোকেই তাঁহাদের দর্শনাভিলাষে রাজপুরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি এই ব্যাপারের নিমিত্ত কয়েক দিন পর্য্যন্ত নগরী যেন মহোৎসবময়ী হইল।

এই রূপে কয়েক দিন অতীত হইলে একদা প্রভাত সময়ে রাজা পুরঞ্জম সভামণ্ডপে উপবেশন পূর্বক অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত মন্ত্ৰণা করিয়া রঞ্জনকে রোমাবতী প্রদানের শুভদিন নির্দ্ধারিত করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে এক মুণ্ডিত-মুণ্ড নিরুপবীত রক্তবাসা কমণ্ডলুধারী পরমহংস আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভামণ্ডপ সমুদয় লোকে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণিপাত করিলেন। পরমহংস ‘নারায়ণ! নারায়ণ!’ বলিয়া রাজদত্ত বিচিত্র কম্বলাসনে উপবেশন পূর্বক রঞ্জন ও মাধবকে দেখিবার অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সে যোগী অপর কেহ নহে, রঞ্জনের পিতা বিশ্বদেবই তাদৃশ অপূর্ব বেশ ধারণ করি-

যাচ্ছেন। রঞ্জন যোগিবেশ পিতাকে দেখিবামাত্র ভূমিতে
 পতিত হইয়া উঠেঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।
 বিশ্বদেব সত্বর পদে সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে অঙ্কে
 স্থাপন করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন,
 কিয়ৎক্ষণ কাহারও বাড়ি উপস্থিত হইল না। সভাস্থ সমস্ত
 লোকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর রাজ্য
 স্বয়ং স্বকীয় উত্তরীয়াঞ্চল দ্বারা তাঁহাদের অশ্রুজল
 বিমোচন করিয়া দিয়া সান্ত্বাদ সহকারে স্ব স্ব আসনে
 উপবেশন করাইলে বিশ্বদেব গস্তীর প্রকৃতি বশতঃ
 শোকাবেগ সংবরণ করিয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্বক
 কহিলেন মহারাজ ! ভার্য্যার মরণ হইলে পুত্রসত্ত্বে
 ভার্য্যাস্তর পরিগ্রহ করায় যে কি ফল হইতে পারে তাহা
 আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি ; বৎস রঞ্জন ! তুমি
 সেই রূপে চম্পানগরী হইতে পলায়ন করিয়া আসিলে
 পর আমি ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত ব্যাপার
 অবগত হইলাম। তৎকালে পুত্রশোকে আমার মনঃ
 এতাদৃশ বিহ্বল হইয়াছিল যে, গৃহিণী যাহা যাহা বুঝা-
 ইয়া দিলেন তাহাতেই বিশ্বাস জাগিল। তোমার
 চরিত্র স বিশেষ অবগত থাকিলেও, তুমি যে বিমাতৃজ
 বিনাশের অগুমাত্র কারণ নহ, তাহা কোন প্রকারেই

বুঝিতে পারিলাম না । হুতরাং তখন নির্ধূর অধার্মিক বলিয়া তোমার প্রতি যে দ্বেষভাব উৎপন্ন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? ফলতঃ সেই দ্বেষবশতই তুমি পলায়ন করিয়া আসিলেও তোমার অশেষণে যত্নবান হইলাম না । লোকে কোন উৎকট পাপ করিলে অন্যের নিকট তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে । কিন্তু আপনার অন্তরাঙ্গার নিকট তাহা করিতে না পারাতে নিরন্তর তৎকৃত তিরস্কার-যত্নণা সহ্য করিতে হয় এবং সেই যত্নণা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিলে কোন বি-চিকিৎস্য ব্যাপার ঘটয়া উঠে । এ স্থলেও তাহাই হইল—গৃহিণী প্রথম দুই এক দিন আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তোমার নানারূপ দোষোদ্বেষাষণ করিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা পরিত্যাগ করিল—তখন তাহাকে কখন উদ্দেশ্যে রোদন করিতে, কখন তুষ্টী-স্তুত হইয়া থাকিতে, কখন শূন্য গৃহের সহিত পরামর্শ করিতে, কখন তোমার দোষোদ্বেষাটন করিতে, কখন তোমার গুণকীর্তনে মগ্ন হইতে, কখন যে পাত্রে সেই হতভাগ্য বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া মরিয়াছিল, সেই পাত্র নিরীক্ষণ করিতে, কখন বা অকারণে বাটীর অভ্যন্তরে দণ্ডে দণ্ডে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে দেখিতে আশি-

লাম। ফলতঃ এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাহার চিত্তভ্রংশ হইয়াছে, বিলক্ষণ বোধ হইল।

অনন্তর এক দিন আমি গৃহমধ্যে শয়ান আছি, এমন সময়ে নে উন্মাদিনী বেশে আমার নিকট আগমন করিয়া কহিল “নাথ ! এ দুরাচারিণী একবার জন্মের মত তোমার চরণ দর্শন করিয়া লউক। তুমি রঞ্জনের কোন দোষ সম্ভাবনা করিও না, সে যথার্থই আমার প্রতি জননীভাব প্রকাশ করিত, আমি কেবল সপত্নী-হৃত বলিয়া তাহার যথেষ্ট অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। আমিই তাহাকে বিষ মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিই কিন্তু দৈব তাহা সহ্য করিবেন কেন ! দোদরজ স্বয়ং যাইয়া উহা পান করে। যাহা হউক, আর আমি এ পাপের ভরা বহন করিতে পারি না। আর আমার এ অন্তর্দাহ সহ্য হয় না। ইহকালে যাহা হইবার হইল, আশীর্বাদ করিও যেন পরকালে নিরয় যন্ত্রণার কিছু নিবৃত্তি হয়” এই বলিয়া অঞ্চল মধ্য হইতে এক খরদার অস্ত্র বাহির করত সবেগে কণ্ঠোপরি নিষ্ক্ষেপ করিল, আমি উদ্ভ্রষ্টঃস্বরে চীৎকার করিয়া পল্যঙ্ক হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক ধরিয়া দেখি যে, তাহার কণ্ঠের অর্দ্ধ ভাগ ছিন্ন হইয়াছে, যন্ত্রোখিত জলের ন্যায় রুধিরধারা নিগত

হইতেছে, এবং হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আশ্ফা-
লিত হইতেছে। এই ব্যাপার দেখিবাগাত্র কিয়ৎক্ষণ
আমি চেতনাশূন্য হইলাম। পরে মূর্ছা ভঙ্গ হইলে
দেখিলাম যে, গৃহিণী একবারে গতাস্থ হইয়াছেন।
তখন আমার মনঃ যে, কিরূপ হইয়া গেল তাহার কিছুই
ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না। ভাবিলাম বৃদ্ধাবস্থায়
বিবাহ করিয়া সুখ লাভ ত বিলক্ষণই হইল ! বিমাতা
ও সপত্নীস্বতের বিবাদ নিবন্ধন চিরকালই অসুখে
গেল ! প্রাণ-সম কৃতবিদ্য পুত্রকে কোথায় বিনর্জুন
দিলাম ! স্ত্রী ও পুত্র দুই মহা প্রাণীর অপমৃত্যুর কারণ
হইলাম ! সংসার সুখ একবারে উদ্যাপিত হইল !
অতএব আর আমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি ?
এক্ষণে যাহাতে পরকালে নিস্তার পাই তাহার উপায়
করি, এইরূপ চিন্তা করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া
তদগুণেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম এবং পুণ্যধাম
বারাণসী গমন পূর্বক সংসারাপরিত্ত ভনের আশ্রয়ে
এই পবিত্র ভিক্ষু আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল
অবস্থান করিতে লাগিলাম।

তৎকালে আমি যে পথে পদার্পণ করিলাম তাহাতে
পুত্র কলত্রাদি সংসার চিন্তা কোন প্রকারেই আমার

পথ্য নহে । কিন্তু তাহা হইলেও বৎস ! তোমার চিন্তা আমাকে সর্বক্ষণ ব্যাকুল করিতে লাগিল । তুমি কোথায় গেলে ? কি করিলে ? জীবিত আছ কি অকারণে আমার কিঞ্চিৎ অনাদর দেখিয়া দেহ বিসর্জ্ঞন করিয়াছ, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই আমার কালাতিপাত হইতে লাগিল । তখন স্থির করিলাম একবার তোমাকে দেখিয়া বা তোমার সংবাদ লইয়া না আসিলে আমার মনের এই পারিপ্লবতা কোন রূপেই অপগত হইবে না । এত দিন তুমি চম্পায় আগমন করিয়া থাকিবে অথবা তথায় বাইলেই তোমার কোনরূপ সংবাদ পাইব এই সম্ভাবনা করিয়া তদভিমুখেই যাত্রা করিলাম কিন্তু পথিমধ্যে পাটলিপুত্র নগরে ইতস্ততঃ তোমার গুণকীর্তন শ্রবণ করিয়া এবং তথাকার রাজসংসারে তুমি কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলে এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিলাম । মহারাজ প্রবরাঃ তোমার অদর্শনে যে কি পর্য্যন্ত কাতর আছেন তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না । তাঁহার মুখেই শুনিলাম তুমি যমু-রাজী রাজের জামাতা হইবে এরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে । অনন্তর তথা হইতে আমার এস্থানে আদিবার সময়ে রাজা বলিয়া দিলেন মহাশয় ! রঞ্জনকে কহিবেন যে

“আমি তাঁহার কথা কোন রূপে অন্যথা করিতে পারি না। তিনি যাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার কথাপ্রমাণে তাঁহাকে ভবনমধ্যে স্থান দান করিয়াছি। যদি অতঃপরও আর কোনরূপ বিষ উপস্থিত না হয় তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিব।” অনন্তর আমি তথা হইতে বহির্গত হইয়া নানা নগনদী উত্তরণপূর্বক এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এই বলিয়া তিনি মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন বৎস মাধব! তোমার জনক বা জননী যদি বিদ্যমান থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারাও আমার ন্যায় উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইতেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তোমার আগমনের পূর্বেই তাঁহারা পরলোক প্রস্থান করিয়া পুত্রবিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে পান নাই। যাহা হউক বৎস! স্ত্রীদের প্রতি স্ত্রীদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা তুমি বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছ, এক্ষণে আশীর্বাদ করি তোমরা যাবজ্জীবন এইরূপ অবিযুক্ত থাকিয়া পরম স্ত্রে কাল যাপন কর, অধিক কাল তোমাদের সংসর্গে থাকিলে পুনর্বার আমাকে মায়াচ্ছন্ন হইতে হইবে, অতএব আর বিলম্বের প্রয়ো-

জন নাই এক্ষণে আমি নির্কৃত মনে তীর্থ যাত্রায় গমন করি।

এই বলিয়া বিশ্বদেব গাত্রোথান করিবার উপক্রম করিলে রঞ্জন ও মাধব কান্দিয়া অস্থির হইলেন। তখন নরপাল প্রভৃতি সভাস্থ সমস্ত লোক দাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্বক, অন্ততঃ রঞ্জনের বিবাহ ক্রিয়া নির্বাহ পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কোন রূপেই সেই নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিতে অনমর্থ হইয়া অগত্যা সন্মত হইলেন। অনন্তর নির্দ্ধারিত দিবস উপস্থিত হইলে নরনাথ স্বকীয় বিভবানুরূপ সমারোহ সহকারে রঞ্জনকে বোমাবতী প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধে মাধবিকাও মাধবে প্রদত্তা হইল। বরকন্যা পরিণীত হইয়া পরমানন্দ সহকারে বহু-দিবস-দক্ষিণ মনোরথ সকল সফল করিতে লাগিলেন। নগরী বিবাহ মহোৎসবে আনন্দময়ী হইল।

কএক দিন অতীত হইলে বিশ্বদেব সকল বন্ধন ছেদন পূর্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। রাজা পুরঞ্জয়ও আপনার স্থবিরতা স্মরণ করিয়া জামাতাকে রাজ্যেশ্বর ও তনয়াকে রাজমহিষী করিলেন এবং পূর্ব প্রতিজ্ঞানু-

সারে মাধবকে প্রধানমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া চিরানু-
ভূত বিষয়বাসনা বিসর্জনপূর্বক বৈবাহিকের অনুগামী
হইলেন। তাঁহারা গমন করিলে পর কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত
রাজপুরী শোকে অভিভূতা হইল। অনন্তর নব নরপতি
রঞ্জন শোকাবেগ সম্বরণপূর্বক প্রিয় সচিব মাধবের
সহিত বায়ুনাথ বহির ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া ন্যায়
ও ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন আরম্ভ
করিলেন। রোমাবতী ও মাধবিকা অশেষ গুণাকর
হৃদয়নাথর হৃদয়বল্লভা হইয়া পরস্পরসঙ্গে কাল যাপন
করিতে লাগিলেন।

